পৃথিবীর বয়স

মিহির আচার্য

শুকসারী প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৫৫

Prithibir Boyos
a novel by
Mihir Acharya

শান্তি আচার্য
শুকসারী প্রকাশক
১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলকাতা-১৪

বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রেস
১১৫এ রামমোহন সরণি
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদচিত্র চারু খান

ঘর

দীর্ঘ মেসবাসের স্মৃতিকে উচ্ছেদ করে ভোবড়ানো সুটকেশ আর তেলচিটে চটে জড়ানো বিছানাসমেত ট্যাক্‌সিতে সওয়ার হয়ে বিকেলের দিকে সুধন্য এল নতুন বাসায়। গোবরা অঞ্চলে। চাবি ছিল বকুলের কাছে। সে একটু আগে বুড়ো বাপ-মার তিরস্কারের আশীর্বাদ বহন করে এখানে এসে পড়েছে। ট্যাক্‌সির আওয়াজে বকুল দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ধরাধরি করে দুজনে সুটকেশ আর বিছানা ভেতরের বারান্দায় নিয়ে রাখল।

ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে ঘরে খালি মেঝের দেয়াল ঘেঁষে পা ছড়িয়ে বসল সুধন্য। আঃ!

'এখুনি কুঁড়েমি পেয়ে বসল, তাই না?' বকুল খবরের কাগজ পেতে সুধন্যর সুটকেশ ওর ট্রাঙ্কের পাশে রাখল।

সুধন্য বকুলের ওপর চোখ রাখল। ওর সারা শরীরে উত্তেজনায় আনন্দ। পরনে নতুন তাঁতের শাড়ির গন্ধ, ওর দেহের স্থির সুবাসকে ছাপিয়ে উঠেছে। মাথায় টকটকে লাল সিঁদুর। মুখাবয়বে সযত্ন প্রসাধনের চিহ্ন।

'মাইরি, একটু চা খাওয়াও।' সুধন্য প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল।

'ওকি হচ্ছে? মেঝেতে ছাই ফেলা হচ্ছে। ভীষণ নোংরা।' বকুল ওর সামনে কৌটোর ঢাকনিটা রাখল।

'তোমাকে না ভারি ইয়ে দেখাচ্ছে।' সুধন্য হাই তুলে বললে।

'দেখাক। তাই বসে বসে ত্যাখো। চা হচ্ছে না।'

'কেন?'

'এনেছ? ফর্দ করে দিলাম সকালে। এইভাবেই সংসার করবে। আমাকে না খাইয়ে মারবে দেখছি।'

'ইস! সত্যি ভুল হয়ে গেছে।'

বকুল বললে, 'একটা কাজ করো। মোড়ে চায়ের দোকান থেকে দু পেয়ালা চা নিয়ে এসো।'

'এখ্‌খুনি। কেটলি দাও।'

সুধন্য বেরিয়ে গেল।

বকুল নিজের মনে হাসল। বাড়িটা এত সস্তায় পাওয়া যাবে, ভাবা

যায়নি। মাত্র চল্লিশ টাকা। অবশ্য মাথার ওপরে টালি। তাহোক সিলিংও আছে। তেমন ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হবে না। চারটি জানলা, অবশ্য ছোটো এবং অনেক ওপরে। দুটো তাক আছে। আপাতত একটা তাকে আয়না চিরুনী, সিঁদুর কৌটো, স্নো-পাউডার সাজিয়ে রেখেছে।

ঘরে তক্তপোশ নেই। মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে হবে।

বাড়ি ছাড়ার সময় মনটা একটু উন্মনা হয়েছিল। একটা চঞ্চল উদ্বেগ ও ও অশান্তি ছিল। বাবা গম্ভীর। মা কাঁদছিল। ছোটো ভায়েরা দিদির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল। বাড়িটা অনেকদিনের পুরনো এবং কুমারী যৌবনের অনেক স্মৃতি সেখানে জমা হয়ে তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলছিল। কিন্তু সুধন্যর কথাও ভাবতে হয়। এক বছর ধরে তাকে থামিয়ে রেখেছে। যদিও বিয়ের রেজিস্ট্রেশন ছ'মাস আগেই হয়েছে। এই কয়েকমাস একটু একটু করে শক্ত হতে হয়েছে। মাকে বলেছে মাত্র পরশুদিন। মা শুনে বোবা হয়ে গেছেন। বাবার রিটায়ার্ডের মুখে, তার প্রাইমারী ইস্কুলের পঞ্চাশ টাকা বেতন-সমেত সে এ বাড়ির প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করে চলে যাবে, মা বেদনা পেয়েছিলেন। বকুলের স্বার্থপরতার প্রমাণ পেয়েছিলেন। কিন্তু, সুধন্য—ও তো কোনো দোষ করেনি। সরকারী আপিসের কেরানীগিরির দেড়শো টাকা সম্বল করে মেসের অখাদ্য রান্না খেয়ে শরীর ধ্বংস করবে, এটাও কোনো কাজের কথা নয়। এই দীর্ঘ ছমাস অনেক ঝগড়া হয়েছে। অনেক মুখভার, অদর্শন, এবং কান্না। পর্দাটানা রেস্তোরাঁর কামরায় বসে কিংবা ময়দানের গাছের অন্ধকারে দাম্পত্যজীবনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বোধ করা যায় না। যায়নি। শাড়িতে অনেক চোরকাঁটা লেগেছে, আঁচলে কাদা। আর রাত্রে দুজনের কাছে দুজনের বিদায় নিতে যে ক্লান্তি, বিষণ্ণতা এবং অপরাধবোধ গুমটের বাষ্পে ছেয়ে ফেলত তাতে উভয়েই নিঃশব্দে রক্তাক্ত হত।

সুধন্য কেটলি ঝুলিয়ে হাজির হল।

দুটো কাপে চা ভাগ করে বকুল একটি সুধন্যর হাতের নাগালে এগিয়ে দিল। সুধন্য জামা ছেড়ে গেঞ্জি পরেছে। ট্রাউজার ছেড়ে পাতলুন পরল। তারপর আবার দেয়াল ঘেঁষে পা ছড়িয়ে বসল।

'আসল রূপ এবার বেরুচ্ছে, কেমন?' বকুল চোখের তারা নাবিয়ে বললে।

'যথা ?'

'আমার নাকের সামনে এইভাবে জামা কাপড় ছাড়া! এসব অসভ্যতা চলবে না, বুঝেছ মশায় ?'

সুধন্য পা নাচাতে লাগল। 'আর বলো কেন মেসের অভ্যেস। আমাদের ঘরে চারজন রুমমেট।'

'ছাড়তে হবে।'

'চেষ্টা করব। এই · একটু আমার কাছে এসো না, লক্ষ্মীটি—'

বকুল তর্জনী তুলল। 'খবরদার. আমাকে খেপালে পাড়া মাথায় করব।'

সুধন্য বললে, 'ধেৎ! এর চেয়ে মেসে ভালো ছিলাম। মুড়ি, তেলেভাজা আর তাসের প্যাকেট।'

'তাই যাও না। কে বারণ করেছে।'

সুধন্য বললে, 'দেখছ হরদম ট্রেন যাচ্ছে। শব্দে ঘুম হবে না দেখছি।'

বকুল কী বলল, ট্রেনের তুমুল শব্দে কিছু শোনা গেল না। থরথর করে কাঁপছে সমস্ত ঘরটা।

বকুল উঠে দাঁড়াল। কলতলায় গিয়ে কাপ আর কেটলি ধুলো।

সুধন্য বললে, 'এই বেলায় বলো বাজার থেকে কী আনতে হবে ?'

বকুল বললে, 'এখন আর বেরোতে হবে না। আমি বাবু সন্ধ্যের সময় একা থাকতে পারব না।'

'কেন ? তুমিও চলো না ?'

'না। ভালো লাগছে না।'

সুধন্য বলল: 'তোমাদের মেয়েদের এই স্বভাব, ভীষণ ঘরকুনো।'

বকুল বললে, 'বটে। দেখা যাবে যখন সত্যি সত্যি ইস্কুল ছেড়ে দেবো।'

'ওরে বাবা, তাহলে পুনরায় মূষিক, আবার মেসে গিয়ে সেঁধোতে হবে।'

'মনে থাকে যেন। আমার গরিব বাবা মা তোমাকে এই পঞ্চাশ টাকার যৌতুক দিয়ে পাঠিয়েছেন।'

সুধন্য বললে, 'তুমি কী সোমবারেই জয়েন করবে ?'

'নইলে কী করব ? একা-একা বাড়িতে বসে তোমার অপেক্ষায় গা ধুয়ে চুল বেঁধে বসে থাকব ? তোমার কাছে আর একটি চাবি রেখো। অবশ্য

আমি সাড়ে চারটের ভেতরই ফিরতে পারব। তবু বলা যায় না। ট্রাম বাসের যা অবস্থা।'

'এই– '

'তুমি না ভীষণ লোভী হয়ে উঠছ। তোমার ওরকম চোখ দেখলে আমার ভয় করে—' বকুল ভয় করেও সুধন্যর কাছে এগোল।

সুধন্য ওর হাত ধরে চোখের কাছে টেনে আনল। ওর কাঁধে মুখ রাখল।

বকুল বাধা দেবার ভান করল। 'কী যে পাগলামী করো।'

'এই—' সুধন্য ফিসফিস করে বললে।

'বলুন মশায়, শুনতে পাচ্ছি—'

বকুলের গ্রীবাদেশ পাথরের মতো ঠাণ্ডা। মিষ্টি পাউডারের চাপা গন্ধ।

'তুমি সুখী হয়েছ ?'

'না মশায় হইনি।'

'বলো না লক্ষীটি—'

''বলব না। কখনো বলব না।'

'এই—'

'বোকা, বোকা, ভীষণ বোকা। মেয়েরা সুখের কথা কখনো বলে না।'

সুধন্য ওর চুলে ঠোঁট ঘষলো।

'এবার ছাড়ো। রান্না করতে হবে। চালে ডালে খিচুড়ি ফুটিয়ে দিচ্ছি কিন্তু। মহারাজের মুখে রুচবে তো ?'

'আমি তোমার কাছে গিয়ে বসি।'

'না। তুমি বিরক্ত করবে। আমি আবার যা পাকা রাঁধুনি—'

বারান্দার কোণে বকুল কেরোসিনের কুকারের সামনে বসল। খালি মেঝেয় চিত হয়ে শুল সুধন্য। মুহূর্তগুলি নির্জন ও কোলাহলবিহীন। মেসের সেই সন্ধ্যার চিৎকার নেই। বীরেনবাবুর মোটা গলার রামপ্রসাদী। তাদের বৈঠকের সরগরম। ঘাড় ফিরিয়ে কর্মব্যস্ত বকুলকে দেখল। এমনভাবে সে রান্না নিয়ে মেতে উঠেছে যেন ওটা তার সারাজীবনের একটা ব্রত। গুন গুন করে গান করছে কী ও। ডেকচিতে তেলের শব্দ, ডাল-ভাজার ঝাঁঝালো গন্ধ বেরিয়েছে। সমস্ত গন্ধটা একটা অন্তরঙ্গতার ঘ্রাণ নিয়ে আসছে। নিশ্চিত নির্ভাবনা এবং সীমাহীন অথই সুখের জোয়ার।

'শুনছ ? আমাকে এক গ্লাস জল দেবে ?'

'দেব না। নিজে গড়িয়ে খাও।'

সুধন্য আবার শুয়ে পড়ল।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বকুল ঘরে এল। 'ঘরে কুঁজো রয়েছে জল গড়িয়ে খেতে পারো না ?'

সুধন্য চোখ দিয়ে ওকে দেখতে লাগল।

'নাও।' বকুল জলের গ্লাস এগিয়ে দিল। 'আমার দিকে হাঁ করে কী দেখছ '

'স্বপ্ন ন মায়া…' সুধ বললে।

'কাল স কালে বুঝতে পারবে। দশটার সময় গিয়ে রেশনিং আপিসে লাইন দেবে বুঝলে ?'

'ওসব আমি পারব ন ।'

বকুল বলল 'আহা রেশন কার্ড না করলে এক ফোঁটা চাল পাবে না, চিনি পাবে না। রোম ন্স বেরিয়ে যাবে। সংসার না ফাঁদলে তো চলছিল না, এবার বোঝো।'

সুধন্য বললে, 'এসব কথা বিয়ের আগে বললে ভালো হত না ?'

'কেন ? কী করতে ?'

'দশবার ভাবতাম।'

'একবার ভাবলেই চলবে। আমি কিছু জানিনে, পায়ে পা তুলে বসে থাকব। তুমি বাইরে থেকে রেশন আনবে, বাজার করে আনবে…'

সুধন্য বললে, 'এমন জানলে—'

বকুল হাসতে হাসতে চলে গেল।

……তারপর ভোজনপর্ব চুকল।

হাতের কাজগুলো সেরে বকুল ঘরে এল। জানলার বাইরে রাত্রি পাণ্ডুর হয়ে নেমেছে। ঘরের ভেতরে গরম করছে। জানলাগুলো অনেক ওপরে, হাওয়া ওপর দিয়ে চলে যায়।

বকুল অবসর পেয়ে চুলের জট ছাড়াতে বসল। ওর খোলা চুলের গন্ধ ভাসছে ঘরে। যত্ন করে চুল বাঁধতে বসল বকুল। পরনের শাড়িটা শ্লথ করে জড়ানো। বকুল মুখে ক্রিম ঘষল। ওর মুখটা এখন বাতির আলোকে কচি

কোমল দেখাচ্ছে। ও কি কাজল টেনেছে চোখে? ওর চোখ-জোড়া এমনিতেই সুন্দর, এখন গভীর ও ঘন দেখাচ্ছে। আনমনে পায়চারি করছিল বকুল। গুনগুন করে গানও করছিল। ওকে একটু গভীর এবং আরক্ত দেখাচ্ছে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে সুধন্যকে দেখল।

'তুমি কী খালি মেঝেতেই ঘুমোবে ঠিক করেছ? বিছানাটা খোলো।'

সুধন্য বললে, 'আমি পারছিনে।'

'তবে দয়া করে সরো। আমাকে পারতে দাও।' বকুল শয্যা খুলল।

সিল্কিল তোশক, তেলচিটে বালিশ, আর যতদূর সম্ভব মলিন চাদর। মশারিটা কেনবার পর আর ধোপার বাড়ির সৌভাগ্য দেখেনি।

সুধন্য ওকে স্তব্ধ দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

বকুল বললে, 'ভাবছি।'

'কী?'

'তোশকের যা সাইজ আমাকে দেখছি খালি মেঝেতেই—'

'কী করে জানব? নইলে ডবল তোশক করাতাম। ঠিক আছে বাবা হয়ে যাবে।'

'যাবে বলছ?'

বকুল বিছানা পাতল। 'তোমার আর বেডশিট আছে?'

'আছে বোধহয়। তবে বিচ্ছিরি ময়লা।'

বকুল দড়ির গা থেকে তার একটা শাড়ি তোশকের ওপর বিছিয়ে দিল। কিন্তু বালিশ? আর একটা শাড়ি মাথার ওপরে ভাঁজ করে নিলেই হবে।

সুধন্য বললে, 'ছাখো গরিব হওয়াটা বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার। দেখি কো-অপারেটিভ থেকে ধার নিয়ে—'

'তুমি কী আর বাইরে যাবে?'

'না।'

'তবে দরজা বন্ধ করে দিই।'

দরজা বন্ধ করে দিতেই ঘরটা ছোট হয়ে এল। বাতির আলোকে ভেতরটা এখন দ্বীপের মতো ভাসছে। ঘরে দু'জন প্রাণী। আলো নিবতেই রাত্রি অন্তরঙ্গ হয়ে এল।

ঘরের ভেতরে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম।

ওদের দেখে মনে হল ভুল করে একটা তেলকলে ঢুকে পড়েছে। হাওয়া নেই। তারা তেলকলের শ্রমিকদের মতো দরদর করে ঘামছে। আর এক-ফোঁটা হাওয়ার জন্যে যুদ্ধ করছে। এমন অচ্ছেদ্য অন্ধকার আর নির্জনতা তাদের আগে এমন করে পিষে ধরেনি। অন্ধকারটা তাদের চেতনার সামনে একটা প্রকাণ্ড ধাঁধা হয়ে রূপ নিয়েছে। যে ধাঁধাটা তারা চেষ্টা করেও সমাধান করতে পারছে না। এলোমেলো এবং ভয়ংকর হুড়মুড় করে কিছু একটা হতে চাইছে তারা। চোখের সামনে দেখল তারা ডিঙোতে চাইছে, পার হতে চাইছে, পারছে না।

রূঢ় একটি অনুভূতিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বকুলের। ফ্যাল ফ্যাল করে সে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইল। পাশে সুধন্য ঘুমে পাথর। বাইরে চাঁদ উঠেছে। পাতলা আলোয় সুধন্যর মুখ সুখী দেখাল। বকুলের ঘুম আসছে না। কেমন একটা ভোঁতা শূন্যতা তাকে স্থির করে দিচ্ছে। সুধন্যকে এমন অন্তরঙ্গ করে কেন চাইল সে। মনের দমিত একটা ইচ্ছা, বাসনা। বাসনায় গলিত সোনার মতো দ্রব হয়েছিল সে, আগুনের মতো জ্বলছিল চেতনার পর্দাগুলো, তরঙ্গের টানে কোথায় এগিয়ে চলছিল সে। কিন্তু কোন ভূখণ্ডেই তো সে উঠতে পারল না। এখন বকুলের লজ্জা হল, নিজের ইচ্ছাগুলি তার বশে নেই। কিংবা এমনও হতে পারে তার প্রদীপ্ত অস্তিত্বই সুধন্যকে এলোমেলো করে দিল। তার নিজের ভেতরেই এমন একটা লোভ, এমন কাঙালপনা রয়েছে সে নিজেই বুঝতে পারেনি। সুধন্য কী ভাবল। অথচ এমন একটি অন্তরঙ্গ পরিস্থিতির জন্যে তারা ছ'মাস অপেক্ষা করেছে, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। এই দুঃসহ গ্রীষ্মেও বকুল হি হি করে কাঁপতে লাগল।

২

সারা সকাল রোদ মাথায় করে ঘর্মাক্ত এবং কালো হয়ে বীরদর্পে বাজারের থলি নিয়ে ফিরল সুধন্য।

বকুলের সামনে থলিটা উজাড় করে তার সওদা দেখাতে লাগল এবং সগর্বে ঘোষণা করল: 'এর আগে একা কোনদিন বাজার না করলেও ভাখো কেমন বুদ্ধিমানের মতো বাজার করেছি।'

বকুল ভোরবেলায় উঠে স্নান সেরেছে। পিঠের ওপর ওর ভিজে চুলের বোঝা। হেসে বললে, 'এইভাবে বাজার করলেই হয়েছে।'

'কেন?' সুধন্য অপ্রস্তুত হবে না কিছুতেই। তাই সিগারেট ধরাল।

'এই একটা আস্ত বাঁধাকপি আবার ফুলকপি, আলু এক কিলো এনেছ মনে হচ্ছে, পিঁয়াজ—তারপর আবার সজনে ডাঁটা, কলমি শাক...'

সুধন্য জামা কাপড় পাল্টে রেশনিং আপিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। সকালের রোদ চলকে উঠেছে। একটা রাত্রি যেন সুধন্যকে একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। তার একটা ছোট্ট সংসার আছে, সুশীলা স্ত্রী আছে এবং পথ চলতেও সে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে ভাবতে পারে, এই গৌরবই তাকে সমৃদ্ধ করে তুলল। সে বকুলের কথাই ভাবল এবং একটা সম্পূর্ণ অধিকারবোধ তাকে দায়িত্বশীল ও গম্ভীর করল। তবু একটা উদাস অসহায়বোধ তাকে সারাক্ষণই পীড়িত করছে। সে শুধুমাত্র প্রেমিক নয়, স্বামী, তাই তাকে সম্পূর্ণ মানুষ হতে হবে। এবং এই আস্ত মানুষটিকে স্ত্রী হিসেবে বকুল এখন স্বাভাবিকভাবেই দাবি করতে পারে। মানুষ রহস্য নিয়ে বাঁচে না, প্রকাশমান সত্য এবং গ্রাহ্য বাস্তবের চাহিদায় তাকে গড়ে উঠতে হবে। অথচ কেন এমন হল? সুধন্য স্বীকার করতে আপত্তি করছে না যে সে বকুলের কাছে সম্পূর্ণ এবং সত্য হতে পারেনি। অথচ প্রেমের রঙিন মোড়ক ভেঙে উভয়কেই প্রথা মত পুরুষ ও নারী হতে হবে। তাদের বদ্ধ আবেগগুলির আগমন নির্গমনের খোলা পথ তৈরি করে দিতে হবে। অনভিজ্ঞতার উদ্বেগ সংশয় সুধন্যকে কুঁরে কুঁরে খেতে থাকে। দেহে মনে সুস্থ সুধন্য কোনো রকম হীনমন্যতার কাছে মাথা নোয়ায় না। হয়তো এমনও হতে পারে অন্তরঙ্গতারও একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে যা তাদের দুজনেরই রপ্ত করা নেই। সুধন্য বুদ্ধিমানের মতো হাসতে পেরে নিশ্চিন্ত হল। এই সংসারটা অনেককাল ধরেই অনেক ধারণা মানুষের মনে চাপিয়ে দিয়েছে, যেমন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে হতে হবে, অনেকটা সংস্কারের মতো। অথচ ধারণাগুলি বাস্তব প্রয়োগ ছাড়া জানা যায় না।

সুধন্য রেশনিং আপিসের এক মাইল লাইনের শরিক হল।

ডানায় রোদ মেখে একটা চিল আকাশের অনেক নীচে চক্র দিচ্ছে। চিলেরা অনেকক্ষণ আকাশে উড়তে পারে, সুধন্য যেন নতুন করে ঘটনাটা

জানল। সে একটা সিগারেট ধরাল। বারবার বকুলের মুখ ভেসে উঠছে। ওর সুন্দর গভীর চোখ। যখন কথা না বলে চুপ করে থাকে কেমন করুণ আর রুগ্ন দেখায় তাকে। সুধন্য যেন ঘনঘন একটা প্রিয় গানের রেকর্ড বাজাচ্ছে। যেন নতুন করে অনেকবার সে বকুল বলে মেয়েটির অনুরাগে সিক্ত হচ্ছে।

অনেক বেলা করে সুধন্য বাড়ি ফিরল।

বকুল বললে, 'এত বেলায় চান করতে হবে না। শরীর খারাপ করবে।'

'একটু জল দাও।'

'না। রোদ থেকে এসে জল খাবে না। দাঁড়াও সরবত করে দিচ্ছি।'

বকুল চিনির সরবত করে দিল। 'ইস্ গেঞ্জি কী ময়লা করেছ। এখুনি ছেড়ে ফেলবে। কালকে গেঞ্জি আর আণ্ডারওয়ার কেচে দিয়েছি। সেগুলো পরবে।'

সুধন্য গেঞ্জি ছেড়ে খালি গা হল। 'স্বাস্থ্য দেখে চমকিয়ো না যেন।'

'দেখ না কয়েকদিনেই কেমন মোটা করে তুলি।' বকুল ওর পিঠের ঘামাচি খুঁটতে লাগল, 'এই—কানের কাছে এই দাগটা কিসের?'

'এই বলে কানে হাত দেয়।' সুধন্য হাসল।

'আমার জিনিস আমি যেখানে খুশি হাত দেবো।' বকুল ওর কান কামড়ে দিল, 'বলোনা গো কানের দাগটা কিসের?'

সুধন্য বললে, 'বলি আর তুমি হাসো। কী হয়েছিল জানো, আমাদের মেসের নাপিত রামধনিয়া চুল কাটতে গিয়ে কানে কাঁচি বসিয়ে দিয়েছিল।'

'যা। সত্যি?' বকুল হাসিতে ভেঙে পড়ল।

'ইয়ারকি করলে চলবে না। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

'হাত পা ধুয়ে এসো।'

তারপর খেতে বসল দুজনে।

'জানো নীলু এসেছিল—' বকুল বললে।

'নীলু!'

'আহা, নীলু, আমার ছোট ভাই। মা পাঠিয়েছিলেন ধোপার বাড়িতে আমার জামা-কাপড় ছিল। ওকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর কিছু বড়ি পাঠিয়েছেন।'

'তাহলে ওঁরা রাগ করেন নি?' সুধন্য হাসল। 'ডালনায় নুন দাওনি কিন্তু।'

বকুল বললে, 'সত্যি? মা কম হয়েছে। বুঝতে পারিনি।'

'আচ্ছা তুমি তেল-কই রাঁধতে পারো। আমার এক মাসিমা না—'

'আর একটু ভাত দিই।'

'না।'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে খেতে? মা কোনদিন আমাকে হেঁসেলে ঢুকতে দিতেন না। দেখ না এবার অভ্যেস হয়ে যাবে।'

সুধন্য উঠে পড়ল।

বকুলের দেরি হল। সে রান্নার বাসনপত্র গুছিয়ে রাখল। খাবার জায়গা ন্যাতা দিয়ে নিকোল। এবং কলের তলায় গিয়ে থালা-গ্লাস মেজে তারপর ঘরে এল।

বিড়ালের মতো লঘুপায়ে দুপুর গড়িয়ে এল। বাইরে রোদ তামার বাসনের মতো ঝাঁ ঝাঁ করছে। উঠোনে একটা কাক শূন্য গলায় ডেকে উঠল।

'কুম্ভকর্ণ, এখনো ঘুমোও নি যে।'

'ভাখো আমি ভাবছি, বাজার থেকে কলার পাতা কিনে নিয়ে আসব।'

'হঠাৎ?'

'না। তাই বলছিলাম।'

'দেখ আমার সংসারের ব্যাপারে তোমার নাক গলানো চলবে না। পুরুষ মানুষ পুরুষ মানুষের মত থাকবে।'

'তোমার কষ্টের কথা ভেবে—'

'নিজের কথা ভাবো। তোমার দুটো জামারই ঘাড় ফেঁসেছে। সেলাই করে দিয়েছি বটে। কিন্তু কোন কথা শুনতে চাইনে। মাইনে পাওয়ামাত্র দুটো পাঞ্জাবি করতে দেবে।'

'পাঞ্জাবি। আমি তো শার্ট পরি।'

'পাঞ্জাবিতে তোমাকে ভালো দেখায়।'

'হয়েছে।' সুধন্য হাসল।

দুপুর ঘামে প্যাচপেচে হয়ে গলে পড়ছে।

সুধন্য দেখল বকুলের কালো চোখের কিনারে মুক্তোর মতো শাদা ঘাম, চিবুকে গলায়।

আপিস থেকে ফিরতে সন্ধ্যে উৎরোল। দোকানে পাঞ্জাবির অর্ডার দিল। তারপর বকুলকে চমকে দেবার জন্যে দু'গজ ব্লাউজ পিস কিনে ফেলল। কত সহজেই যে সম্রাট বনে যাওয়া যায়, এইটে ভেবেই সুধন্য উচ্চাঙ্গের তৃপ্তি বোধ করল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বকুলকে খুশির তরঙ্গে ভাসিয়ে দেবে ভেবে সে দ্রুত পা চালাল।

দরজার সামনে অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

দরজায় তালা দেখে ঘাবড়ে গেল সুধন্য। এখন আটটা বাজে, বকুল এখনও ফিরেনি। নিশ্বাস ফেলে দরজা খুলল সে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বকুল হয়ত কোন কাজে আটকা পড়েছে, দেরি করবার মেয়ে তো সে নয়। সুধন্যর মনে হল তার তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু পা তুলে জল খেতে ইচ্ছে করল না। এখুনি বকুল আসবে, এমন একটি ক্লান্ত আগ্রহ তাকে উজ্জীবিত করে রাখল। অনেকগুলি মুহূর্ত কাটল। প্রতীক্ষায় ইচ্ছাগুলি ঝরতে লাগল। তার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখ ঝাঁ ঝাঁ করছে। সুধন্য কী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বিরক্তির বুদ্‌বুদ্ তাকে গ্রাস করল সুধন্য হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আঙুলগুলি কেমন নিশপিশ করছে। একবার বাইরের উঠানে এল। অন্ধকার আকাশে তারাগুলি বিচিত্রভাবে ছড়ানো-ছিটনো মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়া। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভূতের মতো লাগল। সুধন্য এবার দস্তুরমত রাগল। কী হয় যদি দরজা বন্ধ করে আবার পথে বেরিয়ে পড়ে। সুধন্য সিগারেট ধরিয়ে পরমুহূর্তেই সজোরে নিক্ষেপ করল।

ওই বুঝি বকুল আসছে। সুধন্য মুখখানা আষাঢ়ে মেঘের মতো করল।

'একি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

সুধন্য কোন উত্তর করল না।

'কতক্ষণ এসেছ? জানো, কী হয়েছে? আমোদের ইস্কুলের অনিমাদি জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে, ওর মেয়ের আবার জন্মদিন—আমরা না খালি হাতে গেছি। একেবারে অপ্রস্তুত—'

সুধন্য বললে, 'ও!'

বকুল কাঁধ থেকে ওর ব্যাগটা নামিয়ে রাখল, তারপর কলতলায় গিয়ে শাড়ি বদলে এল। 'চা খাবে তো?'

সুধন্য মুখ লম্বা করে বিড় বিড় করে কী বলল।

বকুল ততক্ষণ কুকার জ্বালিয়ে জলের কেটলি বসিয়ে দিয়েছে।

মাইনে পেয়েছ?'

সুধন্য পকেট থেকে নোটগুলি ওর সামনে ছুঁড়ে দিল।

বকুল ব্যস্ত হয়ে নোটগুলি কুড়িয়ে নিল। 'জানো আমাদের মাইনে এখনো আসেনি। আবার আজকে ইনস্পেক্টার আপিসে লোক পাঠানো হল। অনিমাদি বলছিল টিউশনি করব কিনা? দুটো ফোরের মেয়েকে পড়াতে হবে, সন্ধ্যার দিকে ঘণ্টা দুয়েক –'

'একেবারে ঠিক করে এসেছ বলে মনে হচ্ছে—'

'কী কথা বলছ? তোমাকে না জানিয়ে—। অবশ্য টাকার তো দরকার, তাই না? পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দেবে।'

সুধন্য কিছু বলল না।

বকুল চা তৈরি করতে বসল।

'অনিমাদির মেয়েটি না ভারি মিষ্টি দেখতে হয়েছে। ওর বাবার চেহারা পেয়েছে। আমি ভাবছি ওর জন্যে একটা পশমের মোজা বুনে দেব।'

সুধন্য চায়ের কাপ হাতে নিল।

'তোমার জামা তৈরি করতে দিয়েছ? আরে ওই প্যাকেটে কী? আমার জন্যে এনেছ বুঝি?' বকুল চঞ্চল আঙুলে প্যাকেট ছিঁড়ল। 'আরে, এই ক্রেপের টুকরো দুটো কিনেছ কেন? টেবিলই হল না একটা, তার আবার কভার।'

সুধন্য হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কেমন নির্বোধের মতো। টকটকে ঘোর রঙ দেখে ছিট দুটো পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বকুলের জামার জন্যে ও দুটো এনেছে। তবে ক্রেপ কাপড়ের বুঝি জামা হয় না, মেয়েরা পছন্দ করে না। এটি এক নতুন জ্ঞান, অভিজ্ঞতাও বটে। কাপের চা বিস্বাদ লাগল সুধন্যর।

'তোমার পছন্দ হবে না জানতাম—'

'বারে শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করবে—'

'তোমার ব্লাউজের জন্যেই—'

বকুল হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। আর ওর হাসিটা কী বিচ্ছিরি। 'আমাকে কী পল্লীবালা ভেবেছিলে? আজকের দিনে কেউ ক্রেপ কাপড়ের জামা পরে। এমন আনাড়ী তুমি, সব—সব ব্যাপারে আনাড়ী।...'

সুধন্য গাম্ভীর্য ধারণ করল।

'খবরদার, আর কোনদিন আমার জন্যে এসব কাজ করবে না।'

সুধন্যর এতক্ষণ জিইয়ে রাখা রাগের বাষ্প যেন গলে তরল হয়ে গেল। এখন তার এত বড় আহাম্মুকির পর আর রাগ করা মানায় না। কারণ তার রাগকে বিন্দুমাত্র সমীহ করবে না বকুল।

বকুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাল ধুলো। তারপর ডেকচিতে চাল ছেড়ে দিয়ে ঘরে এল।

'অনিমাদি বলছিল বি. এ. পরীক্ষা দিতে—' বকুল ব্যাগ থেকে উপন্যাস বের করল।

'বেশ তো দিয়ে দাও না।'

'বাবা, ভয় করে! ফেল করলে চাকরি চলে যাবে।'

সুধন্য ওকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। পা ছড়িয়ে কুঁজো হয়ে বই পড়ছে।

'তাহলে টিউশনিটা করব না? আসলে বাইরে থাকতে ভালো লাগে না। এমন খারাপ অভ্যেস করে দিয়েছ তুমি...' বকুল চোখ না তুলেই বকে চলল।

'আমি!' সুধন্য সন্দেহ প্রকাশ করল।

'তুমি কাছে আছ ভাবতে না পারলে...'

'ইস্কুলে পড়াও কী করে?'

'টিফিনের সময় তোমাকে মনে পড়ে। কী জানি, সকলেরই এমন হয় কিনা। পারুলের বর তো রোজ ছুটির সময় ওকে নিতে আসে। আমরা ঠাট্টা করি, বেচারির মুখ দেখলে...'

'আমি একদিন যাব তোমাদের ইস্কুলে....'

'না। কক্ষনও না। ওরা আমাকে খেপিয়ে ছাড়বে। লীলাটা এমন অসভ্য না, রোজ আমাকে জ্বালাতন করবে, বলনা কী হল...'

'ওর বুঝি বর জোটেনি?'

'ছি, অমন কথা বলতে নেই। ওর জন্যে আমাদের দুঃখ হয়। বিয়ের দু বছরেই ওর স্বামী যক্ষ্মায় মারা গেলেন…'

সুধন্য কথা বললে না।

'ধ্যেৎ।' বকুল উপন্যাসটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে হাই তুলল: 'আজকাল লেখকেরা যে কী লেখে। নায়ক-নায়িকা যত শিক্ষিত, ধনী, আর তাদের কী সব বানানো সমস্যা। এসব বইও পয়সা খরচ করে ছাপে, বিক্রি হয়—' বকুল ভাত দেখতে গেল।

শব্দের ধাতব অর্কেস্ট্রা তুলে বাড়ি কাঁপিয়ে ট্রেনটা ছুটে গেল।

সুধন্য হঠাৎ যেন গুটিয়ে পড়া মানুষ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকে একটা বৃত্তের মধ্যে তার চেতনাগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে। জানলার বাইরে একফালি আকাশ, তারাগুলি সূক্ষ্ম মেঘের জালে কাঁপছে। থেকে থেকে হাওয়া পথ ভুল করে ঘরে ঢুকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে।

এখন রাত্রি।

পশ্চিমের নিদাঘের মতো সারাদিনের দাবদাহের পর একটা স্নিগ্ধ মোলায়েম নিসর্গ নেমে এসেছে। অগাধ থই থই বন্যায় রাত্রি জোয়ারের জলের মতো শব্দ বুনছে। দিনমানের বিচিত্র শব্দগুলি এখন রাত্রি শেষে শিশিরের মতো টুপটাপ ঝরে পড়ছে। শব্দ ছাপিয়ে কোথা থেকে জুঁই ফুলের মতো সুরভি ভেসে আসছে।

বকুল রাত্রির কাজ সেরে ঘরে ঢুকেছে। ও চুল বাঁধছে, মুখে ক্রিম ঘষছে।

সুধন্য বালিশে মাথা রেখে সিলিঙের দিকে চেয়ে আছে।

বকুল আলো নিবিয়ে শয্যায় আসতেই অন্ধকারটা প্রগাঢ় হয়ে উঠল। এবং শব্দ-গন্ধ-সুর-সমন্বিত একটা অনুভূতি সুধন্যকে জড়িয়ে ধরল। তার মনে হল সে অজান্তে এক ধনীর বাগানে প্রবেশ করেছে, পায়ের তলায় নুধর দূর্বাঘাস, আর এগোতে গেলেই মাধবীকুঞ্জ শাখাবাহু দ্বারা তাকে জড়িয়ে ধরছে, কোথা থেকে রজনীগন্ধা বাতাসকে অন্তঃসত্ত্বা করে রেখেছে। একটা ছোট্ট ঝিল, কাকচক্ষু জল, পদ্ম না শামুক প্রতিবিম্ব তুলে স্বপ্ন দেখছে। ধুপের ধোঁয়ার মত নিবিড় একটা সুবাস তাকে আচ্ছন্ন করে তুলল। সে কখন ঝিলের কালো জলে নেমে পড়েছে, শীতলপাটির মতো নরম স্নেহ তাকে হাতছানি

দিচ্ছে। সুধন্য পদ্মবনে প্রবেশ করেছে। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি গান গাইতে গাইতে চলে গেল। সুধন্য শিহরিত হল। জলের আলোড়নে পদ্মের মৃণালগুলি থরথরিয়ে উঠছে। সুধন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দুঃখ-শোক-বেদনা ক্লান্তির আবেগে সে বিক্ষুব্ধ হল।

তারপর চোখের সামনে দেখল স্বর্গতোরণ, সোনার দরজা খুলতে হবে, আঙুল রাখল, আশ্চর্য; স্পর্শের উত্তাপে দরজা উন্মুক্ত হচ্ছে, এবং অকস্মাৎ সোনার দরজা নিঃশব্দে অবারিত হল। আর সুধন্য দেখল রুপোয় বাঁধানো উজ্জ্বল আকাশ, সোনার পাখি রুপোর গাছে, নক্ষত্রের ফুল, অজস্র বিদ্যুতের লহর, ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত নন্দনলোকে সুধন্য উত্তীর্ণ হল। আনন্দ-বিষাদ সুখ-বেদনার বিমিশ্র অনুভূতিতে সে দীর্ণ হল।

সুধন্য অবশেষে ভূমিতে পা রাখল।

অথই রাত্রি জোয়ারের উচ্ছ্বাসে ভাসছে।

সুধন্য দেখল অন্ধকারকে ভিন্ন করে একজোড়া চোখ প্রচুর সুখের হর্ষ তুলে তার চেতনায় ছুঁয়ে আছে।

সুধন্য বললে, 'অনেক রাত হয়েছে। ঘুমোও।'

বকুল আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বল'ল 'হুঁ '

৪

মাসের তিনটে হপ্তা যেতে না যেতেই সংসারটা শ্বাসরুদ্ধ হাঁপানী রুগীর মত হাঁ করে হাঁপাতে থাকে। দুজনের আত্যন্তিক ইচ্ছার পালে ভর করে তারা বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু কোথায় যেন একটা দীনতা আছে, তাদের সংকুচিত করে, আড়ষ্ট করে। প্রাইমারী শিক্ষকতার অনিয়মিত টাকাটা প্রয়োজনের তুলনায় বিরাট ব্যঙ্গ এবং দেড়শো টাকার সবটাই সুধন্য বাড়িতে আনতে পারে না। দুজনের নিত্য যাতায়াতের খরচ আছে, অন্তত টিফিনে চা না খেলে চলে না।

সেদিন সহকর্মী রমেশ বাঁড়ুজ্যে পাওনা কুড়িটা টাকার জন্যে বিশ্রী তাগাদ করল। ওর নাকি ভয়ানক ঠেকা এবং তিন মাস হয়ে গেল···। সুধন্য লজ্জা বোধ করে। লজ্জা বোধ করে এই মনুষ্যজন্মের জন্যে। একটা বাড়তি

কাজ যদি পাওয়া যায়। গিয়েছিল তার ব্যবসায়ী বন্ধু রজতের কাছে স্ট্র্যাণ্ড রোডে। ও তো হেসেই উড়িয়ে দিল: 'যা, তিরিশটা টাকার জন্যে… তোরা দুজনে চাকরি করছিস। আচ্ছা পরে আয় একদিন, দেখি কী করতে পারি…' বন্ধুর গোল্ড ফ্লেকের টিন টেবিলেই রাখা ছিল, ছোঁবার সাহস পায়নি সুধন্য।

এদিকে বকুল ধরেছে: টিউশানি করবে…

শীত আসছে, তোশক তৈরি করতে পারেনি। লেপ না বানালে নয়। ছেঁড়া কম্বলে চালানো যায় না কিছুতেই।

সুধন্যর এক এক সময় মনে হয়: বেঁচে থাকার মতো মহার্ঘ জিনিস কিছু নেই। মানুষ তবু বাঁচছে। বোধ হয় সহজে মরে-যাওয়া যায় না বলে। না: মৃত্যুর কথা ভাবতে ভালো লাগে না সুধন্যর। প্রতিদিন একটা না একটা হোটেল, রেস্তোরাঁ জাঁকিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করছে, মানুষের ভিড়ও কম নয়। অথচ এত অভাব…

পিছন থেকে চিৎকার। একটা লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করছে আর পিছনে জনতা: পকেটমার পকেটমার। ধর ধর।

সুধন্য প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছা করলে সেও জনতার সঙ্গে দৌড়োতে পারে। এবং শারীরিক আন্দোলনে সাময়িক মনের খেদগুলো দাবিয়ে রাখা যায়। অন্তত করবার মতো একটা কাজ পাওয়া যায়। চোখ তুলে দেখল একটা লোকের পেছনে এক দঙ্গল মানুষ ছুটছে। যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ম্যারাথন রেসে লোকটা ডানদিকের গলিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুধন্য অকারণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

আরে, সুধন্য বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে। নন্দ মোক্তারের মেয়ে দেবী না! দেবী এখানে একা কী করছে! নাইলনের শাড়ির নিচে চিকনের কাজ-করা পেটিকোট এবং গায়ে স্বচ্ছ জামা ভেদ করে পাঁচ সিকের কেনা যৌবনের সোৎসাহ বিজ্ঞাপন। ববড-করা চুল ঠোঁটে রঙ। হৃষ্টপুষ্ট মেদল ট্রাউজার বুশশার্ট-পরা প্রৌঢ় লোকটি কে। দেবী হাসল না! বুশশার্ট হাত নেড়ে ট্যাক্সি ডাকল এবং নন্দ মোক্তারের মেয়ে দেবী অনায়াসে ট্যাকসিতে সওয়ার হল। ট্যাক্সি উধাও হল।

ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল সুধন্য।

B. C. PUBLIC LIBRARY AGARTALA TRIPURA
4381
10.8.77

'কী ব্যাপার, তুমি শুয়ে আছো—'

'না। অমি। তুমি আসছ না দেখে…' বকুলকে ক্লান্ত দেখাল।

সুধন্য দস্তুর মতো ঘাবড়ে গেল। 'শরীর খারাপ করেনি তো?'

বকুল বললে, 'না গো না। এই ছাখো গায়ে হাত দিয়ে ছাখো। আমার থেকে তোমার গা গরম।'

'তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে?'

'অনেকক্ষণ বাড়ি ফিরে একা আছি, তাই। ইস্কুলে ছুটি হয়ে গেল। আমাদের এক ছাত্রী হঠাৎ একদিনের জ'ন্য মারা গেল··'

সুধন্য জামা ছেড়ে ফেলে দেয়াল ঘেঁষে বসল।

'অত দূরে বসলে কেন মশায়?' বকুল ভ্রূ তুলে জিজ্ঞেস করল।

সুধন্যকে গভীর চিন্তামগ্ন দেখাল।

'ছাখো মুখ প্যাঁচার মতো করে রাখলেই দার্শনিক হওয়া যায় না! অত চিন্তা করবার কী আছে?'

সুধন্য বললে, 'তবু চিন্তা করতে হয়।'

বকুল রাগত হয়ে বললে. 'চিন্তা দিয়ে তুমি কোন সমস্যা মেটাতে পারবে? শুধুশুধু শরীর খারাপ, মন খারাপ করা। জন্মের পর থেকে বাবাকে দেখেছি চিন্তা করতে, আপিস থেকে ফি. তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে তিনি কী যে আকাশ পাতাল ভাবতেন। বাবার অকালে চুল পাকতে দেখলাম, দাঁত পড়ল…'

'তোমার বাবা তোমাদের জন্যেই চিন্তা করতেন—'

'কিন্তু কোনো সুরাহা হয়েছে কী? দিনের পর দিন আমরা গরিব হলাম। আর তখনো বাবা ভেবেই চললেন। সত্যি সত্যি ভাবনাটা তো কোনো কাজ নয়!'

বকুল একটু থেমে কঠিন গলায় বলে· 'তোমরা পুরুষেরা সকলেই বাবার মতো। পুরুষত্বের একটা ফাঁকা অহংকার আছে তোমাদের। প্রয়োজনের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে তখন পুরুষ বা মেয়ে কেউ রক্ষা পায় না। নাঃ পুরুষরাও সর্বশক্তিমান নয়। এটা বুঝতে হবে, নইলে দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টাই একটা ছেলেমানুষি হবে। তুমি আজকাল কত সহজে বদলে যেতে পারছ। নিজেকে স্বামী নামক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন.কেউকেটা ভেবে দুঃখগুলো স্বার্থপরের মতো জমা করছ, তার মানে জীবন সংগ্রামের বিষয়ে তুমি আমাকে

আলাদা করে দেখছ। আমি তোমার স্ত্রী এই নতুন বোধে আমাকে সুখী করবার পাগলামিটিই তোমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করছ ভেবে কী তোমাকে বিয়ে করেছিলাম ? আমি জানতাম অভাব আমাদের নিজস্ব সুখের এলাকায় ফাটল ধরাতে পারবে না …'

সুধন্য চুপ করে থাকল।

বকুল ডাকল : 'অত দূরে থেকো না। আমার কাছে এসো—এই—'

সুধন্য শুকনো গলায় বললে, 'আমি কী করব বুঝতে পারছিনে—'

বকুল বললে, 'আমাকে একটু আদর করো, একটু বেশি বিশ্বাস করো, ভালোবাসো, আর কিছু চাইনে—'

সুধন্য দুহাতে ওকে কাছে টেনে নিল।

বকুল ওর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে সুরের মতো করে বললে, 'আমাকে এম্নি করে জড়িয়ে রাখো। আর আমি কিছু চাইনে। এ সংসার আমার, আমি নিজের হাতে গড়েছি, এর ভালো-মন্দ সমস্ত দায়িত্ব আমরা বহন করব। আমাদের মাঝখানে কোনো কিছুকে আমরা ঢুকতে দেবো না।'

জীবন কী একটা উত্তাপ, স্পন্দন, সুরভি —নিবিড় এক চারু মায়া সুধন্যকে বেষ্টন করে ধরে। আর, দিনমানের দীর্ঘ চিন্তাগুলি সহসা স্ফূর্ত এবং প্রাণীন হয়ে ওঠে। যেন ওই উত্তাপ-স্পন্দন-সুরভির সঞ্চয় নিয়ে সে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। সুধন্য বকুলের চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে ভাবে : এই একফোঁটা মেয়ে, এত জোর পায় কোথা থেকে। ওর মতো বিশ্বাসের ঐশ্বর্য যদি তার থাকত!

বকুল ধড়ফড় করে উঠে পড়ল। 'ছাড়ো। রান্না করতে হবে না ?'

বকুল বারান্দায় চলে গেল। ও কি গুন্‌গুন্ করে গান গাইছে! সুধন্য নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরাল। তেমনি শুয়ে শুয়ে সে আকাশের পটে পথিক মেঘগুলি দেখল। বাইরে অজস্র জ্যোৎস্না। আশ্চর্য, বকুল কী তার মনের কথা পড়তে পেরেছে। সে গাইছে : আজ জ্যোৎস্নারাত্রে সবাই গেছে বনে। কুকারের শিখাগুলি দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। কেমন একটা স্থায়ী রস সুধন্যকে টানছে। সবকিছুতে একটা সুনিবিড় আকর্ষণ এবং আগ্রহ বোধ করল সে। এই বাড়িটা, এই ছোট্ট ঘর, জানলার ফালি, দড়িতে টাঙানো জামা-কাপড়, দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের নিসর্গ-চিত্র—এইগুলি তার অস্তিত্বেরই খণ্ড খণ্ড প্রকাশ।

কিংবা এই সবগুলি মিলিয়ে সে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুধন্য নিজেকে উদ্ভিদ ভাবল। কবে কোন্ সুপ্রাচীন মানুষ ঘর বাঁধবার পরিকল্পনা করেছিল, স্থির আশ্রয় ও নিরাপত্তার গরজে সে যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করেছিল। এই ঘর তার আচ্ছাদনই ছিল না, তার আবেগ উত্তাপ স্পন্দনের নিভৃত দুর্গও ছিল। মানুষ তারপর ক্রমে ক্রমে গৃহস্থ হয়ে গেল, ঘরণী হল। এই ঘর তার লীলা নিকেতন, আজন্মের বাসনা সংস্কারের বাসভূমি।

সুধন্য সুখের নিশ্বাস ফেলল। সারাদিনের প্রাণধারণের গ্লানির পর এই বাড়িতে পা-দেবামাত্র স্বস্তি সান্ত্বনা মায়ের কোলের আহ্বান জানায়। এখানে সারাদিনের মুখোসটা খুলে ফেলে সহজ-স্বাভাবিক হতে লজ্জা পায় না। যেমন মার কাছে শিশু উলঙ্গ হতে বাধা পায় না। সুধন্য হালকা বোধ করল।

'এসো। খাবার দেওয়া হয়েছে।' বকুলের গলাটা সহসা তার কানে সোনার তারের মতো রিনরিন করে বেজে উঠল।

অদ্ভুত প্রীতি-বোধ নিয়ে সুধন্য বললে, 'যাচ্ছি।'

৫

আপিসে হঠাৎ ফোন পেয়ে সুধন্য ঘাবড়ে গেল।

বাড়িঅলা নৃপেনবাবু খবর দিলেন : 'আ।নার এখুনি বাড়ি আসা দরকার। আপনার স্ত্রী পড়ে গেছেন—'

পড়ে গেছেন! কী করে, কোথায়! তাব আগেই ফোনের সংযোগ কেটে গেল। দ্রুত হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্টের টেবিলে এগিয়ে এল সুধন্য।

'আমাকে এখুনি একবার বাড়ি যেতে হবে আমার স্ত্রী…'

'গ্যাখো সুধন্য, এটা সরকারি আপিস। দাম্পত্য হিসেব নিকেশের জায়গা নয় এটা। তোমরা আজকালকার ছোকরারা যে কী হয়েছ বোঝা ভার। পারলে বোধ হয় তোমার বউকে ট্যাঁকে নিয়ে আপিসে আসো।'

সুধন্য এই লোকটার ব্যবহারে অবাক হয়ে গেল।

'আপনার এইসব কথা শোনবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি যাচ্ছি।'

সুধন্য কয়েক লাফে সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে রাস্তায় নামল এবং হাতের

কাছে চলন্ত ট্রামে বিপজ্জনকভাবে ঝুলে পড়ল। বকুল পড়ে গেছে, এই সংবাদ-টাই তার কাছে গুরুতর, কোথায় কিভাবে পড়ল এবং আঘাত মারাত্মক কিনা ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় সে হিম হয়ে গেল।

'বকুল, বকুল···' দরজা থেকে ডাকতে ডাকতে সে ভেতরে পা দিল।

বকুল শুয়ে আছে বটে, কিন্তু তার চেহারায় তো শোচনীয় কোনো দুর্ভাবনা ঘটে ওঠেনি।

বকুল শুকনো হাসল। 'তোমাকে কে খবর দিল? মজুমদারমশায়? আমি বারণ করেছিলাম ····'

'কী হয়েছে তোমার? কোথায় পড়ে গিয়েছিলে?'

'ও কিছু নয়। আমার কাছে বোসো। কদিন থেকে শরীর খারাপ করছিল। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরছিল। কেয়ার করিনি। ভেবেছিলাম হজমের গোলমাল বুঝি। আজ হেঁটে গিয়ে বাস এলে হ্যাণ্ডল ধরেছি হঠাৎ বুকের ভেতর থেকে একটা বমি বমি ভাব থামাতে গিয়ে মাথা ঘুরে বসে পড়লাম—'

সুধন্য মুখ গোঁজ করে বললে, 'শরীর খারাপ করছিল তো ইস্কুলে যাবার কী দরকার ছিল।'

'তুমি রাগ করছ। আমি কী আগে বুঝতে পেরেছিলাম—'

'সত্যি সত্যি যদি অ্যাক্‌সিডেণ্ট কিছু হত।'

'হলেই হল। তাহলে তোমার সংসারে খেটে মরবে কে।'

'এখন কেমন বোধ করছ? ডাক্তার ডাকব কী?'

'না গো। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি।'

বকুলের ফাজিল ধরনের হাসির চেহারাটা কেমন অবিশ্বাস ছড়ায় সুধন্যার মনে। এমন একটা দুর্ঘটনার মুখ থেকে ফিরে এসে কেউ হাসতে পারে। যদি বাসটা ছেড়ে দিত, পেছনের চাকাটা থেঁতলে দিয়ে যেত ওর শরীরকে।

'তুমি এমন করছ যেন মরার খবর পেয়েছ? বলছি তো ভয়ের কিছু নেই। এবার থেকে আরও সাবধানে চলাফেরা করব।' বকুলের মুখের চেহারা কেমন নরম হয়ে এসেছে, ওর চোখে দ্যুতি, পাতাগুলো থরথরিয়ে উঠছে, অধর ঈষৎ বিস্ফারিত। এই দুপুরে তার মুখে অপরাহ্নের মতো ক্লান্তি, নাকি, ব্রীড়া। নাকি দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার গৌরব ও লজ্জাই তাকে বিচিত্র করেছে।

বকুল তার দিকে এক দৃষ্টে কী দেখছে। তাকে নতুন দেখাচ্ছে নাকি।

চোখের হাবভাব ধরনধারন কেমন যেন পাল্‌টে গেছে। তাকে খাপছাড়া এবং, অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

'আচ্ছা একটা আঙুল ধরো তো?' বকুল ওর নাকের সামনে দুটো আঙুল বাড়িয়ে দিল।

'হঠাৎ?' বকুলের কী ছেলেমানুষি খুকিপনায় পেয়েছে!

'আহা, ধরোই না।'

সুধন্য ধরল।

বকুল শিস্‌ দিয়ে হেসে উঠে আলুথালু হয়ে ওর কোলে লুটিয়ে পড়ল।

'এই, কী হচ্ছে?' বকুলের খেলার নেশায় সে কি তাকে টেনে নিতে চায়! ওর কালো চুলগুলি পিঠের ওপর ভেঙে খসে পড়েছে। এখনো চুলে ভিজে গন্ধ। সুধন্য মুঠোয় করে খামচে ধরল।

'ছাড়ো ছাড়ো, এই রাক্ষস, লাগছে—'

'লাগুক।'

বকুল মুখ তুলল না, সমস্ত শরীরটা ভেঙে দিয়েছে সুধন্যার ওপর, দুবাহুর শেকলে জড়িয়ে ধরেছে ওর বুক।

সমস্ত আচ্ছন্ন করা একটা অস্তিত্ব সুধন্যকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

বকুল ফিসফিস করে বললে, 'সকল হিসেবের বাইরে চুরি করা এই দুপুর-টাকে তো পাওয়া গেল। এক এক সময় হিসেবগুলোকে চুরমার করে দিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে ইচ্ছে করে।'

সুধন্যার হেড অ্যাসিস্টেণ্টের তিরস্কার মনে পড়ল। আর এখন লোকটাকে মন্দ লাগল না। টেবিলে ঘাড় গুঁজে কাজ করে যাওয়া যন্ত্রটাকে।

'জানলা দিয়ে বড় আলো আসছে। দাঁড়াও ওটাকে বন্ধ করে আসি।' বকুল টলতে টলতে উঠে পড়ল, ওর আঁচল লুটোচ্ছে মেঝেতে।

'তোমার না শরীর খারাপ? এসব কী হচ্ছে?'

বকুল নাক ফোলাল, ওর সর্বাঙ্গ হাওয়া কাঁপা প্রদীপের মোটা শিখার মতো দুলছে। ওর মুখ আরক্ত, চোখ ঘন, এবং স্থির। অধরে কী একটা দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ।

'তোমার আর কোন কথা শুনব না। মেঘ বৃষ্টি-ঝড় যা কিছু নেমে আসুক। আমি ভয় করিনে—'

বকুলের এই আগ্রাসী মেজাজটাকে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে সুধন্যার। কিন্তু তারও এক নেশায় পেয়ে বসেছে। এই অন্ধকার টেনে-আনা দুপুর, গুমট, সবকিছু বুকের বাইরে ছেঁড়া একটা অনিয়মের চূড়ান্ত বিদ্রোহ সহকারে ভিন্ন স্বাদ বহন করে এনেছে।

বিচিত্রভঙ্গি তরল কামনাগুলি অন্ধকারের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন পাত্রগুলির আশ্রয়ে একটা নির্দিষ্ট আকার পেতে চাইছে। তুমুল কোলাহল। একযোগে ওরা চিৎকার করছে। আর মুঠোমুঠো আগুন ছুঁড়ে মারছে।

'বকুল তুমি অসুস্থ…'

'চুপ।'

'তুমি বুঝতে পারছ না তোমার শরীর খারাপ।'

'বোকা. বোকা, গাড়োল --আমাকে বেকায়দায় ফেলে…'

'মানে ?'

'মানে আবার কী ? আমাকে ডুবিয়েছ।'

সুধন্য এবার কী চমকাল। সে কী কিছু বুঝতে পারছে।

'কিন্তু আমি—'

'ন্যাকা। ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানো না ?'

'একথা আমাকে আগে বলোনি—'

'আগে বললে কী করতে ?'

'না। তা নয়।'

'বেশ হয়েছে। কেমন জব্দ। আমি কিছু জানিনে. রানীর মতো বসে থাকব। যেমন ওস্তাদি করতে গিয়েছিলে—'

সুধন্যর কাছে সংবাদটা অপ্রত্যাশিত এবং আঘাতজনক। যেন তার আরও দশটা নির্বুদ্ধিতার মতো আরও একটি উদাহরণ! কিন্তু এই দুর্দিন, জীবন-যাত্রার কৃচ্ছ্রাচার। না, অসম্ভব, সুধন্য কোনোমতেই মেনে নিতে পারছে না এই পরিণতিকে।

'কিন্তু এ কী করে হয়? তুমি তো জানো…' সুধন্যর গলা বিবর্ণ শোনাল।

'না মশায়, আমি কিচ্ছু জানিনে। তুমি আমার স্বামী, প্রভু —'

সুধন্য বললে, 'না। আমি বলছিলাম এখনও পথ আছে।'

'পথ!' বকুল যেন মার-খাওয়া গলায় আওয়াজ করল। 'কী বলতে চাও তুমি?'

'আমাদের সংসারের এই অবস্থা—'

'চুপ করো। তুমি কী সামনে রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছ? তুমি…'

'না, আমি বলছিলাম—'

'দয়া করে আমাকে একলা থাকতে দাও। আমি ভুল করেছিলাম, ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে।'

'বকুল…'

'অনুরোধ করছি তুমি চুপ করো। আমি শুনতে পারছিনে তোমার কথা!'

সুধন্য ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

বকুল কী কাঁদছে। বেদনায়, হীনতায় লজ্জায় সে ভেঙে পড়েছে।

'আমাকে তুমি এমন প্রস্তাব করতে পারো? আমি তোমার স্ত্রী। আমাকে তুমি বাজারের মেয়ে ভাবো…'

সুধন্য পাথর হয়ে গেল।

'তুমি আমার স্বামী, আমার আশা-আনন্দ, তুমি আমাকে প্রাণীহত্যা করতে পরামর্শ দাও।'

সুধন্যর মনে হল সে মরে গেছে। এবং বকুল হয়ত কোনদিন তাকে ক্ষমা করবে না! ভাঙা-তোবড়ানো রঙ-চটা কংকালের মতো বসে রইল সুধন্য। দাউ দাউ করে একটি দুপুর বিকেলের চিতায় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেল।

বস্তুত, সুধন্য এইভাবে পরে ভাববার চেষ্টা করল: তার প্রস্তাবটা করবার সময় সে যে খুব ভেবে-চিন্তে মন্তব্য করেছিল, তা নয়। আসলে সে সম্পর্কে তার অজ্ঞতা পর্বতপ্রমাণ। কোথায় কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, ডাক্তার কিভাবে বিষয়টা চালিত করে, তার ঝুঁকি আছে কি নেই—ইত্যাকার জ্ঞান সম্পর্কে সে দস্তুরমতো নবীশ। তার মুষ্টিমেয় জ্ঞান সংবাদপত্রে প্রচার দেখে এবং লোকমুখে শুনে।

এবং বকুল কী সত্যি বিশ্বাস করে: সুধন্য আদৌ তার প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপান্তরিত করত! তার মুখের কথাটাই বড় করে দেখল কেন বকুল।

৬

একদিন নীলুর সঙ্গে মা এলো এ বাড়িতে।

'তুই তো আর খোঁজ-খবর নিবিনে ?' মা বললেন : 'পেটের মেয়েও পর হয়ে যায়।'

বকুল মায়ের পায়ের ধুলো নিল।

'সুধন্য কোথায় ? ওকে দেখছিনে।'

'ওর আজ একটু দেরি হবে ফিরতে।'

মা ঘুরে ঘুরে বাড়ি দেখলেন। কলতলা। রান্নার জায়গা। আর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন।

'তোরা ভালো থাকলেই আমার সুখ, শান্তি। মা হওয়ার জ্বালা তুই কী বুঝবি খুকি ?'

বকুল বললে, 'বসো। তোমার জন্যে চায়ের জল চাপাই। এই নীলু শোন্, গলিতে দোকান আছে, গরম গরম সিঙ্গারা ভাজে, যা নিয়ে আয় তো—'

নীলু পরমোৎসাহে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

'রাত্রে কী রান্না করবি ?' মা এবার গিন্নী হলেন।

'সকালে রান্না করা আছে। কেবল রুটি ভেজে নেবো কখানা।'

মা ময়দা মাখতে বসলেন। 'আমি বাবু বসে থাকতে পারিনে।'

বকুল হাসল। মার চুলগুলো এই কয়েকমাসে আরো পেকে গেছে।

'মা, বাবা কেমন আছেন?'

'আর থাকা। দিনরাত আশ্রমে গিয়ে পড়ে আছেন। তবু সত্যি সত্যি যদি ধর্মে মতি থাকত।'

'বাবা একদিন এলেন না।'

'না এসে ভালোই হয়েছে। কখন কী যে বলেন, বুড়ো বয়সে যা হয়। সব কিছুতেই সর্দারি। কাজের বেলায় কুটোটি নাড়বেন না। সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরলাম। বীরেন তো তিনবার ধরে বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করছে। একটা চাকরি-বাকরি করলেও—নে। সর। আমি রুটিগুলো ভেজে দিই।'

'তুমি আবার কেন মা।'

নীলু গরম সিঙাড়া নিয়ে এল।

'মা, চা খাও।'

'হ্যাঁ। দে।'

সন্ধ্যে গড়াল।

মা বললেন, 'এবার উঠতে হয়। সুধন্যর সঙ্গে দেখা হল না। নীলু, চল বাবা। সুধন্যকে নিয়ে একদিন যাস।'

বকুল ঘাড় নাড়ল। 'যাব।'

দরজায় নেমে মা জিজ্ঞেস করলেন : 'হ্যাঁরে খুকি তোর শরীর কেমন আছে—'

'খুব ভালো মা।'

'ভালো থাকলেই ভালো। কী জানিস, একলার সংসারে মেয়েদের সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। নিজের শরীরের যত্ন নিবি।'

গলির মোড়ে মা আর নীলু হারিয়ে গেল।

নিশ্বাস ফেলে ঘরে এসে ঢুকল বকুল। কেমন ক্লান্ত লাগছে। হাই তুলল। সুধন্য এখনও ফিরল না। সে বরানগরে না কোথায় ওর বন্ধুর কাছে যাবে। ও আজকাল বড় বেশি ঘোরাঘুরি করে। অতিশয় চিন্তিত দেখায় ওকে। ও বোধহয় বাড়তি রোজগারের কোনো ধান্দায় আছে। ওকে বাধা দিলে শুনবে না। কিন্তু যতক্ষণ বাইরে থাকে ভয় করে বকুলের। ও এত সহজে সব কিছু বিশ্বাস করে। ওর সরলতার জন্যে সে আঘাত পায়, মাঝে মাঝে ওর ক্লান্ত মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বকুলের নিজের কাছেই লজ্জা হয়। এই মানুষটার কাঁধে সে যেন স্বার্থপরের মতো ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

দরজায় শব্দ।

শুকনো উস্কোখুস্কো সুধন্য হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল।

বকুল অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? অমন হাসছ কেন?'

'পূর্ণেন্দুর কথা ভেবে হাসছি। কলেজ জীবন থেকে দেখছি ওকে। একটুও বদলায় নি। কাল ওকে ফোন করলাম তো আজ সাতটা নাগাদ যাব? তা আজ দুপুরেই সে মুর্শিদাবাদ চলে গেছে। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে বাসে ঝুলতে ঝুলতে কত কষ্ট করে, যাওয়া-আসায় আট আনা বেরিয়ে গেল…'

বকুল গম্ভীর হয়ে বললে, 'আর তুমি হাসছ।'

'বা হাসব না? ওকে তো অনেকদিন থেকে দেখছি। ওর কোনো-কিছু মনে থাকে না, এমন অন্যমনস্ক—ও যে কী করে কনট্রাক্টটারি করে এত টাকা করল ভাবতেই অবাক লাগে।'

বকুল বললে, 'বোধহয় এমন অন্যমনস্ক হতে পারার গুণেই টাকা করল।'

সুধন্য বললে, 'আসুক না। এমন গালিগালাজ করব।'

বকুল বললে, 'তোমার এইরকম ভুলোমন বন্ধু আর ক'জন আছে।'

'কেন, কেন? আমার বন্ধু রজত এ ব্যাপারে খাঁটি ইংরাজ। কথা রাখতে ওর জুড়ি নেই। তবে ওর ওই দোষ কোন কিছুতেই গুরুত্ব দেয় না।'

বকুল বললে, 'খুব ভালো।'

'রজতের কথা তোমাকে আগে বলেছি? ও নতুন একটা গাড়ি কিনেছে। ফিয়াট না কী বলল। আমাকে লিফট দিতে চেয়েছিল। আমি বললাম: না বাবা, আমার জামাকাপড়ের যা ছিরি, তোমার সীট-এ দাগ ধরে যাবে। রজত না খুব হাসছিল।'

'চা খাবে?'

সুধন্য জামা-কাপড় ছাড়তে লাগল। 'না এখন আর চা খাব না। খিদে পেয়েছে। খাবার হয়েছে তো?'

বকুল বললে, 'এসো তাহলে।'

বকুল দেখল সারাদিনের ক্ষুধাকে আগুনের মতো জ্বালিয়ে রেখে সুধন্য গো-গ্রাসে রুটির টুকরোগুলি চিবোচ্ছে না গিলছে। বকুল ওর ক্ষুধিত চেহারা দেখে বেদনাবোধ করল।

'জানো মা এসেছিলেন আজ -'

'তাই বুঝি? সব ফাঁস করে দিয়েছ তো?'

'তোমার মতো কিনা।'

'বলোনি কিছু?'

'না।'

'ও। এমন খিদে পেয়েছিল না? তুমি এখন খেলে না কেন?'

'আমি পরে খাব।'

সুধন্য উঠে পড়ল। 'কাল রেশনের দিন, তাই না? মাসের এই শেষ দিনগুলি ভারি বিচ্ছিরি। লোকে যে কি করে চালায়। আশ্চর্য।'

বকুল বললে, 'আমার কাছে টাকা আছে। দেবো।'

সুধন্য অবাক হয়ে বললে, 'তোমার কী ট্যাকশাল আছে? কোথায় পেলে টাকা?'

'সে খোঁজে মশায়ের দরকার কী!'

'না দরকার নেই। টাকা পেলেই হল।' সুধন্য ঘরে ঢুকল। তারপর ভেতর থেকে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া গলায় চিৎকার করে বললে, 'ইশ, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধুর দাদা ডাক্তার। চলো না ওঁকে একবার দেখিয়ে আসি।'

বকুল আপত্তির গলায় ছুঁড়ে মারল। 'কার কথা বললে? তোমার বন্ধু?'

'আহা, বন্ধু নয়, বন্ধুর দাদা।'

'একই কথা।'

'তোমার না কতকগুলো বিশ্রী গোঁ আছে। সব মানুষকে খারাপ ভাবে দেখলে....'

'দেখো কর্তা, আমার এই ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। আমি পরশুদিন সকালে অনিন্দাদির সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছি।'

'হাসপাতালে।'

'তবে কী নার্সিংহোম। তোমার এমন কথা। সেদিন টিকিট করে নিয়ে আসব। তারপর যেদিন যেদিন বলবে দেখিয়ে আসব।'

একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এই ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুধন্য। অতঃপর সে চিন্তা করতে লাগল আগামী সপ্তাহে কোথায় কোথায় সে শর-সন্ধান করবে। আপিসে তখন কে বলছিল একটা প্রাইভেট ফার্মে সন্ধ্যের দিকে ঘণ্টা দুয়েক টাইপ করার জন্যে পার্টটাইম লোক নেবে। ইংরেজী ড্রাফট স্বাধীনভাবে করতে পারা লোকই তারা খুঁজছে। কাল একবার ঠিকানাটা জোগাড় করে সেখানে গেলে হয়। অবশ্য পূর্ণেন্দুর আশা ছাড়লে চলবে না, ভাগ্যিস সব বন্ধুরাই গরিব নয়, দু চারজন ছিটকে বড় হয়ে গেছে, সেইটেই ভরসা। এক একজন ভাগ্য নিয়ে আসে, অথচ কলেজ জীবনে এইসব সম্ভাবনা-গুলি ভাবা সম্ভব ছিল না। রজত বা পূর্ণেন্দু গোটা কলেজ জীবনে কোনোরকম

উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি দেখাতে পারেনি। ব্যাক বেঞ্চে হয় ঝিমোতো না হয় ক্লাশ কাটত। পূর্ণেন্দু তো টেস্টেই উৎরোতে পারল না, রজত কী বি. এস. সি পাশ করেছিল! সুধন্যর বি.এ-তে ডিস্টিংশন ছিল, তারই জোরে সরকারী আপিসের নিচের তলায় কেরানী পদ লাভ করল।

এই সুনিশ্চিত ঘটনাগুলি সে বকুলের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝাতে পারে যে সমাজে উন্নতি করার একটা সুযোগ রয়ে গেছে। সমাজ সবদিকের দরজা বন্ধ করে রাখে নি। উদ্যোগী পুরুষ ইচ্ছে করলেই উন্নতি এবং সাফল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু বকুলের সঙ্গে এ সকল তত্ত্বকথার আলোচনা চলে না। ও হয়তো ধাঁ করে বলে বসবে সুধন্য গর্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করে উন্নতির কোন মইটি ধরতে পেরেছে। বকুল বোঝে না সুধন্য ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রমকে দীর্ঘ করে দেখিয়ে তত্ত্বকে খর্ব করা যায় না। যায় কি! তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো।

বকুল জানলার নিচে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল। ওর ছায়া পড়েছে দেয়ালে। ওকে গম্ভীর দেখাচ্ছে, আজকাল ও বড় গম্ভীর ভারিক্কি হয়ে উঠছে। কম কথা বলে। সুধন্য যে ঘরে আছে, সে মনস্কতাও তার থাকে না। সুধন্য মনে মনে বলে : মেয়েমানুষ এম্নি হয়। অথচ তার থেকে বছর চারেকেরই ছোটো হবে। ওর এই বিজ্ঞভাব পছন্দ করে না।

সুধন্যকে অগত্যা রাগ প্রকাশ করতে হল। 'অনেক রাত হয়েছে।'

বকুল মুখ ফেরাল না, বললে, 'তুমি ঘুমোও না।'

'আলো জ্বেলে রাখলে ঘুম হয়?'

বকুল এবার মুখ ফেরাল, অপরূপ একটা ভ্রূভঙ্গি করল : 'হয় না বুঝি?'

'না। হয় না।'

'বাপরে।' বকুল হেসে আলো নিবিয়ে দিল। 'এবার ঘুমোও।'

সুধন্য অন্ধকার বিছানায় প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে চুপ করে রইল।

জানলার নিচে দাঁড়িয়ে বকুল কী করছে।

সুধন্য কখনোই ওকে ডাকবে না।

৭

বস্তুত বকুল আজকাল বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে। গম্ভীর এবং স্বল্পবাক্‌। অর্থের চিন্তা আছে অবশ্যই। কিন্তু তার চেয়ে বড় চিন্তা তার শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে মাতৃত্বের মানসিক একটি প্রস্তুতি। একেক সময় বকুল ভাবে শরীর প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। হয়তো এটা সংস্কার, না মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিংবা সম্ভবত একটু বে.ঝার মতো বয়েস হতেই নিজের জননীর এই মাতৃত্বের অধ্যায়গুলি তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে।

বকুল বুঝতে পারে তিলে তিলে তার রক্তে মাতৃত্বের সঞ্চয়ের সঙ্গে সে গুটিয়ে পড়েছে। কোমল একটা স্নেহের আচ্ছাদন তাকে স্বতন্ত্র করে রাখছে। এটা তার নিজস্ব জগৎ—সংশয়-উদ্বেগ-স্বপ্ন-বেদনাব সঙ্গে সংযুক্ত। এ জগতে সে একা, সেখানে সুধন্যরও স্থান নেই। যেহেতু সুধন্য মাতৃত্বের এই মানসিকতা কোনো-দিন লাভ করতে পারবে না। এই মা হওয়ার বোধ তার সমস্ত জীবনের সঙ্গে গেঁথে গেছে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয় এবং তখন সুধন্যকেও মনে থাকে না।

সুধন্য তার এই আচরণে রাগ করছে। তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে বুঝতে পারছে না বকুলের ভেতরে দ্বিতীয় সত্তার জন্ম নিয়েছে। বকুল এখন শুধু সুধন্যর স্ত্রী নয়, সে মা। সুধন্য এই ঘটনাই বুঝতে পারে না, তাই রাগ করে।

এই তো সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরে সে চুপ করে শুয়েছিল। তার শরীর খারাপ করছিল। সুধন্য আপিস থেকে তেতে এসে তাকে প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়েছিল। ওর কাছে শরীরের কষ্টগুলি সব কা বলা যায়, না ও বুঝবে। না: ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করতেও ইচ্ছে হয় না। ও ঘাবড়ে গিয়ে এমন মন্তব্য করবে যে তখন বকুলেরই রাগ করবে। পুরুষ মানুষ অনেক কিছু জানে না, সুধন্য জানবার কিছু চেষ্টাও করবে না। কাজেই যে কিছু জানে না তাকে ঘাবড়ে দিতে ইচ্ছে করে না। বকুল কখনো হয়তো জবাব দেয়: 'কিছু হয় নি। অম্নি শুয়ে আছি।' সুধন্য আরো রেগে যায়, বলে: 'আমাকে তুমি লুকোচ্ছ। যেহেতু আমার অবস্থা নেই, আমি গরিব…' বকুলের এই ধরনের ন্যাকামো নিশ্চয়ই শুনতে ভালো লাগে না। সুধন্য

কেবল দারিদ্র্যের স্কেল নিয়ে সমস্ত কিছু মাপে। বুঝতে পারে বাড়তি *রোজগারের ধান্দায় হতোদ্যম ব্যর্থ সুধন্যর এ এক ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া।* সুধন্য যদি বকুলের দিক থেকে সমস্যাটা চিন্তা করত তাহলে আরো সে নিকটে আসতে পারত। ওর হাতের সামান্য একটু স্পর্শ, আবেগ তাকে অনেক বেশি সুস্থ ও নিরাপদ করতে পারত। অনেকদিন রাত্রে তার ঘুম আসে নি। সুধন্য অকাতরে ঘুমিয়েছে। কিংবা কোনোদিন ঘুম ভেঙে গিয়ে পরামর্শ দিয়েছে 'রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ো।' তার চেয়ে যদি ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিত তাহলে সত্যি সত্যি ও যে তার ঘুমের জন্যে চিন্তিত বোঝা যেত, বকুল তবু ওর দোষ দিতে পারে না। বোঝে ওর অজ্ঞতাগুলিই ওর কাছে মস্ত বাধা। সুধন্য আজকাল ছোটখাটো অসুবিধেগুলির জন্যে বকুলকে অভিযোগ করে। রবিবারে শরীর খারাপের জন্যে ওর ময়লা গেঞ্জি—আণ্ডারওআর সে কাচতে পারে নি। অবশ্য বকুলের পক্ষে এটা অপরাধ নিঃসন্দেহে। যেহেতু তার শরীর খারাপের কোনো দায়িত্ব সে সুধন্যকে দেয় নি। সুধন্য জানেও না হয়তো। কিন্তু এইগুলিকে ও বকুলের অমনোযোগিতার প্রমাণ হিসেবে আজকাল ধরতে শিখেছে, সেইটেই দুঃখের। আর একদিন সকালে রান্না করতে পারে নি, সুধন্য মুখ কালো করে না খেয়ে আপিস গিয়েছিল।

সেদিন মার কাছে গিয়েছিল বকুল। মাকে সেদিন আর বলতে হয় নি। মা নিজেই বুঝেছিলেন। বললেন: 'এই কয়েক মাস না হয় থাক এখানে। তোরা দুজনেই ছেলেমানুষ। পারবি কেন?' বকুল হেসে মাথা নেড়েছিল। 'ওর কষ্ট হবে।' আসলে সুধন্যকে ছেড়ে বকুল থাকতে পারে না। ও এত ছেলেমানুষ এবং ভয়ঙ্কর দুর্বল, এখন সেকথা ভেবে আশ্বস্ত হয় বকুল। সুধন্য শক্ত মানুষ হলে কী হত বলা যায় না। ও বাইরে-বাইরে কখন কী করে, কার কাছে যায়, তার জন্যেও ভাবনা বকুলের। হয়তো সহজ বিশ্বাসপ্রবণতাই ওকে এতদিন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস করতেও যেমন বিশ্বাস হারাতেও তেমনি।

বাইরে সংসারে মার খেতে খেতে সে এক সময় কাবু হয়ে পড়ে। ভয়ানক নৈরাশ্য আসে। আর, ওর মতো দুর্বল লোক নৈরাশ্যের মধ্যে কখন কী করে বসে, এমন একটা ভয় আছে বকুলের। না: ওকে ছেড়ে একদিনও কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না সে।

অনিমাদি আজকাল প্রায় আসে। শরীর সম্পর্কে নানা পরামর্শ দেয়। নিজের বোনের মতো যত্ন করে তাকে। এই অবস্থায় অনিমাদির সাহচর্য অনেক ভরসা আর সান্ত্বনা জোগায়।

সেদিন সকালে কলতলা থেকে জলভরা বালতিটা তুলে নিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ কোমর ধরে গেল, পা দুটো যেন ভারি হয়ে আটকে গেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে, কথা বলতে পারছে না, আর দরদর করে ঘাম। বকুলের মনে হল সে মরে যাচ্ছে। সে কলের মুখটা ধরে ফেলে একটা নিশ্চিত পতনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাল।

সুধন্য বোধহয় দাড়ি কামানোর জল নেবার জন্যে বারান্দায় আসছিল, হঠাৎ বকুলকে দেখে সে চমকে উঠল : 'কী হয়েছে? অমন করছ কেন?' বকুল কথা বলতে পারল না, সারা শরীর কাঁপছে, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, চোখের তারা বিস্ফারিত।

সুধন্য ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তারপর ঘরে এনে শুইয়ে দিল। বুদ্ধি খরচ করে ওর চোখেমুখে জল ছিটলো। হাত পাখা নিয়ে দ্রুত হাওয়া করতে লাগল।

একটু পরে বকুল সুস্থ হয়ে হাসল। 'হঠাৎ বালতিটা তুলতে গিয়ে শরীরটা কেমন করে উঠল—'

সুধন্য রাগ করে বললে, 'জলের বালতি তুলতে তোমাকে কে বলল? আমাকে ডাকতে কী হয়েছিল...'

বকুল ক্ষীণ গলায় বললে, 'রোজই তো তুলি গো। আজ এমন হবে...'

সুধন্য বললে, 'আমি জানি আমার কোনো সাধ্য নেই। আমি অক্ষম, অপদার্থ। কিন্তু তাই বলে আমাকে এমন শাস্তি দেবে, আমি...'

'ওগো, তোমার পায়ে পড়ি। অমন কথা বোলো না।'

'বকুল, এ তোমার স্বার্থপরতা। আমি অযোগ্য বলে...। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমিও একটা মানুষ, আমারও রক্ত-মাংস-আবেগ...'

'এই সুধন্য- কেন তুমি এসব কথা ভাবো? দ্যাখো তো আমার চোখের দিকে চেয়ে। আমি স্বার্থপর নই, কী করে বোঝাই তোমাকে? তুমি কী বোঝো না আমার সমস্ত কষ্ট দুঃখ শুধু তোমাকে সুখী করবার জন্যে? যখন তোমার কথা ভাবি, আমাদের কষ্টে গড়ে তোলা এই সংসারকে, তুমি—আমি

আর একজন--যে আসছে—তোমাদের কাউকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারিনে, এই আমার সুখ, আমার সান্ত্বনা—'

সুধন্যর কোলে বকুলের শরীর দুলে দুলে উঠল। বকুল কাঁদছে। আর, ওর এই প্রবল কান্না দেখে সুধন্য স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সহসা একটা বিস্তীর্ণ আবেগ সুধন্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ও বকুলের চুলে কাঁধে গলায় হাত বুলোতে লাগল। এবং সজোরে ঘোষণা করে উঠল: এই রুক্ষ চুল, চোয়াল-ঠেলে-ওঠা মেয়েটি তার, তারই নিজস্ব। অধিকারবোধের তীব্র আনন্দে সে চিৎকার করে উঠল। সুধন্যর মনে হল অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একটা পাহাড়ের পদতলে এসে পড়েছে। সূর্যাস্তের সোনায় ভরে উঠেছে সমস্ত পার্বত্য এলাকা। দীর্ঘতনু বৃক্ষ এবং বিচিত্রবর্ণ পুষ্পের উৎসব, রঙিন পাখি. ময়ূর হরিণ। সুধন্য বৃহতের সমীপে বৃহৎ হয়ে উঠেছে, তার বলিষ্ঠ স্কন্ধে বকুল।

বকুল কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধন্য ওর শরীরে হাত রাখল।

৮

মাসগুলি মাতালের মতো টলতে টলতে পার হয়ে গেল। এবং আশ্চর্য একবারও পা হড়কালো না। সময়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে চলল দুজনে। সুধন্য বাইরে, বকুল বাড়িতে।

আর, সমাজ সম্বন্ধে মানুষ সম্বন্ধে এমন অনেক জ্ঞান আহরণ করল সুধন্য যা এর আগে সম্ভব ছিল না। সব মানুষ মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং তথাকথিত বন্ধুত্ব ও ভদ্রতার খোলসে বিবেককে রক্ষা করে চলেছে। শুকনো ভণ্ডামি, রঙিন মিথ্যার এই বাণিজ্যে একেক সময় হতভম্ব হয়ে যায় সুধন্য। কেন মানুষ সত্যকথা বলে না, কেন তাদের আচরণে এই সভ্যতার স্থূল পালিস? সৎ থাকা কী বোকামি, বিশ্বাস করা কী অপরাধ! মানুষ মানুষের কাছে সাহচর্য পাবে, সমবেদনা, সহানুভূতি।

এমন কি রজত ও পূর্ণেন্দুর সাম্প্রতিক ব্যবহার আশ্চর্য বেদনাদায়ক। বিপদের দিনে এরা সাহায্য করবে, যেহেতু এদের অবস্থা আছে, এটা আশা করা কি অন্যায় হয়েছে। রজত বলেছিল একশো টাকা দেবে, পূর্ণেন্দুও ভরসা

দিয়েছিল। কাল এবং আজ দুজনের কাছেই গিয়েছিল। রজত আপিসে ছিল না, তার অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে বলে গিয়েছিল। অ্যাকাউন্টেন্ট ভাউচার লিখে তার চোখের সামনে ধরেছিল। ভাউচারের জন্যে নয়, টাকার অঙ্কটা দেখে কেমন নির্বোধ হয়ে গিয়েছিল সে। মাত্র পঁচিশ টাকা। রজত কী ভুল শুনেছে অথবা অ্যাকাউন্টেন্ট ভুল করেছে। অ্যাকাউন্টেন্ট হেসে বলেছিল: 'সই করুন।' সুধন্য করেনি, বলেছিল, 'নিশ্চয় কোথাও একটা ভুল হয়েছে। আমি পরে আসব।' অ্যাকাউন্টেন্ট চলে আসার সময় একটু থেমে স্থির গলায় বলেছিল: 'সুধন্যবাবু, কিছু মনে করবেন না, বয়স্ক হিসেবে আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি। কখনো টাকার জন্যে বন্ধুদের কাছে হাত পাতবেন না। যদি কিছু না মনে করেন, আমি আপনার সমস্ত ব্যাপার জানি, দয়া করে এই টাকাটা রাখুন, না না এ-আমার নিজের টাকা, আপনি যেদিন পারবেন আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।' সুধন্য পাথর হয়ে গিয়েছিল। অ্যাকাউন্টেন্ট আবার বলেছিল: 'দেখুন। আমি নাটক সৃষ্টি করতে চাইনে। কী জানেন মানুষের সুবিধে-অসুবিধে আছেই এবং সেগুলি দূর করবারও চেষ্টা করা উচিত আমার বি. কমে'র ফিস দিয়েছেন হঠাৎ ট্রেনে একদিনের পরিচিত ভদ্রলোক।' সুধন্য টাকাটা নিয়েছিল। এর পর পূর্ণেন্দুর কাছে আর যায় নি।

টাকা জোগাড়ের এই গলদঘর্ম ইতিহাস বকুলের কাছে কোনোদিন প্রকাশ করেনি। বকুল সুধন্যর বন্ধুদের বেশি করে চিনতো। বন্ধুদের সম্মানহানির জন্যে নয়, তার নিজের সম্মানহানির ভয়েই বকুলকে কিছু বলেনি।

বকুল বাড়িতে নিয়ত তার শরীর নিয়ে যুদ্ধ করছে। ওর স্ফীত, অকর্মন্য দেহ নিয়ে এমনিতেই সে হিমসিম খাচ্ছে। হাঁপ ধরে, চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। কোনো রকমে রান্না করে। কিন্তু নিজে খেতে পারে না। একেক দিন রাত্রে ওকে অন্ধকার বারান্দায় অস্থির পদচারণা করতে দেখা যায়। ঘরে গরম লাগে, দম বন্ধ হয়ে আসে। সারা শরীরে দাহ। যখন ও ঘুমিয়ে পড়ে আলুথালু বেশবাস শিথিল নিবিবন্ধে ওকে ক্লান্ত এবং অসহায় লাগে। মুখ বড় করে মাছের মতো নিশ্বাস নিচ্ছে। দাঁতের পংক্তি বেরিয়ে পড়েছে।

ও যেন নিঃশব্দে এক অনিবার্য নিয়তির উদ্দেশে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে।' এবং তার লড়াই নিজস্ব, শুধু তারই।

ওর এই পরিণতি দেখে দুঃখ পায় সুধন্য। অপরাধ বোধ করে। এবং ইচ্ছে করে ওর যদি কোনো ক্ষমতা থাকত!

বকুল ওর পাণ্ডাশে মুখ দেখে হাসে। 'এমন মুখ করে আছো যেন আমি মরে গেছি।'

সুধন্য হাসতে পারে না। বলে: 'তোমার কী কষ্ট হচ্ছে আমাকে বলো না?'

'কষ্ট হচ্ছে আমি হাসপাতালে গেলে তোমার খাওয়া-দাওয়ার কী হবে! হোটেলে খেয়ে অসুখ না বাধিয়ে বসো।'

সুধন্য রাগ করল: 'তোমার কেবল ইয়ারকি।'

'না গো। সত্যি বলছি। এই—আমার কপালে একটু হাত বুলিয়ে দাওনা। তোমার হাতটা এমন ঠাণ্ডা, আরাম হচ্ছে।'

'তোমার তারিখ কবে?'

'ডাক্তার বলেছেন প্রথম হপ্তায়...'

'তার মানে সময় হয়ে এল।'

বকুল সংক্ষিপ্ত হাসল।

'আচ্ছা, তখন খুব কষ্ট হয়, না?'

'কী করে বলব?' বকুল হাসে। 'আমার কী অভিজ্ঞতা আছে? তবে অনিমাদি বলছিল, শেষ সময় মনে হয়েছিল তাকে যেন কারা আগুনের কড়ায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, কোমর থেকে সমস্ত শরীরটা জ্বলে যাচ্ছিল ওর।'

সুধন্য বর্ণনা শুনে দমে গেল। 'তোমার ভয় করছে না?'

বকুল হাসে। 'এখন ভয় করলে কী ভয় আমাকে ছাড়বে?'

'তবে?'

'তবে আবার কী? সে সময় তোমাকে ডাকব, তোমার কথা ভাবব—'

সুধন্য বললে, 'এটা একটা ভয়ানক বিশ্রী ব্যাপার।'

বকুল খিলখিল করে হাসল। 'জানো নার্স না অনিমাদিকে তখন খুব বকছিল। বলেছিল: এখন মাগো মাগো করলে কী হবে, আগে ভাবতে পারোনি? আবার তো বছর না যেতেই হাসিমুখে হাজির হবে।'

'কী অভদ্র, ইতর—'

'ওই বকুনি খেয়েই তো বারো ঘণ্টার মধ্যে অনিমাদি রেহাই পেলেন।'

বকুল এই বিপজ্জনক বিষয় নিয়ে রসিকতা করতে পারে। সুধন্য সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

'তাহলে জীবন নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে—' সুধন্য মুখ শুকনো করে বললে: 'পারে না?'

বকুল হাসল। 'তা তো পারেই।'

'তাহলে?'

'তাহলে কি? মৃত্যু যদি থাকে তুমি ঠেকাবে কী করে?'

বস্তুত সমস্ত ব্যাপারটাই এখন সুধন্যর মনে চাপ সৃষ্টি করছে। একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার শীর্ষে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে। একটা জীবনকে পৃথিবীতে আনতে গিয়ে আরেকটা জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে! এটা ভাবতেই তার মনের জোর যেন খরচ হয়ে যায়। বকুল কী তাকে ভয় দেখাচ্ছে!

বকুল ফের বললে, 'এইতো—সাত পাঁচ চিন্তা করতে আরম্ভ করলে। তোমাকে কোনো কথা বলে যদি সুখ পাওয়া যায়! আচ্ছা মরব না হলো তো? কারুর জন্যে বাঁচবার ইচ্ছাটাই অনেক সময় মৃত্যুকে ঠেকায়। যদি বুঝতাম আমার বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই কারুর কাছে, তখন জীবনের ইচ্ছেটা আপনিতেই মরে যায়।'

বকুলের এত সব বড় বড় কথা ভালো লাগে না সুধন্যর। আসলে বকুল জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে এই চিন্তাটা তার কাছে প্রবল নয়। সমস্ত ঘটনাটা এমন নতুন এবং এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে ও.র মধ্যে যে মানসিকতার ওপর পীড়ন শুরু করেছে। স্বভাবত জীবনের সরল রূপটাই তার চোখে আঁকা রয়েছে। একটা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের চেহারা, যা সে বোঝে না, অথচ শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থেকে অসহায়ভাবে প্রতীক্ষা করা—এই বোধটাই তাকে উৎপীড়ন করছে।

বকুলের দিকে অনেকক্ষণ পর চোখ রাখল সুধন্য।

আশ্চর্য, বকুল কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমে, নাকি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে সে।

সুধন্যর ওকে ডাকতে সাহস হল না। অথচ তার কেন ঘুম আসছে না। সুধন্যর স্নায়ুগুলি টানটান হয়ে উঠেছে। একটা উত্তেজনার দাহ সে শরীরে বোধ করছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে যেন একটা আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অনেক দার্শনিক চিন্তার কীট তার মস্তিষ্কে কিলবিল করে উঠল। জীবন···সৃষ্টি····যন্ত্রণা। এবং পাপ-পুণ্য, বিবেকজাতীয় পদার্থ। এবং—সুধন্য যেন নিজের ওপর রাগ করেই সিগারেট ধরাল। কী যেন বলল বকুল চূড়ান্ত অধ্যায়ের মুহূর্তটি? আগুনের কড়ায়ে চাপিয়ে দিয়েছে, জলে পুড়ে যাচ্ছে শরীর! অনুভূতিটা কি রকম? সুধন্য যেন তাপটা নিজের শরীরে বুঝতে চাইল। একবার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে সে খালিপায়ে গ্রীষ্মের তাতানো পিচের ওপর দিয়ে এক মাইল হেঁটে গিয়েছিল। ভীষণ কষ্ট হয়েছিল, প্রচণ্ড তাপে সারা শরীরে ঘাম বইছিল, আর কেমন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে হিহি করে কাঁপছিল ওর সর্বাঙ্গ। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

সুধন্য এখন নির্জন রাত্রে হঠাৎ কেঁপে উঠল। তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে। চোখ জ্বলছে এবং গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ।

সুধন্য হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বকুলের গলা থেকে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে। সুধন্যর মনে হল পাতালের অনেক নিচে থেকে বন্দীপড়া একটা শ্বাপদ আর্তনাদ করছে। এই গ্রীষ্ম এবং নিঃশব্দ রাত্রিতে কেবল ওই গোঙানিটা গড়িয়ে গড়িয়ে ঘরময় দাপাদাপি শুরু করল। সারা ঘরটা ছেয়ে গেল গোঙানির আওয়াজে। সুধন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না, সে বধির হয়ে গেছে। বধির এবং মূক।

শাদাটে একটা নিরবয়ব ত্রাসে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল সুধন্য।

৯

তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে ঘরের মেজেটাকে খামচে ধরল, আঙুলগুলি যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ হচ্ছে, দেহটা কুঁকড়ে দুমড়ে যাচ্ছে, চোখের তারা দুটো গোল এবং একটা জান্তবধ্বনি গুমরে গুমরে উঠছে। নিশ্বাস ছোটো হয়ে আসছে, মুখ হাঁ করে দম নিতে হচ্ছে।

সন্ধ্যে থেকে শরীরটা খারাপ হয়ে উঠছিল। তারপর ব্যথাটা কমে যেতে বকুল আর গ্রাহ্য করেনি।

এখন দুপুর রাত্রি। অসহ্য যন্ত্রণার তাড়নে বকুল উঠে বসল। পায়চারি করলে আরাম হবে ভেবে মুখ বুজে ঘরময় চলে বেড়ালো। সুধন্য ক্লান্ত হয়ে

ঘুমোচ্ছে। ওর শরীর ভালো যাচ্ছে না। ওকে না জাগালেও যদি চলে, তাই ওর ঘুম ভাঙাল না।

কিন্তু শরীরটা চূড়ান্ত একটা পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে। বকুলের কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে কোমর থেকে শরীরটাকে কে যেন ধারালো ছুরি দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলছে। বিস্ফারিত চোখে হাঁপাতে হাঁপাতে অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর দরজা খুলে বাইরে কলতলায় চলে গেল।

এবং একটু পরেই ঘরে ফিরে এল।

কাঁপা আঙুলে ঘরের আলো জ্বালল।

'এই শুনছ—ওঠো—'

সুধন্য ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

'কী হয়েছে ?'

'আমাকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে চলো।'

সুধন্যকে ঘুমভাঙা চোখে কেমন বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত দেখাল। তারপর সুধন্য বুদ্ধি খরচ করল। জামাটা গায়ে দিয়ে এক লাফে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ট্যাকসির খোঁজে। সুধন্য অনাবশ্যক ছুটতে লাগল। যেন পেছন থেকে একটা আতংক তাকে তাড়া করছে।

ট্যাকসি ছুটে চলল।

সিটের ওপর বকুলের শরীর ভেঙে দুমড়ে যাচ্ছে। তার মুখ থেকে একটা অনুনাসিক ধ্বনি রাত্রির স্তব্ধ আকাশে মিশে যাচ্ছে।

'বকুল, খুব কষ্ট হচ্ছে কি ?'

বকুল কথা বলছে না। ওর মুখ যন্ত্রণায় নীল। কঠিন মুষ্টিতে সুধন্যের বাম মণিবন্ধ জড়িয়ে ধরেছে।

'আমার ভয় করছে…' বকুল ভাঙা গলায় বললে।

সুধন্যর বুকের ভেতরে ওর যন্ত্রণাদীর্ণ দেহটা কাঁপছে। সুধন্য তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'ভয় কী এই তো আমি আছি। ভগবানকে ডাকো।'

ভগবান ! কথাটা নিজের কানে খটকা লাগল। মৃত মার মতোই ভগবানের নাম কবে ভুলে গেছে সুধন্য।

হাসপাতালের গেট দিয়ে যখন গাড়ি ভেতরে ঢুকল হঠাৎ সুধন্যর মনে

হল একটা ফাঁসির মঞ্চে প্রবেশ করছে। লাল বাড়িটা আততায়ীর মতো ঠাট্টা করে হাসছে। ভগবানের অস্তিত্ব সেই মুহূর্তে আবার ভুলে গেল সুধন্য।

বকুলের হাত ধরে সিঁড়ি মাড়িয়ে উঠে এল। হাসপাতালের নার্স, সিস্টার, ছোকরা ডাক্তাররা বড় বেশি আনুষ্ঠানিক। তারপর সে পর্বও চুকলো। চেয়ারে করে লিফটে বকুলকে তিনতলায় নিয়ে গেল।

সুধন্য সিঁড়ি বেয়ে ওকে ধরল। গাদাগাদি একটা হলঘরে বাড়তি বেড পেতে বকুলকে আশ্রয় দেয়া হল। সুধন্য দেখল ঘরটা যেন দমবন্ধ হয়ে আছে। আর দীর্ঘশ্বাস, চীৎকার যন্ত্রণায় ভেসে গেছে।

বকুল বললে, 'তুমি এখুনি মাকে নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে আসতে পেরে বাঁচল সুধন্য।

মাকে নিয়ে যখন ওর বেডের কাছে ফিরে এল, একটু আগে বকুলকে লেবার রুমে নিয়ে গেছে।

লেবার রুমের দরজার সামনে করিডরে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

সুধন্যর এখন অস্থির লাগছে। বুকে চাপ ধরছে। কোমর থেকে শরীরটাকে কে যেন আগুনের কড়ায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। শরীর পুড়ে যাচ্ছে। ভয়ের, আতংকের এবং অপরাধবোধের একটা ঘোলাটে পর্দা চোখের সামনে নাচছে।

সুধন্য শাশুড়ির সামনেই সিগারেট ধরিয়ে ফেলল। সে বসে থাকতে পারছে না। এদিক-ওদিক দাপাদাপি করছে।

শাশুড়ি বললেন, 'সুধন্য একটু স্থির হয়ে বোসো।'

না। বসবে না সুধন্য। বসতে পারবে না। তার ইচ্ছে করছে লেবার রুমের পুরু কাচের দরজাটা লাথি মেরে ভেঙে ফেলে। বকুল লেবার রুমের টেবিলে। সে কী করছে এখন? ওর ভয় করছে। আগুনের মতো শরীরটা জ্বলে যাচ্ছে, আগুনের মতো, আগুনের মতো, বারবার আউড়াতে লাগল।

সুধন্য আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। সমস্ত পৃথিবীটা যেন অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। আর সেখানে আলো নেই, হাওয়া নেই। একফোঁটা আলো ও হাওয়ার জন্যে ছটফট করছে মানুষ।

এবং একটা যন্ত্রণা। অন্ধকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রক্তের স্রোতে ভেসে ভেসে আসছে নতুন দিন। একটা নতুন প্রাণের রূপ ধরে। এবং

প্রথম আলোকে চোখ মেলে তার অধিকার সে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে দিতে চায়।

সুধন্য চমকে উঠল। মৃত্যুর মতো আতংক পুনর্বার তাকে কাঁপিয়ে দিল।

লেবার-রুম থেকে আপাদমস্তক আবৃত একটা দেহকে ওরা বার করে নিয়ে গেল।

'বকুল, বকুল ··' সুধন্য কী উন্মাদ হয়ে যাবে। ঠকঠক করে কাঁপছে সে। 'মা—মাগো—'

'সুধন্য একটু স্থির হয়ে বোসো বাবা।'

'আমি পারছিনে মা।'

একটা দাই বেরিয়ে এল লেবার রুম থেকে। মুখ ভরতি পানের রস। গজেন্দ্রগমনে চলেছে।

'এই মেয়ে'—শাশুড়ি ডাকলেন: 'এই নাও বাছা, এই সিকিটা রাখো। একটু খবর নিয়ে আসতে পারবে, আমার মেয়ে···'

'সবুজ শাড়ি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' সুধন্য চিৎকার করে উঠল।

'বখশিস। দু'টাকা লাগবে।'

'এই নাও, এই যে—'

দাই ভেতর থেকে ফিরে এল।

'ছেলে হয়েছে গো, ছেলে, খোকা—'

সুধন্য আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এল। এবং দোকানে দাঁড়িয়ে জীবনে প্রথম একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট কিনল।

জানালা

হাসপাতালের প্রচণ্ড তাগাদার জন্যে বকুলকে বাড়ি আনবার ব্যবস্থা করতে হল।

এই সময়ে মা-হওয়ার মরশুম। কোনো বেড খালি নেই। বাড়তি বেড দিয়ে, এমন কি বারান্দায় মেঝেয় বিছানা করে দিয়েও কুলোচ্ছেনা। অথচ যাঁরা আসছেন তাঁদের ফিরিয়ে দেয়াটাও অকর্তব্য।

তাছাড়া প্রসূতি এবং শিশু দুজনেই চমৎকার সুস্থ। বাড়িতে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে থাকতে পারলে তাড়াতাড়ি দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারবে। হাসপাতাল থেকে খুচরো প্রেসক্রিপশন করে দেয়া হল।

আপিস থেকে কিছু অগ্রিম জোগাড় করল সুধন্য। হাসপাতালে যাবার মুখে শাশুড়িকে তুলে নিল বাড়ি থেকে। আগের দিনই ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করা ছিল। ইনভ্যালিড চেয়ারে লিফটে নামল বকুল। ওকে অতিশয় ক্লান্ত ও আতুর দেখাচ্ছে। অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে মুখে ছেঁড়া ছেঁড়া হাসির আভা ছিল। মার কোলে ব্যাণ্ডেজের মতন জড়ানো শিশু। আরামে ঘুম দিচ্ছে।

ট্যাকসি আসতেই বকুলকে আস্তে আস্তে গাড়িতে তুলে দেয়া হল। মাও উঠলেন। প্রার্থীদের বকশিশ মেটাতে খুচরো পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল সুধন্যর।

ট্যাকসি হাসপাতালের পাঁচিল পেরিয়ে রাজপথে নামল।

মা বললেন, 'জানিস খুকি, একেবারে বাপের আদল পেয়েছে।'

বকুল পাকামো গলায় বললে, 'এখনো কিছু বলা যায় না।'

মা হাসলেন। 'সুধন্যর খোকা পছন্দ হয়েছে তো ?'

সুধন্য পিছনে ঘাড় ফেরাল না। সে যেন হঠাৎ ড্রাইভারকে দিকনির্দেশ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বস্তুত সুধন্যর কেমন লজ্জা করছিল। হঠাৎ একটা অপ্রস্তুত-পিতৃত্ব যেন তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এবং সুধন্যর মনে হল সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা সরল গার্হস্থ্যরস তাকে অজান্তে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

'তোকে বলছিলাম, কিছুদিন না হয় আমার কাছেই থাকতিস। তোরা দুজনেই ছেলেমানুষ…' মা বললেন : 'সারা রাত বাচ্চার জন্যে জাগতে হলে

তোর শরীর খারাপ হয়ে যাবে খুকি। তারপর সুধন্যর আপিস আছে, কেইবা রান্নাবান্না করবে....'

বকুল বললে, 'না মা। দেখো ঠিক চলে যাবে।'

মা বললেন, 'তোর বাবা অবশ্য বলছিল আমাকে তোদের কাছে থাকতে।'

বকুল বললে, 'বাবার কষ্ট হবে।'

'আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। ওদের খাইয়ে-দাইয়ে রাত্তিরে নীলুকে নিয়ে তোর ওখানে চলে আসব।'

'তাহলে তো ভালোই হয়।'

সুধন্যও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

'কী জানিস রাত্তিরটাই হচ্ছে অসুবিধের। তুই তো এখন পাগলের মতন ঘুমোবি। আর না ঘুমোলেও চলবে কেন। ছুটি তো বেশি দিন পাবি নে। আমি বুড়ো মানুষ এমনিতেই রাত্তিরে ঘুম হয় না, তোর ছেলেকে না হয় রাত জেগে পাহারা দেবো।'

মা পরিপাটি করে বিছানা করে দিলেন।

বকুলের ইচ্ছে ছিল বসে থাকবার।

মা বললেন, 'অত ধকল সইবে না বাছা। শুয়ে পড়।'

বকুল শুয়ে পড়ল। বাচ্চাকে ওর পাশে শোয়ানো হল।

মা এবার সুধন্যকে বললেন, 'এই বেলা তোমাকে কেনাকাটা সারতে হবে।'

সুধন্য যেন কাজ পেয়ে বাঁচল। বাইরে না বেরুলে তার সিগারেট খাওয়া হচ্ছিল না।

'কী আনতে হবে বলুন?'

'গজ দুয়েক অয়েল ক্লথ, আর একটা ফিডার, আছে বটে একটা, হঠাৎ ভেঙে গেলে কী হবে? আর, বাচ্চাদের মশারি। বকুল, আর কিছু লাগবে?'

'না। ফুড তো এখনো আছে।'

'তাহলে—' মার হঠাৎ মনে পড়ল: 'আর, গ্রাইপ-ওয়াটার নিয়ে রাখো। ভিটামিন কী ডাক্তারবাবু এখন খাওয়াতে বলেছেন? ওটা পরে হলেও চলবে।'

সুধন্যর বকুলের ওপর চোখ পড়তে দেখল: বকুল ওকে জিভ দেখাচ্ছে। তার মানে কেমন জব্দ এবার বোঝো। সুধন্য গম্ভীর হয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রথম এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করল। তাড়াতাড়ি কিছু নেই। চায়ের কাপ মুখে নিয়ে আরাম করে সিগারেট ধরাল সুধন্য।

আশ্চর্য, আমি কী সত্যিই পিতা বনে গেছি! কিন্তু এর কোনো গৌরব তো আমাকে অন্য কিছু করে তুলছে না। এই কেনাকাটি করার ব্যাপারেও সে ভিন্ন কোনো স্বাদ অনুভব করছে না। বরং শাশুড়ির সামনে এই কেনাকাটি-গুলো তাকে কর্তামির সুযোগ দেবে। তাঁর মেয়ে যে একেবারে অমানুষ দিগম্বরের হাতে পড়ে নি, সেটাও বোঝানো যাবে।

কিন্তু এ জাতীয় বুদ্ধিমান চিন্তাও সুধন্যকে স্বস্তি দিল না। আসলে তার ভেতরে একটা অন্যায়বোধ তাকে সঙ্কুচিত করে রাখছিল যেন সবাই জানে এই অন্যায়টা, কেউ কারুর কাছে প্রকাশ করছে না. অথচ বিবেক নামক জাগ্রত-চক্ষু পদার্থটা প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে। যেন ওই অয়েলক্লথ আর ফিডার দিয়ে, সে বিবেককে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

বস্তুত অপরাধবোধটা কিসের? সুধন্য নিজের কাছে প্রশ্ন করল। পিতৃত্ব বিষয়ে কেমন একটা শারীরিকতার প্রসঙ্গ যুক্ত রয়েছে। অবশ্য ব্যাপারটা সকলেরই জানা। তবু....। বকুল হাসপাতালে থাকার সময় নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে শুয়ে সুধন্য এ নিয়ে অনেকবার ভেবেছে, আর আশ্চর্য হয়েছে। এই পিতৃত্ব তার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এমনকি তার মনের আকৃতিতে কোন পরিবর্তনের স্বরও সে বোধ করে নি। তাহলে পিতৃত্ব কী মনোজগতের কোন ব্যাপার নয়!

অতিরিক্ত বেলা করে সুধন্য ঘর্মাক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরল।

বকুল বললে, 'নিউ মার্কেটে গিয়েছিলে বুঝি?'

মানে! সুধন্য ওর এ ধরনের প্রশ্নে কেমন হয়ে গেল। তারপর বকুলের চোখের দিকে তাকাল। 'ও ঠাট্টা হচ্ছে?'

'কটা বেজেছে খেয়াল আছে?'

'ঘড়ি দেখে কাজ-করার অভ্যেস আমার নেই।' সুধন্য বিরক্ত হল।

'মা চলে গেছেন। আমার একলা বুঝি ভালো লাগে?'

'আমি কী জানি মা চলে যাবেন।'

'জানলে বুঝি তাড়াতাড়ি ফিরতে। বিশ্রাম করে চান করো। মা রান্না সেরে গেছেন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করে করে আমাকে খেয়ে নিতে হল।'

সুধন্য পা ছড়িয়ে বকুলের কাছে এসে বসল।

বকুল মুখ টিপে বললে, 'মতলব কী ?'

'কিছু না। অমনি।'

'বাবু খুব বেকায়দায় পড়লে মনে হচ্ছে—'

'কেন ?'

'এই ভাগিদার এসে জুটল। আর আমাকে পাচ্ছ না।'

সুধন্য বললে, 'তার মানে আমাকে আর তোমার দরকার নেই, এই তো ?'

'নেই-ই তো। যেমন বোকা! এত তাড়াতাড়ি আমাকে এই অবস্থায় ফেলতে কে বলেছিল? যেন স্টেশনে ট্রেন এসে গেছে, এখুনিই উঠতে হবে...'

'দোষটা বুঝি আমার ?'

'না আমার। কেন বই-পত্তর পড়তে পারো নি, দু-একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারো নি ? এমন আনাড়িরাম।'

'এই, কী হচ্ছে ?'

'বেশ হচ্ছে ?'

বকুল সুধন্যর চুলে আঙুল বুলোতে লাগল। 'আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে কী রকম কাটল একা-একা বিরহ-শয়ন পাতি—'

সুধন্য বললে, 'রাত্রে ঘুম হয় নি।'

'আহা' বকুল হাসল। 'এই, ওঠো বেলা হয়েছে চান করো।'

'ভাল্ লাগছে না।' সুধন্য বিছানায় কুঁড়েমি করতে লাগল।

কাঁথা মুড়ি দেয়া নবজাতক এবার তারস্বরে জানান দিল।

সুধন্য দেখল বকুল উঠে বসেছে। পাশ থেকে বকুলের মুখটা এবার ভাঙা-চোরা দেখাচ্ছে। বকুল কী রোগা হয়েছে। বকুল বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছে। চোখ পিট পিট করছে নবজাতক। বকুল জামার বোতাম খুলল। বাচ্চা খাবে এখন।

'এই, যাও, এবার চান করো। বকুল তাগাদা দিল।

'দেখছি।'

'অসভ্য।'

বিকেলবেলা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে অনিমাদি এসে হাজির।

'আচ্ছা ছোটলোক তো তুই! আমি হাসপাতালে গিয়ে বোকা বনে গেছি।'

বকুল বললে, 'ওরা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল।'

'একেবারে ম্যাডোনা হয়ে বসে আছিস। মহারাজ কোথায়?'

'বাইরে চা আনতে গেছে—'

অনিমাদি ব্যাগ উজাড় করে টুকিটাকি স্টেশনারি বার করে রাখল। বেবী পাউডার, সাবান, কাজল। আর, কয়েকটি ফ্রক।

শিশু ভোলানাথ সদ্য ঘুম থেকে উঠে চোখ পিট-পিট করছিল।

অনিমাদি বাচ্চাকে ট্যাকে তুলে নিল।

'ইশ, কী ঘেমেছে। তোর যদি একটু খেয়াল থাকে। জানিস ঘাম বসে গেলে অসুখ করে।'

অনিমাদি নিপুণ হাতে বাচ্চাকে নিরাবরণ করল। তারপর ঘামগুলো মুছিয়ে দিল। এর পর পাউডারের কৌটো খুলে বাচ্চাকে ভস্মমাখা সন্ন্যাসী করে ফেলল। চিত করে, উপুড় করে। যেন এক খেলায় মেতে উঠেছে।

বকুল হাসল। 'বাবা, এত পারো তুমি।'

অনিমাদি বললে, 'চুপ কর। আর তোয়াজ করতে হবে না।'

অনিমাদি ইতিমধ্যে বাচ্চাকে নতুন ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে। তারপর কাজল বের করে ওর চোখে টানটান করে এঁকে দিল। কপালে একটি কাজলের টিপ।

'ছাখ, এবার ভোলানাথকে কেমন মানিয়েছে।'

বকুল বললে, 'তুমিই একে নিয়ে যাও। আমি একটু ঘুমিয়ে বাঁচি।'

'দিতে পারবি?' অনিমাদি হাসল। 'বুক টন টন করবে যখন—'

সুধন্য কখন এসে দরজায় আটকে ছিল।

অনিমাদি বললে. 'অনিমাদির জন্যে খাবার নিয়ে এসো।'

অনিমাদি ধমকে উঠল। 'তুই থাম তো। তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনি বসুন মশায়।'

অনিমাদি চা ভাগ করে দিল।

সুধন্য বোকার মতন মুখ করে চায়ে চুমুক দিয়ে চলল। এখন তার কিছু করার নেই। এখন অনিমাদি আর বকুলের প্রমীলা-রাজত্ব। এবং এক শিশু-সম্রাটকে উপলক্ষ্য করে ওরা যেন রাজকীয় উৎসবে মেতে উঠেছে। সুধন্য নিজেকে আগন্তুক বোধ করল।

সুধন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভেতরের বারান্দায়। পেঁপে গাছে একটা নিঃসঙ্গ কাক। সুধন্য সিগারেট ধরাল। একেক সময়ে নিজেকে এমন কেন মনে হয়, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, মাতৃহীন অনাথের মতন।

ঘরের দরজা পার হয়ে অনিমাদির কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, বকুলের হাসি। যেন সুধন্যর নির্ভার চেতনার শার্শিতে অস্পষ্ট বৃষ্টির শব্দ।

২

সুধন্য দিন দিন কেমন খিটখিটে হয়ে পড়ছে। একটা বিষাদ গুমটের মতন তার মনের ভেতরে বিরক্তি জমিয়ে তুলেছে। সেদিন অকারণে তার সহকর্মীর সঙ্গে ঝগড়া করে বসল। পরে অবশ্য অনুতপ্ত হয়েছে সে, কিন্তু আচরণটা তো কালি হয়ে রইল।

হঠাৎ এই বিশ্রী মেজাজের কারণটা কী। নিয়মিত বাজার করে, শাশুড়ি রান্না করে রাখেন, খেয়ে-দেয়ে আপিসে বেরিয়ে যায়। সারা সকাল নিরবকাশে কাটে। বাজার, স্নান এবং আহারের সময়গত বরাদ্দগুলি নির্দিষ্ট। তারপর বিকেল গড়িয়ে বাড়িতে ফেরা, চা-পান ইত্যাদি করে উঠতে উঠতে শাশুড়ি আসেন, রাতের রান্নার ব্যবস্থা করেন। তারপর আরো রাত হয়, ভেতরের বারান্দায় তার শয্যা-রচনা। ঘুম আসে না। ঘরে মা ও বকুলের শিশু পরিচর্যার গুঞ্জন। গরম তেলের উগ্র গন্ধ নাকে এসে লাগে। ঘরের দরজাটা এই সময়ে ভেজানো।

সুধন্যর ঘুম আসে না। সব মিলিয়ে তার ওপর কেমন যেন একটা অত্যাচার মনে হয়। আর, ওই ভেজানো দরজাটা যেন একটা নিশ্চল অদৃষ্টের মতন তাকে ব্যঙ্গ করে।

অথচ, এগুলি সবই স্বাভাবিক। এই নয় যে কেউ তাকে অবহেলা করছে।

তবু কেমন যেন একটা বিরক্তি, হতাশা এবং বিষাদ তাকে গ্রাস করে। এবং মনে হয় সব কিছু তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।

সমস্ত রাগ জমা হয়ে উঠছে বকুলের ওপর। যেন বকুলই এর জন্যে দায়ী, যেন এর পিছনে বকুলের অকারণ বাড়াবাড়ি আছে। সে কী একবারও সুধন্যর কথা ভাবে। এই অন্ধকার বারান্দার শয্যায় সুধন্যর কেমন করে রাত কাটে। সুধন্যর কোনো কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে কিনা।

আমার জলতেষ্টা পেয়েছে, সুধন্য নিজের মনেই বলে: কেন, মানুষের জলতেষ্টা পেতে পারে না! তারপর এই যে আপিসে অ্যাডভান্স নেবার জন্যে এক মাসেই হুট করে অতগুলো টাকা কেটে নিল! কোথা থেকে টাকা আসে, বকুল কী সে সব চিন্তার কথা মনে রেখেছে! কী দায় পড়েছে সুধন্যর একা এত বোঝা মাথায় নিয়ে দিন চালানোর। একটু সহানুভূতি, সান্ত্বনা কী সংসারে কারুর কাছে আশা করতে পারে না সুধন্য!

সারা সকাল কথা বলবার সময় হয় না। বিকেলে গা জোড়া ক্লান্তি জুড়োতে জুড়োতে সন্ধ্যা নামে, শাশুড়ি আসেন। আর সুধন্য যেন মলাটবন্ধ বইয়ের মতন স্থির হয়ে যায়। কত কথা কলরব করে ওঠে, বলতে পারে না। এমন কতকগুলো কথা আছে যা তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে বলা যায় না। এমন কথা যেগুলি লজ্জার দুঃখের গ্লানির, যা কেবল অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

আমি বকুলকে সেই অন্তরঙ্গ মুহূর্তে পাচ্ছিনে, সুধন্য আপন মনে বলে ওঠে। এবং এবার যেন সচেতনভাবে তার বিরক্তির কারণটা সে খুঁজে পায়। কিন্তু, বিশ্বাস হয় না। সত্যিই কী সেই কোমল-স্নিগ্ধ অবকাশ নেই। আছে। হয়তো বকুলের সে সব কথা শোনবার আগ্রহ আজ আর অবশিষ্ট নেই। যেন সেই অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যই মরে গেছে। মরে গেছে, সুধন্য আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল: ওই এক ফোঁটা শিশু…

সুধন্য কী অবশেষে তার আত্মজকেই ঈর্ষা করছে! হঠাৎ অন্ধকারে গালে চড় এসে পড়ার মতন সুধন্য আহাম্মক বনে গেল। সুধন্য, তুমি মূর্খ, সে নিজেকেই শোনাল: বকুল তারই উপহার দেয়া সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। সেও তো নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে দেখছে না। তার সন্তানকে যত্ন করা তো তাকেই যত্ন-করা।

এবম্বিধ উচ্চাঙ্গের জ্ঞানের জগৎ যে সুধন্যার আয়ত্তের বাইরে তা নয়, কিন্তু এই জ্ঞানও তাকে আশ্রয় দিতে পারে না। তার এখন বিশ্বাস হচ্ছে বুদ্ধি সব সময় হৃদয়ের ক্ষতে মলমের কাজ করতে পারে না।

কখন এক সময় নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ক্লান্ত শ্রান্ত সুধন্যা ঘুমকেই একমাত্র অবলম্বন করে ঢুলছিল, হঠাৎ ঘোর কেটে গেল।

'এই, একটু সরে শো ' চাপা ঠাণ্ডা গলায় কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল বকুল। রাত্রি যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সহকারে নেমেছে। আর পৃথিবীর মানুষ ঘুমে-বোঝাই নৌকোর নিথর আরোহী। ঘরের দরজাটা ভেজানো, আর সেখানে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

সুধন্য পাশ ফিরে সরে গেল।

'একটুও ভাল্ লাগছিল না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখলাম তুমি পাশে নেই...' নিশি পাওয়া গলায় জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে বকুল।

সুধন্য বললে, 'তোমাব শরীর খারাপ হবে। কেন উঠে এলে।'

বকুল কোনো কথা বললে না। ওর মাথাটা ঘন হয়ে সুধন্যর বুকের ওপর উত্তাপের আলো হয়ে ফুটে রইল।

সুধন্য বললে, 'মা জানতে পারবেন।'

'না। ওরা দুজনেই খুব ঘুমোচ্ছে।'

সুধন্য ওর বুকে বকুলের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। সুধন্য হঠাৎ শক্ত এক জোড়া বাহু দিয়ে বকুলকে আঁকড়ে ধরল।

বকুল বিড়বিড় করে বললে, 'জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমিও তো সুখ পাইনে। অমন মুখ করে থেকো না লক্ষ্মীটি। আমার ওপর রাগ করো না।'

সুধন্যর সারা দিনের বিরক্তি গুমটগুলো যেন ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গলতে শুরু করল।

রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

বকুল বললে. 'এবার ঘুমোও। আমি যাই।'

আলুথালু বেশবাস সংযত করে বকুল উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে ভেজানো দরজা খুলে ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বকুল চলে-যাবার পরও ওর অস্তিত্ব উত্তাপ-সৌরভ হয়ে সুধন্যর চেতনাকে জড়িয়ে রইল। এই অনুভূতি সুধন্যাকে নতুন এক স্বাদে উত্তীর্ণ করল।

আশ্চর্য, এই উত্তাপ আর সৌরভের অভাবেই কী তার মেজাজ বিশ্রী তেতো হয়ে উঠেছিল। এই উত্তাপ, এই সৌরভগুলিই তাকে উদগ্র করে তুলেছিল। এখনো যেন সেই উত্তাপ-সুরভি তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। বকুলের শরীরের কী নিজস্ব কোনো গন্ধ আছে, ওর উত্তাপের কী ভিন্ন ভাষা আছে। এরই নাম কী অন্তরঙ্গতা। নাকি সুপ্ত কোন যৌনকাতরতা। কিন্তু, কই, বকুল এতক্ষণ ছিল, কোনো উত্তেজনা তো তাকে খরতর করে তোলে নি। ইচ্ছাগুলো মুঠো মুঠো আনন্দ হয়ে তার শরীরে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু উত্তাপ-সৌরভের ভাসমান আনন্দের বাইরে যেতে পারে নি।

আমি প্রশান্ত ছিলাম, গাঢ় আনন্দে পরিপূর্ণ, সুধন্য উচ্চারণ করল: আমার বিষাদ, হতাশা, বিরক্তি—ঝরে ঝরে পড়ছিল।

সুধন্য যেন নতুন করে উপলব্ধি করল: এই উত্তাপ, এই সৌরভগুলিই জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বোধহয় এগুলিই অন্তরঙ্গতার প্রতীক।

আর, এখন অনেক বিষয় সুধন্য পরিচ্ছন্নভাবে বুঝতে পারছে। বকুল, তাদের সন্তান এবং সে, একটি সম্মিলিত সত্তা, কারুকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না।

এই মুহূর্তে সুধন্য যেন দ্বিতীয়বার বকুলের প্রেমে পড়ে গেল। মনে হল বকুল এখন অনেক বেশি বিশ্বাসী, আত্মীয়, এবং তার আত্মার দোসর হয়ে গেছে। তাদের সন্তানই এই অভিন্নতা রচনা করে দিয়েছে। যেন বকুল সঘোষণায় প্রকাশ করছে: ছাখো তোমাকেই আমি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করেছি, লালন করেছি, পালন করেছি। কারণ আমার ভেতরের ভালো-বাসাকে তুমি জন্ম দিয়েছ।

শেষ বারের মতন গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যাবার আগে সুধন্য পাশ ফিরে অস্ফুটে গুঞ্জন করে উঠল: 'বকুল্-ব-কু-ল…'

৩

বেবিফুডের সন্ধানে এ দোকান-সে দোকান ঘুরে হতাশ হয়ে যখন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আহত অপমানিতের মতন ধুঁকছে, এই সময় হঠাৎ ফিয়াট গাড়িটা ফুটপাথ ঘেঁষে সুধন্যর পাশে থমকে দাঁড়াল।

'এই সুধন্য' তাকিয়ে দেখল রজত।

'কী ব্যাপার একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ। দেখা-সাক্ষাৎ করো না, অ্যাঁ?'

সুধন্যর অপমানিত মেজাজটা যেন বারুদের মতন জ্বলে উঠল। বললে, 'তোমাকে কী এক টিন বেবিফুডের জন্যে কলকাতায় রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়!'

রজত হাসল। 'ফুড কী দোকানে দোকানে ঘুরলে পাওয়া যায়, ব্রাদার?'

'যায় না তাতো দেখতেই পাচ্ছি। সব কী তোমার গুদোমে তুলে রেখেছ?'

'না-না। আমি ফুডের কারবার করিনে। কটা দরকার বলো না, আমি জোগাড় করে দিচ্ছি। গাড়িতে উঠে এসো।'

সুধন্য নিরুপায় হয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

'তারপর—ছেলে হয়েছে? কই, খবর দাওনি তো?' রজত বললে।

'এটা কী একটা খবর, যে দিতে হবে।'

'আফটার অল, উই আর ফ্রেণ্ডস। ফ্রেণ্ডশিপ ইজ দি ওয়াইন অফ লাইফ—কে বলেছিল কথাটা?'

সুধন্য বললে, 'জানিনে।'

রজত হাসল: 'গোল্ডস্মিথ।…নাও, সিগ্রেট খাও। বাই দি বাই, সেই যে তোমার আসার কথা ছিল, কই এলে না তো? টাকার জোগাড় হয়ে গিয়েছিল বোধহয়?'

'হ্যাঁ। আর দরকার হল না।'

'বাঁচিয়েছ।' রজত হাসল। 'কী জানো এই সমাজে সচ্ছল হওয়াটাও একটা মস্ত অসুবিধে। চারদিকে এত অভাব-অভিযোগ সহানুভূতি না হলে চলে না। বিশেষত বন্ধু আত্মীয় পরিজন—'

সুধন্য বললে, 'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'চলে যাচ্ছে। ব্রেবোর্ন রোডে একটা শো-রুম করেছি। আর একটা ধর্মতলায়—তোমার হাতে বিশ্বাসী লোক আছে? বিশ্বাসী লোক পাওয়াই আজকের দিনে প্রধান সমস্যা। চারদিকে এত ফ্রাসট্রেশন যে কোনো ক্রিয়েটিভ কাজ করতে ভরসা পাওয়া যায় না। অরগার্নাইজেশন লিডারশিপ সব উদ্যমই মানুষ খুইয়ে বসেছে। সেইজন্যে এই বাঙালী জাতটার কোনো উন্নতি হল না।'

.সুধন্য বন্ধুর বাগ্মিতায় বিরক্ত বোধ করছিল। কেবল ওর উপকারিতার জন্যেই বিরক্তি চেপে বললে, 'বিশ্বাসী বলতে তুমি কী বোঝো? মানে, যে তোমার খোসামুদি করবে, এই তো?'

রজত হাসল। 'তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি।'

সুধন্য মাথা নেড়ে বললে, 'কী জানো, বিশ্বাসের ব্যাপারটা সমানে-সমানে না হলে টেঁকে না।'

'তুমি আপিসে কত মাইনে পাচ্ছ? ধরো যদি তার দ্বিগুণ পাও?'

'ব্যবসায়? না ভাই, আমি এসব বিষয়ে ভীষণ অজ্ঞ।'

রজত ফুটপাথ ঘেঁষে বড় স্টেশনারি দোকানটার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল।

'এসো। তোমার ফুডের ব্যবস্থা করি।'

রজতের পিছনে সুধন্য দোকানে পা দিল।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রজত সেলসম্যানকে জিজ্ঞেস করল: 'মজুমদার কোথায়? একটু খবর দিন।'

মজুমদার সহাস্যমুখে ছুটে এলেন। 'মিস্টার চৌধুরী?'

রজত হাসল। 'আমার একটা ফুড চাই। ভালো বেবীফুড।'

'সার, আপনি ফুড কী করবেন? বড় না ছোটো? দেখছি। কোম্পানি একদম সাপ্লাই করছে না।'

একটু পরে ওরা দুজনে ফুড নিয়ে বেরিয়ে এল।

রজত বললে, 'চলো। কাজ তো হল। কফি খাওয়া যাক।'

সুধন্য আপত্তি করল: 'না ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

রজতের কাছে আপত্তি টিকল না।

রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে।

ঘরে ঢুকতেই বকুলের মুখ কেমন অস্বাভাবিক গম্ভীর থমথমে। ওর কোলে শিশু কাঁথায় জড়ানো।

'মা আসেননি?'

বকুল উত্তর করল না।

সুধন্য অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

'কী হয়েছে?'

বকুল কঠিন গলায় এবার জবাব দিল : 'তবু ভালো এতক্ষণ বাইরে কাটিয়ে এসে মনে পড়ল আমাদের কথা।'

সুধন্যর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। 'বাজারের অবস্থা জানো? জানো, এক টিন ফুড পেতে কী প্রাণান্তক পরিশ্রম হয়?'

বকুল বললে, 'ভাগ্যিস একটা অজুহাত খুঁজে বার করলে।'

'কী বলছ তুমি।'

'না কী আর বলব। বললেই বা শুনছে কে। মা আজকে আসতে পারবেন না। এদিকে আমি একা ছেলে নিয়ে—কী করি কাকে খবর দিই। বাচ্চার গায়ে হাত দিয়ে ভাখো। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।'

'সেকি।' সুধন্য হঠাৎ অসহায় বোধ করল। 'কখন জ্বর হল? তাহলে কী ডাক্তার নিয়ে আসব?'

'আমি কী জানি। তোমার ছেলে। তুমি যা ভালো বোঝো তাই করবে।'

'বারে, আমি কী ডাক্তার নাকি? আমি কী বুঝব?'

সুধন্য তখুনি জুতো পায়ে বেরুচ্ছিল।

বকুল আটকাল ওকে : 'থাক। এখন আর দরদ দেখাতে হবে না। তোমাকে তো আর পেটে ধরতে হয়নি। নীলু ডাক্তার ডেকে এনেছে, ওষুধও এসেছে।'

সুধন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বস্তুত সারাদিনের পর বাড়িতে পা দিয়েই ডাক্তার বদ্যি করার ব্যাপারে তার কোনো রকম উৎসাহ ছিল না। এমন কি তার নিজের সন্তানের অসুখ সম্পর্কেও কোনো উদ্বেগ ছিল না। ছেলেপিলের তো অসুখ হবেই আবার সেরেও যায়। বকুলের এ ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু এই সামান্য বিষয় নিয়ে বকুলের পা বাধিয়ে কলহের কী মানে হয়। তার বাইরে থাকাটা কী বাচ্চার অসুখের কারণ। না হয় রজতের সঙ্গে একপাত্র কফি খেয়েছে। কিন্তু সে যে অত বড় উপকারটা করল, সেকথা তো মনে রাখতে হবে। অবশ্য রজতের উপকারের কথা বকুলকে বলা যাবে না। তার ধনী বন্ধুদের সম্পর্কে ওর মনোভাবটা পীড়াদায়ক।

সুধন্য জামা-কাপড় ছেড়ে পাতলুন পরে বকুলের কাছে বসল।

'জ্বর কত এখন?'

বকুল বললে, 'কী করে বলব? বাড়িতে থার্মোমিটার আছে?'

সুধন্য বললে, 'তাহলে কালকেই একটা কিনতে হয়।'

'টাকা পেয়েছ বুঝি?'

'একটা থার্মোমিটার কিনতে কত টাকা লাগে।'

টাকার ব্যাপারে বকুলের কটাক্ষের ভঙ্গি ওর ভালো লাগে না। বকুল আগে এরকম ছিল না। সুধন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেকি ক্রমশ হতাশ হচ্ছে তার স্বামীত্ব, পিতৃত্ব সম্পর্কে। কিংবা এগুলি বকুলের ছদ্মবেশী অভিযোগ। সুধন্যর মস্তিষ্কে পুরনো চিন্তাটা আবার থইথই করতে থাকে এবং সে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এই জীবনটা এত ছোট্টা কেন, আর আকাশজোড়া এই ক্লেদ-গ্লানি-ব্যর্থতা।

'চা খেয়েছ?'

'অ্যাঁ?' সুধন্য যেন চমকে উঠল। 'না, চা খাব না।'

'কী রাগ হল বুঝি?' বকুল হাসল ওর দিকে চেয়ে।

'না। দরকার নেই।'

'আহা, যাও না কেতলি করে নিয়ে এসো। আমার চা না খেয়ে মাথা ধরেছে।'

'যাচ্ছি।' সুধন্য ছেলের কোমরে হাত ছোঁয়াল।

বকুল বললে, 'কোমরে বুঝি জ্বর দেখে? তুমি কিছু না জেনে কী করে এত বড় হলে, বাবা হলে বুঝিনে!'

সুধন্য গম্ভীর গলায় বললে, 'হ্যাঁ. বড় হওয়াটাই দোষ হয়ে গেছে।'

'একেবারে আনাড়ি।' বকুল মুখ টিপে হাসল। 'যাও তো আগে চা নিয়ে এসো। জ্বর এখন কম মনে হচ্ছে। ঘামছে।'

কেতলি হাতে চা নিয়ে ফিরতে ফিরতে সুধন্য আবার ভাবে: বকুলের এই ধরনের অর্থহীন মেজাজের কারণটা কী। অকারণ অন্যায় জেনেও সে কেন তার সঙ্গে এমন আচরণ করে! আমার দুশ্চিন্তাকে ওর মতো প্রদর্শন করতে পারিনে বলে! বাচ্চার অসুখ শুনে আমি কিছু নাটকীয় করলে ওর ভালো লাগত। একটা শিশু বড় হবে, যন্ত্র তো নয়, ছোটোখাটো কত অসুখ করবে, এগুলি তো প্রকৃতিকে আয়ত্ত করবার জন্যে যুদ্ধ! ভালো একটা যুক্তি পেয়েছে ভেবে সুধন্য বুদ্ধিমানের মতন হাসল।

বকুল বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। 'কাল একবার আমায় ইস্কুলে যাবে। আর এক হপ্তা ছুটি বাড়িয়ে নিতে হবে।'

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

বকুল বললে, 'এরপর ইস্কুলে জয়েন করলে যে বাচ্চার কী হবে, ভাবতেই পারিনে। ইস্কুলে যাবার পথে মার কাছে রেখে যেতে হবে। কচি বাচ্চা রেখে মায়েরা যে কী করে চাকরি করতে যায়, জানিনে।'

সুধন্য হাসল। 'চাকরি ছেড়ে দাও।'

বকুল বললে, 'তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়। এখুনি তো ঝগড়া শুরু হয়েছে, চাকরি ছেড়ে দিলে দুবেলা ঝগড়া করবে।'

সুধন্য বললে, 'ঝগড়া করা যার স্বভাব সে সব সময়েই ঝগড়া করবে।'

'স্বভাব নয়, অভাব বলো। সারাদিন বাড়িতে বন্দী থেকে তোমার ছেলের দাসীবাঁদী হব। ঝগড়া তো অম্নিতেই হবে।'

'মেয়েরা একবার স্বাধীন রোজগারের স্বাদ পেলে· '

'থামো। কী আমার পুরুষমানুষ রে।' বকুল ধমক দিয়ে উঠল: 'শোনো। বাচ্চার কাছে একটু বোসো। আমি ভাত চাপিয়ে দিয়ে আসি।'

সুধন্য বাচ্চাকে আগলে বসল। জ্বরের ধমকে কী টসটসে লাল দেখাচ্ছে মুখটা। চোখ দুটো বোজা। সুধন্যর মনে হল বাচ্চা অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে আছে। আর, এখন ওর শরীরেব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন একটা আশংকা তাকে হিমহিম করে দিচ্ছে। কাঁথার স্তূপের আড়ালে ওর ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটুকু কী ওঠানামা করছে।- সুধন্য একবার ওর বুকে হাত রাখল। ওর এইভাবে নিঃসাড়ে পড়ে থাকা বিশ্রী লাগছে তার। এর চেয়ে ও যদি জাগত, ওর অস্তিত্বটা নড়াচড়ায় এবং চিৎকারে স্পষ্ট হয়ে উঠত। ও কখন জাগবে, কখন কাঁদবে, এরকম একটা সোৎসুক প্রতীক্ষায় খরতর হয়ে ওঠে সুধন্য।

'ওরকম কাঠ হয়ে বসে আছো কেন?'

'ও কতক্ষণ ঘুমোচ্ছে? জাগিয়ে দিই ওকে?'

'না জাগাবে না। ডাক্তারবাবু ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন—'

'একটুও ভালো লাগছে না। বাচ্চারা ঘুমিয়ে থাকলে খুব বিশ্রী লাগে।'

'তাহলে কেন ঝগড়া করি বুঝতে পারছ তো? সারা সন্ধ্যা ও এমন করে ঘুমোচ্ছিল, আমি ওকে নিয়ে একা বসে আছি।'

'ও কী খাবে ?'

'আমাকেই খাবে। গ্লুকোজের জল দিয়েছিলাম, বাবুর পছন্দ নয়।'

'এই, কাল মধু নিয়ে আসব ?'

'মধু। ওইটুকু বাচ্চার কী মধু সইবে ? জ্বর ছাড়ুক, ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করব।'

'মা এলেন না কেন আজ ?'

'বাবার শরীর খারাপ হয়েছে। মাও যে কোনদিন অসুখে পড়েন। আমার জন্যে তো কম ধকল যাচ্ছে না ওঁর।'

অনেক রাত হয়েছে। বাইরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

বকুল বাচ্চাকে রাত্রির ওষুধ খাইয়ে কখন ঘুমে কাদার মতন গলে পড়েছে। ওর ক্লান্ত শরীরকে দেখে এখন কষ্ট হল সুধন্যর। বেচারী ঘুমের সঙ্গে প্রচুর লড়াই করে শেষ পর্যন্ত হেরে গেছে। মশারির খাঁচার ভেতরে বাচ্চাটা কী পাথরের মতনই ঘুমোচ্ছে। সুধন্য মশারির ওপর চোখ রাখল। তারপর হাত গলিয়ে বাচ্চার কপালে হাত রাখল। জ্বর কমে এসেছে। কপাল ঘামে টসটসে করছে। ঘাম মুছিয়ে দিয়ে চুলে আলতো হাত বুলোল সে। তারপর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি লক্ষ্য করল। সুধন্য আবার বলল : বাচ্চারা ঘুমিয়ে থাকলে ভীষণ বিশ্রী লাগে, ভয় করে।

রাত বাড়ছে। আর, সমস্ত ঘরটা এখন ভয়াবহ রকমের নিশ্চুপ। ওইখানে বকুলের ঘুমে-গলা শরীর আর নিঃসাড় বাচ্চা। সুধন্যর চেতনা যেন ভারি হয়ে আসে। চোখ জ্বালা করে। এবং কিছুতেই আজ আর তার চোখে ঘুমের বাষ্প নেই। সুধন্যর মনে হল সে এক গম্ভীর গির্জাঘরে শুয়ে আছে, একম একটা ধ্রুপদী ভাব তার চিত্তকে অবগাহিত করছে। সুধন্য যেন অনেক উন্নত পবিত্র হয়ে পড়েছে। এবং একটা অধিকারের গৌরববোধ তাকে বৃহৎ করে তুলেছে। এই স্ত্রীলোকটি আমার, এই শিশুটি আমার—যেন রাত্রির মসীমাখা ষড়যন্ত্রের হাত থেকে এদের রক্ষা করবার জন্যে সে অতন্দ্র বিবেক। স্থির শপথের মতন স্থির বসে রইল সুধন্য।

কে কাশল ? বকুল। ঠোঁট ফাঁক করে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছে। তাই বোধহয় গলা শুকিয়ে গেছে। ওকে কী পাশ ফিরে শুতে বলবে ? না, তাহলে ও জেগে উঠতে পারে। আর জেগে উঠলে ও ঘুমোবে না কিছুতেই।

মশারির খাঁচার ওপর আবার চোখ রাখল। বাচ্চাটা একটু নড়ছে কী।

নানান প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক চিন্তার জালে কাতর সুধন্য বোধহয় নিদ্রাতুর হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বকুলের ধড়ফড় করে জেগে ওঠায়।

'দেখছ কেমন মা আমি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাকে জাগিয়ে দাওনি কেন?'

সুধন্য বললে, 'তুমি উঠে পড়লে কেন। আমি তো জেগে আছি।'

বকুলের চুলগুলো খোলা, চোখ ঘুমে স্ফীত এবং আচ্ছন্ন। বসে বসেও মাতালের মতন টলছে সে।

'অনেকক্ষণ জেগে আছ তুমি, না, ইশ, আমি কী ভীষণ স্বার্থপর। নাও নাও, এবার শুয়ে পড়ো। তুমি রাত জাগতে পারো? পেরেছ কোনোদিন?' বকুল হাসল।

বকুল বাচ্চার মশারি তুলে ওর গায়ের জ্বর দেখল। 'এখন জ্বর নেই মনে হচ্ছে। ছোটদের জ্বর হলে এমন খারাপ লাগে। কষ্টের কথা বলতে পারে না তো।'

সুধন্য বালিশে মাথা দিয়ে চোখ খুলে পড়ে রইল। এখন যেন সে অনেক নিরাপত্তা বোধ করছে। বকুল জেগে আছে এইটেই তার আস্থা ফিরিয়ে আনে।

এবং কখন একসময় সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

৪

আজ বকলকে ইস্কুলে যোগদান করতে হবে।

নীলুকে সঙ্গে করে মা এসেছেন। বকুল আর সুধন্য বেরিয়ে গেলে বাচ্চাকে নিয়ে মা ওবাড়ি চলে যাবেন।

বকুল ঝুড়িতে ফিডার-ফুড চিনির কৌটো গুছিয়ে রেখেছে। বাচ্চার জামা-কাঁথা ইত্যাদি মা দরকার মতন নিয়ে যাবেন। প্রথম দিন তো, বাচ্চা কাঁদতে পারে। যদিও দিদিমনির কাছে থাকা ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। তবু শিশুর মেজাজ, বলা যায় না। বকুল যত তাড়াতাড়ি পারে ফেরার চেষ্টা করবে।

বস্তুত বকুলের মনটাও খুঁতখুঁত করছে। কিন্তু উপায় কী। চাকরি তো রাখতে হবে।

একটু আগে সুধন্যর সঙ্গে কা একটা ছোট বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। অন্যদিন হলে হত না। বাচ্চাকে কয়েক ঘণ্টা ছেড়ে যাওয়ার অসুবিধে- বকুলের মেজাজ নষ্ট হওয়ার কারণ।

সুধন্য গম্ভীর মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কারণ তাকে দশটার মধ্যে আপিসে পৌঁছতে হবে। বকুলের ইস্কুল এগারোটায়, তার পরে বেরুলেও চলবে।

অন্য দিন এই সময়ে নাওয়া-খাওয়ার পর বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ আর ওর চোখে ঘুম নেই। মার বাইরে যাবার ব্যাপারটা সে বুঝেছে কিনা কে জানে। ব্যাগ কাঁধে বেরুবার মুখে শিশু তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল। দিদিমনিও ওকে থামাতে পারে না।

বকুল নিরুপায় হয়ে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিতে গেল। শাড়ির ভাঁজ গেল। যাক। ব্লাউজের বোতাম খুলে ভেতরের খাটো জামাটাকে আলগা করে ওকে বুকের দুধ দিতে হল। তারপর বাচ্চা ঘুমোলে বকুল ওকে মার কোলে চালান করে দিল।

বকুল আর দেরি করল না। জামা-কাপড় একটু ভদ্রস্থ করে জুতো পরল।

মা হেসে বললেন, 'এই তো শুরু এখন কত বায়না করবে।'

একদিকে এই পিছুটান অন্যদিকে ইস্কুলে যাবার তাড়ায় দ্বিধাবিভক্ত, কেমন উদভ্রান্তের মতন রাস্তায় নেমে হন হন করে এগোতে লাগল বকুল। তারপর রাস্তার এই প্রচণ্ড ভিড়, বাসের অশ্লীল ঠাসাঠাসি, ঘর্মাক্ত অবসন্ন ইস্কুলের প্রাঙ্গণে পা দিল। অনিমাদি আজ আসেনি। অন্য দু-একজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে পেরে বকুল একটু ধাতস্থ হল। তারপর ক্লাশ। অসংখ্য শিশুদের দুষ্টামি, হইহই-এ সব কিছু ভুলে গিয়ে বকুল দিদিমনি বনে গেল। কিন্তু সত্যিই কী ভুলতে পারল। বাচ্চাটা কাঁদছে কিনা' মার কাছে তারস্বরে বায়না ঘোষণা করছে কিনা। বকুল অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারপর টিফিনের ঘণ্টা গড়িয়ে আসে। আর টিচারস-রুমে পা দিতেই লক্ষ্মীদি কানের কাছে কী ফিসফিস করে বললেন।

বকুল অপ্রস্তুত হয়ে নিজের দিকে তাকাল। এতক্ষণ তার লক্ষ্য পড়েনি। বুক দুটো ভিজে গিয়ে জামাটাকে জবজবে করে তুলেছে। বুকের কাছে শাড়িটাও স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে।

বকুল আর দেরি না করে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

শেষের দিকে ঘণ্টাগুলো যেন অনেক দীর্ঘ বোধ হল বকুলের। তারপর ছুটি হতেই তাড়া খাওয়া জীববিশেষের মতন ছুটতে লাগল বকুল।

মার ওখানে পৌঁছেই শুনল একটু আগে সুধন্য আর নীলু বাচ্চাকে বাড়িতে নিয়ে গেছে।

মা বলেন, 'বোস। খেয়ে দেয়ে যা।'

বকুল বললে, 'না।'

বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বকুল আবার ভয়ংকর বিরক্ত হল। তোমার এত ওস্তাদি করার কী দরকার! ছিল মার কাছে ছিল, বেশ ছিল। কথায় বলে না : মার চেয়ে যার দরদ বেশি...., প্রবাদ বাক্যটি শেষ না করে বিরক্তির মধ্যে হাসল বকুল। আসলে সোজা পথে নিজের বাড়িতে না গিয়ে যে অযথা মার এখানে আসতে হল, পরিশ্রম হয় না! আর তারপর সুধন্যর তো এত তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফেরার কথা নয়। নিশ্চয়ই বলে-কয়ে কেটে পড়েছে।

বকুল আশ্বস্ত হচ্ছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ছেলে কান্নাকাটি করেনি। সে-ই অকারণ ব্যস্ত হয়েছে। ছেলে যেন আর কারুর হয় না, বকুল নিজেকেই ধমকাল।

আর, কী আশ্চর্য, সুধন্য ছেলেকে কোলে নিয়ে পিতামহ ব্রহ্মার মতন বসে রয়েছে। এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিশুর মুখ লক্ষ্য করছে চিত্রকরের অনুসন্ধিৎসায়।

সামনে মুখ তুলে বকুলকে দেখে অনাস্বস্ত লজ্জায় যেন ভেসে গেল সুধন্য।

'এই যে। নাও—ছেলে নাও।'

বকুল কাঁধ থেকে ব্যাগ খশিয়ে রাখল। 'আপিস পালিয়েছ?'

'না। কাজ হয়ে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম...' সুধন্য লজ্জাকে আবৃত করতে পারছে না।

‘তুমি তাড়াতাড়ি ফিরবে জানলে আর একটু আড্ডা দিয়ে আসতাম—’

‘আহা। খুব জোর দেখাচ্ছ মনে হচ্ছে।’

‘বয়ে গেছে আমার তাড়াতাড়ি ফিরতে।’ বকুল তোয়ালে হাতে বেরিয়ে গেল।

বকুল ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘নীলু কোথায়? চা খেয়েছ?’

সুধন্য মাথা নাড়ল।

‘দাঁড়াও। চায়ের জল চাপিয়ে আসি।’

বারান্দায় বকুলের কর্মব্যস্ততা দেখা গেল। বহুদিন পরে গুন-গুন করে কী একটা গান গাইছে সে। ‘আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।’ সুধন্য চেঁচাল: ‘এই জ্যোৎস্না রাতে, শিগগির করো।’

বকুল উত্তর করল না।

বিকেলের নরম আলোয় চারদিক ভরে গেছে।

বাচ্চাটা চোখ পিটপিট করছে। সুধন্য ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বকুল চা নিয়ে এল।

‘হঠাৎ মার কাছ থেকে ওকে নিয়ে এলে কেন? যদি আমার ফিরতে দেরি হত।’

সুধন্য বললে, ‘বাড়িতেই আগে এসেছিলাম। তারপর এমন খালি-খালি লাগল…’

‘আচ্ছা?’ বকুল এবার বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল।

সুধন্য জিজ্ঞেস করল: ‘ইস্কুলের খবর ভালো তো?’

বকুল বললে, ‘ছাই। দু মাসের মাইনের কোনো দেখা নেই।’

‘সেটা তো তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে।’

বকুল বললে, ‘হুঁ।’

বকুল সুধন্যর দিকে পাশ ফিরে জামার বোতাম খুলল। বাচ্চাকে বুকের কাছে টেনে নিল। ‘বাঁচলাম। এমন কষ্ট হচ্ছিল।’

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

‘কাল ইস্কুলে যাবে?’

‘না গেলে চলবে? খাওয়াবে কে?’

জবাবটা জানা ছিল সুধন্যর। কিন্তু ওর মুখে এমন স্পষ্ট করে শুনতে ইচ্ছে

করে না। সুধন্যর মনে হয় বকুলের স্বভাবে একটা অর্থমনস্কতার দিক আছে। বড় বেশি সমস্ত বিষয়ে আর্থিকতার বিষয়টি জড়িয়ে দেখে। মেয়েদের কাছে এ জিনিস ভালো লাগে না। কেমন যেন সুধন্যকে ছোটো করে দেখা হয়। যেন সুধন্যর নিজস্ব একটি অহংকারের এলাকায় হস্তক্ষেপ করছে বকুল।

বকুল জিজ্ঞেস করল: 'নীলু কোথায় গেল বলো তো?'

সুধন্য বললে, 'বোধহয় বাড়ি চলে গেছে।'

'এই—তোমাদের আপিসে জিজ্ঞেস করে দেখো না, ভালো সর্ষের তেল না হলে চলছে না। বাচ্চাকে মাখাতে পারছিনে।'

'দেখব।'

'অনিমাদি বলছিল অলিভ অয়েল মাখাতে। যা দাম।'

বকুল এবার বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

'তোমার গেঞ্জিটা ভীষণ ময়লা হয়েছে। কাল একটা গেঞ্জি কিনবে, বুঝলে?'

'চলে যাচ্ছে।'

'না। যাবে না। কাল ময়লা গেঞ্জিটা কেচে দেবো।' বকুল উঠে দাঁড়াল: 'এই—শোনো ইস্কুলে ওদের একদিন খাওয়াতে হবে, ওরা একেবারে ছিঁড়ে খেয়েছে।'

সুধন্য বললে, 'অ্যাঁ। কেন?'

'কেন আবার? ওরা একটু আনন্দ করবে না?'

'কালীঘাটের প্রসাদ এনে তো বাচ্চার মুখেভাত করানো যায়—'

'থামো।' বকুল ধমক দিয়ে উঠল: 'রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছ খরচা হয়নি। ছেলের বেলায় অত সস্তায় সারলে লোকে ছাড়বে কেন! তাছাড়া অনিমাদি সেদিন ঘাড়ে করে বয়ে এনে বাচ্চার জন্যে অত জিনিস দিয়ে গেল! লক্ষ্মীদি তো এখন থেকেই পশমের কোট বুনছেন।'

'তাহলে তো আমার বন্ধুদেরও বলতে হয়। রজত সেদিন বলছিল...'

'আবার রজত!'

'না-না। ও নিজে থেকেই বলছিল একদিন এসে বাচ্চার ফোটো তুলে দিয়ে যাবে। ওর মুভি ক্যামেরা আছে।'

বকুল বললে, 'তুমি ছেলের বাপ। যাকে ইচ্ছে নিমন্ত্রণ করবে। আমার কী বলবার আছে।'

সুধন্য অপ্রস্তুতের গলায় বললে, 'তুমি ব্রজতকে একেবারে দেখতে পারো না।'

বকুল হাসল। 'আমি দেখিইনি, কী করে বলব।'

'বড়লোকের ছেলে তো ওরকমই হয়।'

'কে জানে। হয় বোধহয়।' বকুল গুনগুন করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুধন্য বোকার মতন মুখ করে সিগারেট ধরাল।

৫

মাইনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে ঠিক করেছিল। পথে মনে পড়ে গেল নারকেল তেল ফুরিয়েছে। বোধহয় একটা পেস্টও কিনতে হবে। আরও টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস। বকুল নেমে পড়ল ট্রাম থেকে।

আর, কী আশ্চর্য, ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে সুধন্য। দৈবাৎ যোগাযোগ। অকারণেই দুজনের মুখ লাল হয়ে উঠল।

'কী ব্যাপার, অভিসারে নাকি ?' সুধন্য এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল।

বকুল বললে, 'অসভ্য।'

সুধন্য বললে, 'ভারি মজা হল, তাই না ?'

'মজা আবার কী!'

সুধন্য হাসল। 'কোনদিকে যাবে ?'

'মার্কেটে যাব। তুমি ?'

'ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। ভাগ্যিস ট্রামটা আগে এসে পড়েনি।'

'কেন ? কী হত ?'

'তোমার সঙ্গে দেখা হত না। এমন রোমান্টিক বিকেল তো অনেকদিন পাওয়া যায় না।'

'হ্যাংলামো এখনও গেল না।'

'গেলে খুশি হতে ?'

'চুপ। চলো। দাঁড়িয়ে নাটক করতে হবে না।'

ওরা রাস্তা পার হল।

'মনে আছে কতদিন এইভাবে ট্রামস্টপে অপেক্ষা করতাম তোমার জন্যে?'

'খুব কৃতার্থ করেছ।'

'একদিন খুব দেরি হল আমার পৌঁছুতে। আর তুমি প্রচণ্ড বর্ষায় ভিজছিলে...'

'বেশ করেছি। ভিজব তোমার কী।'

'সেদিন কিন্তু তুমি প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিলে।'

'না। করব না। একলা একটা মেয়ে রাস্তায় ভিজছে। লোকে কী ভাববে।'

'আচ্ছা: এখন যদি তেমনি করে বৃষ্টি নেমে আসে?'

'না মশায়, ভিজতে পারব না। ছেলের অসুখ করবে।'

'এই, এই রেস্তোরার কথা মনে আছে?'

'চুপ। ফাজিল কোথাকার।'

'মনে আছে, একদিন বেয়ারাটা, কেবল কেবিনে ঢুকে বিরক্ত করছে? আর তুমি ভয় পেয়ে বলছ: চলো, চলে যাই। কী রকম ম্যানেজ করেছিলাম?'

'ছাই। একবার চা খাচ্ছ, একবার কোল্ড ড্রিঙ্ক, তারপর ব্যাগ খালি, হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরা?'

'চুপ করো।'

'এই—চলো না—'

'কী?'

'আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে—'

'এই না। বেয়ারগুলো আমাদের চিনে ফেলবে।'

সুধন্য বকুলকে একরকম জোর করে কেবিনে এনে বসাল।

বেয়ারা পরদা টেনে দিয়ে গেল।

বকুল ফিসফিস করে বললে, 'আবার পরদা টানছে কেন?'

'কী করে বুঝবে আমরা স্বামী-স্ত্রী? তোমাকে পরস্ত্রীও ভাবতে পারে।'

বকুল বললে, 'থাক। বীরত্ব জানা আছে।'

বেয়ারা অর্ডার নিতে এল।

সুধন্য বললে, 'কী, মাটন স্যাণ্ডউইচ খাবে?'

বকুল বললে, 'শুধু চা হলেই তো হয়।'

'না।'

বেয়ারা স্যাণ্ডউইচ আর চায়ের অর্ডার নিয়ে অন্তর্হিত হল।

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

'তারপর?'

'তারপর আবার কী?'

'আচ্ছা: তখন এত রেস্তোরার খরচ জুটত কী করে বলতো?'

'আহা, খেতাম তো চা।'

'তাই বুঝি।' সুধন্য হাসল।

'ছাখো অন্যমনস্কের মতন কথা বোলো না।'

সুধন্য হাসল।

'মনে আছে কতদিন বকুনি খেয়েছ এর জন্যে? আমি পাগলের মতন কথা বলে যাচ্ছি আর তুমি অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছ।'

সুধন্য নিঃশব্দে হাসল।

'তোমার স্বভাব একটুও বদলায়নি। এই সরে বোসো, বেয়ারা আসবে। তোমার চালাকি সব জানি।'

'না, ব্যাপারটা কী জানো—বেয়ারা এলে তুমি যখন অনর্গল বকে যেতে তখন তোমাকে একটা আশ্চর্য পাখির মতন লাগত...'

'পাখি!'

'আর তখন কেবল মাথার মধ্যে একটা মতলবই ঘুরপাক খেত।'

'তাই বুঝি মাঝপথে আমার কথাগুলো ভেঙেচুরে দিয়ে, আমাকে আলুথালু করে—'

সুধন্য হাসল। 'ঠিক মনে আছে তো তোমার।'

'আবার অসভ্য—'

'এই, না, কী ছেলেমানুষি হচ্ছে।'

বেয়ারা পরদা সরিয়ে চা দিয়ে গেল।

সুধন্য চায়ে চুমুক দিল।

'মনে আছে, একদিন সকালে দুজনে চান করে বেরিয়ে টো-টো করে ঘুরলাম ময়দানে, তারপর তোমার স্যাণ্ডেল ছিঁড়লে, কী রাগ আমার ওপর, যেন আমিই ছিঁড়ে দিয়েছি তোমার চটিটা।'

'কী রকম হাঁটিয়েছিলে মনে আছে?'

'কিন্তু মুচি অবশেষে আমিই আবিষ্কার করি।'

'তা করেছ।'

'এবং এই রেস্তোঁরাতে বসেই আমরা দুপুরের খাবার খাই।'

'হ্যাঁ। আর আমার মার কাছে মিথ্যে বলতে-বলতে প্রাণান্ত।'

সুধন্য হাসল।

বকুল বললে, 'খবরদার। ছোটলোকের মতন হাসবে না।'

সুধন্য তবু হাসল।

'আমার মতন নিরীহ মেয়ে পেয়ে খুব অত্যাচার চালিয়েছ। আবার বাবুর কী রাগ। পান থেকে চুন খসলেই· '

সুধন্য গম্ভীর গলায় বললে, 'যে রাগ করে না সে ভালোবাসে না।'

'আহা, কী—ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। চলো, এবার উঠবে তো?'

'দাঁড়াও। বিল নিয়ে আসুক।' সুধন্য হাসল: 'তখন খুব রাগাতে পারতাম তাই না?'

বকুল ভ্যাঙচালো: 'আহা, জানেন না যেন। পশুর মতন তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছিলে মনে আছে?'

সুধন্য বললে, 'ইশ। তাইতো মনে পড়ছে ব্যাপারটা। আচ্ছা, ঠিক কী হয়েছিল?'

'কী আবার? তোমার কাছে পৌঁছতে দেরি করেছিলাম। আমার বন্ধু শীলা, অনেকদিন পর দেখা, আটকে দিয়েছিল, তারপর যখন কিছুতেই ছাড়ল না, ওকে নিয়েই তোমার কাছে এসেছিলাম। এই অপরাধ!'

'হ্যাঁ। এবার মনে পড়েছে।' সুধন্য হাসল: 'কিন্তু কেন অমন রেগে উঠেছিলাম বলতো?'

'কেন আবার? রাগলে আমাকে বেশি শাস্তি দেয়া যায়।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ। তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছিল। আমাকে নির্জনে পাওয়া যাচ্ছিল না…'

'সবই যখন জানো তখন আমার রাগের কারণ তৈরি করেছিলে কেন ?'

'আমি বুঝি শীলাকে ডেকে এনেছিলাম ?'

'না, তা নয়। কিন্তু জানো তো সময়গুলো আমাদের কী কষ্ট করে উপার্জন করতে হত।'

'তা শীলা বুঝবে, না কেউ বুঝবে। শুধু শুধু ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি-করা, আর ওদের মনে কষ্ট দেয়া।'

ওরা বেরিয়ে এল রেস্তোঁরা থেকে।

বকুল তাড়া দিল : 'যথেষ্ট দেরি করে দিলে। মা কী ভাববে।'

সুধন্য বললে, 'কেনাকাটা করবে না ?'

'আজ থাক। ভয়ানক দেরি হয়ে গেছে।'

'এসো। একটা রিকশা করি।'

'এবার সত্যিই আমি রাগ করব। কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার।'

বকুলের পিছনে বাসে উঠে পড়ল সুধন্য।

মা বললেন, 'তোদের দুজনেরি এত দেরি দেখে চিন্তা হচ্ছিল…'

বকুল বললে, 'হ্যাঁ একটু আটকে পড়েছিলাম। খোকা কাঁদছিল নাকি ?'

মা হাসলেন। 'না। কাঁদেনি।'

'সকালে সর্দি-সর্দি দেখে গিয়েছিলম, জ্বরটর হয়নি তো, মা ?'

'না। এখন ভালোই আছে। কচি ছেলেদের সর্দিকাশি তো হবেই। বড়দেরই হচ্ছে। কেমন পচা গরম পড়েছে। বোস, তোদের জন্যে চা করি।'

বকুল বললে, 'না না, এখন চা খাব না। সারাদিনে এতবার চা খেয়েছি।'

মা রাত হবার আগেই চলে গেলেন।

সুধন্য বাচ্চার কাছে বসে ছিল। তারপর হঠাৎ ভয় পেয়ে সে ডাকল : 'ভাখো বাচ্চা কেমন করছে।'

বকুল বাথরুম থেকে হেঁটে এল। 'কী হয়েছে ?'

'এই ভাখো কেমন হেঁচকি তুলছে।'

বকুল হাসল। 'ও কিছু নয়। বাচ্চাদের অমন হয়।'

'হয় বুঝি ?' সুধন্য আশ্বস্ত হল।

'ওর একটা ওজন নিতে পারলে ভালো হত।'

'ওজন কী হবে ?'

'ঠিকমতো বাড়ছে কিনা দেখতে হবে না ?'

'এ পাড়ায় তো ওজন নেই মনে হচ্ছে।'

'ডাক্তারখানায় আছে। কাল তাড়াতাড়ি ফিরলে নিয়ে যাব।' বকুল রান্না করতে বেরিয়ে গেল।

সুধন্য বাচ্চার পাশে শুয়ে পড়ল।

'এই শুনছ ?' সুধন্য আবার ডাকল।

'আমি আসতে পারছিনে। কী বলছ বলো ?' বকুল বাইরে থেকে সাড়া দিল।

'বাচ্চার সামনের দিকে চুল হচ্ছে না কেন বলো তো ?'

'বোধহয় টাক পড়বে।'

'যা। বাচ্চাদের টাক হয় নাকি ? নাপিত ডেকে ওর মাথা মুড়িয়ে দেবো ?'

'একে তো নারকেল-মাথা। যা দেখাবে।'

'দেখেছ ওর হাতে-পায়ে কী নখ হয়েছে ?'

'কাল কেটে দেবো।'

সুধন্য আর দরকারি কথা খুঁজে না পেয়ে হাঁপিয়ে উঠল।

তারপর আরও রাত হল।

রাতের বাকি কাজ সেরে বকুল ফিরল।

'ঘুমিয়ে পড়েছ ?'

সুধন্য উত্তর করল না।

বকুল ঘরের দরজা বন্ধ করল। এই সময়টুকু তার প্রসাধনের জন্য। বাচ্চা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বকুল দিনান্তে শুকনো কেশরাশি নিয়ে ব্যস্ত হল। চিরুনি দিয়ে চুলের জট ছাড়াল। তারপর বিনুনি কেটে আলগা একটা খোঁপা বানিয়ে নিল। মুখটা খসখসে লাগছে। আঙুলে ক্রিম নিয়ে ঘষল। তারপর অনেক-ক্ষণ জানলার নীচে দাঁড়িয়ে রইল। একটা উদ্গত হাই-কে হাতের পাতা দিয়ে আটকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় এগিয়ে এল বকুল।

'এই, ঘুমিয়েছ নাকি?' আবার হাই তুলল বকুল।

পাশেশোয়া মানুষটা হঠাৎ ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরল, আর বকুল আজ এই রাত্রে ওকে আর ফিরিয়ে দিল না।

৬

সিগারেট ফুরিয়ে যাবার কারণেই বোধকরি এই রাত্রে একবার বাইরে যাবার তাড়া বোধ করল সুধন্য। রাত দশটাও হবে না, অথচ ক্লান্ত হয়ে বাচ্চার পাশে অনেকক্ষণ বকুল ঘুমে কাদার মতন গলে পড়েছে।

সুধন্যর ঘুম আসেনি। আর, ওদের ঘুমের চিত্রটা দেখে তার কেমন বিরক্তি লাগল। এবং এই বিরক্তি কাটাবার জন্যেই ভেতর থেকে ধূমপানের ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। অথচ প্যাকেটে একটি সিগারেটও অবশিষ্ট নেই। এমন ভুল তার হয় না।

এখন বকুলকে জাগিয়ে যে বাইরে যাবে তার উপায় নেই।

অগত্যা দরজায় তালা দিয়ে সুধন্য রাস্তায় নেমে পড়ল।

মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনে তখুনি সে ফিরতে পারত। কিন্তু বাইরের এই রাত্রি ওই সুপ্ত গৃহকোণ থেকে অধিক আকর্ষণীয় বোধ হল।

সুধন্য সিগারেট ধরিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল।

এবং এখন এই মুহূর্তে হঠাৎ তার সমূহ পারিপার্শ্বিকতাকেই অসহায় অসাড় লাগল। যেন স্বাধীনতার ইচ্ছেটাও নিহত হয়েছে। বস্তুত কতকগুলি অভ্যাসেরা সমষ্টি তার জীবনবোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নিজেকে মনে হল অভ্যাসের রুটিনে-বাঁধা একটা নির্ভুল ছক। সে চোখ বুজে এই ছকে নিত্য দাগ বুলোচ্ছে। সকালে উঠে চা খাওয়া বাজার-করা থেকে সন্ধ্যেয় আপিস থেকে বাড়ি-ফেরা এবং যা যা দৃশ্যগুলি পর পর দেখে যেতে হবে সব মুখস্ত। এই বাড়ি ঘর, বকুল এবং শিশু—কাউকেও আর সজ্ঞানে উপলব্ধি করতে হয় না, তারা তার অস্তিত্বে শূন্য হয়ে গেছে।

অথচ, এই স্বাভাবিক, এই হয়ে থাকে। এর নাম সংসার। এইভাবে মানুষ বাঁচে। দৈনন্দিন জীবনধারণের মতনই প্রাচীন এবং স্বাভাবিক।

তবে মাঝে মাঝে কেন এই ক্লান্তি। একঘেয়েমির জন্যেই কী। সুধন্য কী বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা করে। বৈচিত্র্য! সুধন্য ভাবে। আমি কী অসুখী,

নিজেকে প্রশ্ন করে। না। আমি কী সুখী? আগের প্রশ্নের মতন জোর কোনো উত্তর পায় না। তারপর সুখের একটি সংজ্ঞা গড়বার চেষ্টা করে। বকুল সুখী, কারণ, বকুলকে সে আকাঙ্ক্ষা করেছে। শিশু সুখ, কারণ বকুল সুধন্যার ভালোবাসাকেই রক্তে গ্রহণ করেছে। তাহলে সুধন্য তুমি কেন সুখী নও! আমি সুখী, আমি সুখী····· সুধন্য মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করে। কিন্তু তবুও সে কোনো জোর পায় না। বোধহয় সুধন্য ভাবে : সুখ একটা ক্রিয়া, নিজস্ব একটা উদ্যম। তবে কী সুধন্য সে উদ্যম পায় না!

আর রোজ সকালে উঠে কী আপিস থেকে ফেরার সময় আশা করে, নতুন কিছু একটা হোক। যা রোজ ঘটে না।

কিন্তু নতুন কিছুই হয় না। এমনকি ফেরার পথে গোপন অনেক বাসনা চেষ্টার অভাবেই ফুরিয়ে যায়। সুধন্য বেশ বুঝেছে আজ আর নতুন কিছু ঘটাবার সাধ্য তার আর নেই। এবং একেক সময় হঠাৎ নতুন যা ঘটেছে সেখানে তার সক্রিয় ভূমিকা নেই, যেন অন্যের কৃপা করে দেয়া কিছু নতুনত্ব। ফলত, সারাদিনে বয়ে আনা ইচ্ছেগুলো যখন মুমূর্ষু হঠাৎ অন্যের করুণায় সেগুলো দপ করে জ্বলে উঠছে। কিন্তু এই দুর্লভ ঘটনাগুলি কদাচিৎ ঘটে।

উভয়ের মাঝখানে এই তৃতীয় অস্তিত্বটি না এলে পরস্পরের ইচ্ছের কাছে তারা সহজেই ধরা পড়ত। কিন্তু, আজ এই খর্ব অস্তিত্বটুকু পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে। এবং বকুলকে পেতে হলে এই অস্তিত্বকে স্বীকার করেই পেতে হবে।

আশ্চর্য, বকুলের কাছে এই নতুন অস্তিত্ববোধের আলাদা কোনো পীড়ন নেই। সে যেন এই হতে জন্মেছে। যেন এরি জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। অথচ, প্রথমে এই দুর্ঘটনায় সে-ই আপত্তি জানিয়েছিল, সুধন্যার মনে পড়ে। নাকি, এই আপত্তিটুকু তার ছলনা।

সুধন্যার মনের বাসনাগুলো জমে জমে পাথর হয়ে যাচ্ছে। এবং বকুল তার খবর রাখে না, কোনো দায়ও বহন করে না।

তাহলে কী আমি পরিপূর্ণ পিতা হতে পারিনি, সুধন্য নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে : বকুল নারীত্ব খসিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মা হয়ে গেছে। ওর এই মাতৃত্ব-বোধ সুধন্যার চৈতন্যে এক বাধা। আর বকুলকে মাতৃত্বের বাইরে টেনে এনে গ্রহণ করা যাবে না।

একেক সময় মনে হয় বকুল শীতল প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু এ ধারণাও পাকা হয় না। কারণ বকুলের কল্যাণে উপার্জনকরা মুহূর্তগুলি তেমন প্রমাণ দেয় না।।

এর অর্থ কী সুধন্যর স্বভাবেই একধরনের যৌন-বিহ্বলতা আছে। যৌন-বিহ্বলতা--শব্দটা অত্যন্ত গম্ভীর এবং অশ্লীল ঠেকল ওর কানে। এও কী এক জাতীয় অভ্যাসের দাসত্ব। নিজেকেই কেমন বোকা বোকা লাগল। কিন্তু নিজের সম্পর্কে এই অভিযোগ স্বীকার করে না সুধন্য। দিনের সব সময়টা তো এই যৌনতা তাকে আবিল করে রাখে না। আপিসে হাজারো কাজ, সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পে, কখনোই তো সে এই চেতনাকে বহন করে না। আরও দশজনের মতনই সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

অবশ্য অন্য লোকের দাম্পত্য-সম্পর্কের খবর সে রাখে না। তারা কী ভাবে জীবনের সবদিক রক্ষা করে চলে জানা নেই।

সুধন্য দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল।

ঘরে পা দিয়ে ভেতরের দৃশ্যে তার চিন্তাগুলো আবার জড়সড় হয়ে গেল। বকুল আলুথালু অসাবধানে একইভাবে ঘুমে গলে রয়েছে। কী-বিশ্রী দেখাচ্ছে ওকে। নোংরা অপরিচ্ছন্ন। আর ঘরময় একটা তেভাপো গন্ধ ভারি হয়ে আটকে রয়েছে। বোধহয় ভিজে ওঠা কাঁথার দুর্গন্ধ। ভিজে কাঁথাগুলো বিছানার পায়ের দিকে জড়ো করা।

সুধন্য কী জুঁইফুলের গন্ধ আকাঙ্ক্ষা করছিল। যে গন্ধগুলো অনেক দিন মরে গেছে। বোধহয় আর কোনোদিন সে-গন্ধ ফিরে পাবে না সুধন্য।

সুধন্য এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল।

আলোটা কী এবার নিবিয়ে দেবে। ঘুম আসছে না। অথচ আলো জ্বালিয়ে রাখবারও সাহস পাচ্ছে না। যদি কখনও বকুল জেগে ওঠে। তাহলে সুধন্যর মার-খাওয়া মুখ দেখে প্রশ্ন করবে। সুধন্যর সে-লজ্জা সহ্য হবে না।

সুধন্য আলো নিবিয়ে দিল।

অন্ধকারটা একটা ভারি মলিন কম্বলের মতন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। সুধন্য কাপুরুষের মতন সতর্কে শয্যার দিকে গুঁড়ি মেরে এল।

৭

রাত করে সুধন্যকে ফিরতে দেখে বকুল জিজ্ঞেস করল: 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

সুধন্য জামা খুলতে খুলতে বললে, 'সিনেমায় গিয়েছিলাম।'

'সিনেমা!' বকুল অবাক হল: 'আপিস থেকে সোজা সিনেমা।'

'কেন? অন্যায় কিছু করেছি? জবাবদিহি করতে হবে?'

বকুল চুপ করে গেল।

আর সুধন্য পুনর্বার নিবন্ত বারুদের মতন দমে গেল। যেন তার এই প্রচণ্ড বিদ্রোহের ভূমিকাটা মাঠে মারা গেল। বোবার শত্রু নেই। এর চেয়ে যদি বকুল কিছু কথা কাটাকাটি করত, ঝগড়া করত, তাহলে মেজাজটা খুলত।

কিন্তু বকুল কোনো দিকে মনোযোগ না দিয়ে বাচ্চার ভিজে ইজেরটা ছাড়াল, তারপর কাঁথা পালটে ওকে শুইয়ে দিল।

সুধন্য সিগারেট ধরাল। পুনরায় মুখ গোঁজ করে বললে, 'এবার থেকে এরকমই হবে।'

বকুল জানতে চাইল: 'কী রকম?'

'ফিরতে দেরি হবে।'

'আচ্ছা।' বকুল উঠে বারান্দায় চলে গেল।

'শোনো—চা খাব না।'

বকুল উত্তর করল না।

সুধন্য নিস্পৃহ দার্শনিকের মতন বসে রইল।

বকুল ঘরে ঢুকে বললে, 'বাড়িঅলা এসেছিলেন।'

সুধন্য বললে, 'তার আমি কী করব। বলবে দেরি হবে।'

'ওর বাড়িতে নাতির অন্নপ্রাশন, তাই··'

'নিমন্ত্রণ করে গেছেন?'

'বোধহয় পরে করবেন।'

'তার মানে ভাড়ার সঙ্গে মাশুল দিতে হবে।'

বকুল বললে, 'বাচ্চার ফুড ফুরিয়েছে, কালই আনতে হবে।'

সুধন্য কঠিন গলায় জবাব দিল: 'তার জন্যে দিন পনেরো আগে নোটিশ

দেয়ার দরকার। তোমাকে কতবার বলেছি চাইলেই ফুড পাওয়া যায় না।'

বকুল বললে, 'তোমাকে সেদিন বলেছিলাম—'

'তা কী করব। আমি তো শ্রুতিধর নই। আজ বোরোবার সময় বলোনি কেন ?'

'মনে ছিল না।'

'এখন মনে পড়ে কী লাভ হল।' সুধন্য আবার উঠে জামা গায়ে দিল।

'আবার কোথায় বোরোচ্ছ ?'

'আমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে।' হঠাৎ সাহস করে বকুলের ওপর চোখ রাখতে ভীষণভাবে বেইজ্জত হয়ে পড়ল সুধন্য। 'আরে, এ কী হল।'

বকুল মুখ ফেরাল না। শক্ত করে জানলার গরাদ ধরে রইল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরে পড়ছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রয়েছে। থিরথির করে কাঁপছে ওর শরীর।

'এই কী হচ্ছে। কে এসে পড়বে।' সুধন্য অপ্রস্তুত অবস্থায় কী করবে বুঝতে পারে না। 'শুনছ, কান্না থামাও। শোনো আর কখনো তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করব না। প্লিজ বকুল।'

বকুল অশ্রুবিকৃত স্বরে বললে, 'আমাকে শাস্তি দাও, আঘাত করো, আমি কিছু বলব না। কিন্তু একফোঁটা শিশুকে খোঁটা দেবে সে আমার সহ্য হবে না—'

সুধন্য বিপন্ন গলায় বললে, 'আহা, ওকে খোঁটা দিলাম কখন। এই কান্না থামাও, মা যদি এসে পড়েন।'

বকুল বললে, 'আসুন। দেখবেন।'

'মা। কী ভাববেন।'

'তুমি ব্যস্ত হয়ো না। কান্নার দাগ আপনিতেই মুছে যাবে। কান্নারও তো শেষ আছে। চলো রাত হয়েছে। তোমার খিদেও পেয়েছে। সারাদিন কিছুই খাও নি।'

ওরা খেতে বসল।

বকুল বললে, 'যাই করো। শরীর খারাপ কোরো না।'

সুধন্য নীরবে খেতে লাগল।

'তুমি আজকাল এমন রাগ করছ, আমার ভয় করে। রাগ করে বাইরে ঘুরলে তো আমি নাগাল পাব না। রাগ করেছ সেটা আমি বুঝতে না পারলে রাগের মানে কী। আগে তুমি এমন করতে না।' বকুলকে অনেক শান্ত, নিরীহ দেখাচ্ছে: 'এই যে রাগ করে সারাদিন খেলে না তাতে আমার কী উপকার হল।'

সুধন্য কোনো উত্তর করল না।

বকুল আবার বললে, 'না, তুমি রাগ করেছ বলে যে তোমাকে আমি ভুল বুঝছি তা নয়। জানি: এই রাগগুলোই তোমার ভালোবাসা। আমি বুঝতে পারি তোমাকে যতটুকু সারভিস দেবার দরকার আমি তা পারিনে। তার অর্থ এই নয় যে আমি দিতে চাইনে, আমার শক্তি-সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না।'

সুধন্য এবারও চুপ।

'তোমাকে একটা রুটি দিই।' বকুল একটু থেমে বললে, 'আমাকে এত বুঝেও তুমি যদি এমন করো আমার খুব খারাপ লাগে। কেন বোঝ না তোমাকে অবহেলা করে আমার কী লাভ।'

সুধন্য খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল।

ঘরে ফিরে এসে তার অপরিসীম ক্লান্তি বোধ হতে লাগল। মনে হল সে যেন দেহে-মনে ফতুর হয়ে যাচ্ছে। একটা গুরুতর মনঃপীড়া তাকে আতুর করে রাখল। নিজেকে কলংকিত, বিধ্বস্ত বোধ হতে লাগল। আমি ছোট হয়ে গেছি, সুধন্য গভীর নিশ্বাস ফেলে ভাবল। বকুল তার কল্পিত রাগের কারণগুলি বুঝতে পেরেছে। সে কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে বসলে সুধন্য হতাশা বোধ করে। এবং সমস্ত অভিযোগ সুধন্যর দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করা। অথচ সে কোনোদিন বকুলের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলি যাচাই করেনি। বকুলেরও কিছু বলবার থাকতে পারে, সেও তেমনি প্রচুর অভিযোগ হানতে পারে। বস্তুত সুধন্য বকুলের দেহ-মনের কথা তেমন করে ভাবেনি। মা হওয়ায় পর বকুলের একটা টনিক খাওয়ার কথা ছিল, দু-এক বোতলের পর সে টনিক আর কেনা হয়নি। অর্থাভাবের কারণটা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু কোনোদিন ওর শরীরের খবরে তার মাথাব্যথা হয়নি। এই নয় যে বকুল অভিযোগ করেছে। কিন্তু স্বামী হিসেবে তার একটা দায়িত্ব আছে। সুধন্য কী সে দায়িত্ব পালন করেছে? করেনি।

সুধন্য দ্বিধান্বিত হল। তাহ'লে কী সত্যিই বকুলকে সে ভালোবাসে না। সুধন্যর সংশয় জাগে। ভালোবাসা কী! সুধন্য তাহলে কী ভালোবাসে? ভালোবাসার মতন কী বস্তুগুলি পরস্পরকে কাছে টেনে রেখেছে। বকুলের চোখ-মুখ, সর্বশরীর তার সামনে দুলে ওঠে। এবং আশ্চর্য, আলাপের প্রথম দিন থেকে বকুলের পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্ট মেয়েলি শরীরটাই তার চেতনায় গেঁথে গিয়েছিল। এই নয় যে বকুল সুন্দরী। কিন্তু ওর চোখের ঘন পল্লব, লম্বা গ্রীবা, ঠোঁটের ধনুক, এবং ভারি স্তন, তার কাছে আনন্দ ও উত্তেজনার প্রেরণা জাগিয়েছিল। সুধন্য এগুলি স্বীকার করতে লজ্জা করে না। কারণ এগুলির সমাবেশই বকুলের মনে আলো-উত্তাপ-স্পন্দন সুরভি ছড়াত। বকুলের শরীর এখনো তেমন আছে। কিন্তু সে-শরীর পরিণত হয়ে ফুল থেকে ফল হয়ে আরো প্রগাঢ় হয়েছে। বকুল আরো সুন্দর হয়েছে, আরো পরিচ্ছন্ন। এবং কেন জানি ওর আকর্ষণ আরো তীব্র হয়ে উঠেছে সুধন্যর কাছে।

বকুল কী জানে না সুধন্যর অস্তিত্বের কাছে সে এখন কত অপরিহার্য। এই তীব্রতা বকুলই বাড়িয়েছে। ওর কল্যাণে পাওয়া সেই সকল সান্নিধ্যের মুহূর্তগুলিতে সে কী সুধন্যর প্রজ্বলন্ত বাসনাগুলিকে ধরতে পারে না!

এর নাম কী লোভ, প্রবৃত্তিবিশেষের দাসত্ব, সুধন্য আবার প্রকাণ্ড ধাঁধার ভেতরে আটকে পড়ে। কিন্তু একে বাদ দিয়ে জীবনের আর কী আছে। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আনন্দে অবগাহন। জীবনধারণ ক্রমশ একটা বোঝার মতন জীবনকে নীরস এবং ম্যাড় করে তুলেছে। এর থেকে মুক্তি চাই, এই দেহ মনের সীমা ভেঙে অসীম আনন্দকে নিকিয়ে নিতে চাই : সুধন্য ভাবে : বাইরের এই রুক্ষ পৃথিবীটা ধীরে ধীরে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, আর ক্রমশ নিষ্পিষ্ট, কোণঠাসা হয়ে পড়ছি। এমন একটা জায়গা দরকার যেখানে সে পরিপূর্ণ জীবন্ত মানুষ হতে পারবে, যেখানে তার সর্বরকমের মুক্তি। বকুল সেই আশ্রয়, সেই বিশ্বাস, যে যুগ্মসত্তা, বাইরের পাঁচিলগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে। এমনভাবে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আত্মপ্রকাশ আর কখনো ঘটে না।

বকুলের আহ্বানে সুধন্যর চিন্তাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে গেল।

'জল না খেয়ে উঠে পড়েছ। জল নাও।'

সুধন্য ঢকঢক করে জল খেল।

বকুল জিজ্ঞেস করল, 'কাল তোমাদের ছুটি ?'

'কেন ?'

'জগদ্ধাত্রী পুজো।'

'না। আমাদের ছুটি নেই।'

বকুল ঝিনুক-বাটি নিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে বসল।

'আজ তোমার জন্যে ওর খেতে দেরি হয়ে গেল।'

সুধন্য বললে, 'কেন ?'

'তুমি ফিরছ না। বুঝতে পারিনি কত রাত্তির হয়েছে।'

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

বকুল বললে, 'কী সিনেমা দেখলে ?'

'মেট্রোতে। হিচককের বই।'

'বাচ্চার একটা দাঁত উঠেছে, দেখেছ ?'

সুধন্য ওর পাকা গিন্নির মতন দুধ খাওয়ানো দেখছিল।

'মা বলছিলেন, 'এখনো ওর একটা নামকরণ হল না।'

সুধন্য এবার আস্তে হাসল। 'নামের এখন দরকার কী। ইস্কুলে ভরতি করার সময় দরকার হবে।'

'তোমার মতন কুঁড়ে দুটো দেখিনি। একটা ভালো নামও ভেবে উঠতে পারলে না।'

'একদিন তো দুজনে ভাবতে বসেছিলাম। আমি যা বলি কোনোটাই তোমার পছন্দ নয়।'

'ছাই। পছন্দ হবে কেন ? কষ্ট করেছি আমি, তোমার কী, একটা যাতা নাম দিয়েই খালাশ। দেখ তো, অনিমাদি ছেলের কী সুন্দর নাম রেখেছে।'

'তাহলে অনিমাদিকেই বলো—'

'মা অবশ্য ওকে শানু বলে ডাকেন।'

'শানু। মানে কী হল ?'

'মানে আবার কী। শুনতে মিষ্টি হলেই হল।'

'দেখো আবার পিঁপড়ে না ধরে যা মিষ্টি...'

বকুল বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

তারপর উঠে এল জানলার ধারে। তার নিত্যকার কেশপরিচর্যা।

সুধন্য বিছানায় আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে শুল।

বকুল বললে, 'মনে হচ্ছে ঘুমের আয়োজন করছ।'

সুধন্য বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল আপিস আছে।'

'বা-বা।' বকুল ভ্রূ নাচালো। 'আবার হিংসে আছে। যেন আমরা তোমাদের ছুটি কেটে নিয়েছি।' বকুল বিছানার দিকে এগোল। 'এই সত্যি তোমার ঘুম পেয়েছে? এই—'

'বিরক্ত কোরো না। ঘুমোতে দাও।'

'আমার একটুও ঘুম পায়নি।'

'দয়া করে আলোটা নিবিয়ে দাও। আমার চোখে লাগছে।'

'ন্ না। অন্ধকারে আমি ভূতের মতন বসে থাকতে পারব না।'

বাইরে রাত্রির রাস্তা দিয়ে ফেরিঅলা হেঁকে গেল: 'বেলফুল…'

'এই, বেলফুল কিনে দেবে?' বকুল ওর গলা জড়িয়ে চটুল ভঙ্গিতে বললে।

'ইয়ারকি হচ্ছে? সরে শোও।'

'ও ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি আমার পতি পরম গুরু।'

'সরে শোও। আর আলোটা নিবিয়ে দাও।'

বকুল ওর বুকে মুখ ঘষতে লাগল। তারপর ধমক দিয়ে বললে, 'একটু পাউডার মেখে শুতে পারো না? কী বিশ্রী ঘামের গন্ধ।'

সুধন্য বললে, 'ভীষণ জ্বালাতন করছ। ফল ভালো হবে না।'

'কী, মারবে? ও আমার অভ্যেস আছে।'

'আচ্ছা, কী চাও তুমি? কেন এমন করছ?'

'চাই তোমাকে। আমার এই যৌবন ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতার পায়ে নিবেদন করতে চাই।'

'ঘুষ দিতে চাও?'

'হ্যাঁ। প্রভু। আমার কী ঐশ্বর্য আছে। গ্রহণ করে দাসীকে কৃতার্থ করুন।'

বাচ্চাটা ট্যাঁ করে উঠল।

বকুল হেসে উঠল। 'দেখলে তো শুভ কাজে কত ব্যাঘাত।'

বকুল বাচ্চাকে বুকে টেনে নিল। ক্ষুধে রাক্ষস সর্বগ্রাসী হাঁ দিয়ে যাকে আত্মসাৎ করল।

সুধন্য উঠে বাইরে গেল। ফিরে এসে দেখলে বকুল বাচ্চাকে আবার শুইয়ে দিয়েছে। সুধন্য ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিল।

৮

মাসের শেষ দিনগুলিতে অন্ধকার নিরেট হয়ে আসে। সারা মাস অঙ্ক করে-করে শেষের দিকে শূন্য হিসেব করতে হয়। আর সর্বগ্রাসী দাঁত-বার-করা অভাবের সামনে যেন অক্ষম হয়ে যায় সুধন্য। দিনের পর দিন বাজারে আগুন লেগে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস খাক হয়ে যায়। সুধন্য কয়েক বছর এমন বাজার দেখেনি। তাদের মতন ছাপোষা লোক কী করে সংসার চালায়। তারা কী দড়ির খেলা জানে।

রোজগার বাড়াতে হবে। রজতের কাছে কয়েকবার যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। পারেনি। কেমন যেন ওর সঙ্গে মেলে না। মনে হয় ও ওর সমস্যাগুলো বুঝতে পারে না, পারলেও পাশ কাটিয়ে যাবার কৌশল জানে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে সুধন্য এই বীভৎস বাজারের অবস্থাতেও কোনো জিনিস পড়ে থাকে না। যত দাম হাঁকুক, জিনিস সব বিক্রি হয়ে যায়। তাহলে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ কোথায়।

আমি কী বড়লোক হতে চাই, সুধন্য নিজেকে প্রশ্ন করল: না, তা নয়। তাহলে প্রথম থেকেই তাকে বড় চিন্তা করতে হত। বোধহয় প্রত্যেক মানুষের হাতে নিজস্ব একটি দর্পণ থাকে, সেই দর্পণেই তার জীবন আকৃতি ধরা পড়ে। সুধন্যর দর্পণটি ছোটো। বড়লোক হওয়ার চাইতে সে একটি সুন্দর সুখের ছবি দেখছিল। সে সুখের জন্যে আর অন্যদিকে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি।

বকুল সেই সুখের প্রতিকৃতি। এবং সে যখন এই বকুল নামক সুখের পিছনে জীবন ব্যয় করেছে সেই সময় রজত আর পূর্ণেন্দু ক্লাইভ স্ট্রীট আর ডালহৌসির পুকুরে পরম ধৈর্যে ছিপ নিয়ে বসেছে।

আশ্চর্য, এই দারিদ্র্যের বোধ বকুলকে পীড়ন করে না। হয় সে একে

মেনে নিয়েছে অথবা প্রতিবাদের আগ্রহই নষ্ট হয়ে গেছে। বকুলের সঙ্গে এ নিয়ে অনেকবার তর্ক হয়েছে। ও হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বলে: 'আমাদের তো তবু কিছু আছে, অনেকের তাও নেই।' এ-যুক্তি ব্যর্থ মানুষের, সুধন্যর ভালো লাগেনি। বস্তুত বিয়ের পর বকুলের জন্যে এক জোড়া শাড়িও সে কিনে দিতে পারেনি। ইচ্ছেগুলো বহুবার হৃদয়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বকুল অবশ্য উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে: 'থাক। তোমাকে আর স্বামীগিরি ফলাতে হবে না। তুমি নিজে কোনোদিন শাড়ি-কাপড় কেনাকেটা করেছ? মশায়, আমি তো আর নগ্ন হয়ে বেরোচ্ছি না।' সুধন্য মন খারাপ করেছে, আর ওই মন-খারাপ করাটাকেই সে তার পৌরুষের সান্ত্বনা হিসেবে মনে করেছে। বকুল কিছু চায় না এইটেই যেন তার আশ্বস্ত হবার কারণ। কিন্তু খুব খারাপ লাগে যখন বকুল কারুর বিয়েটিয়েতে আটপৌরে শাড়ি পরে বেরোয়। মধ্যবিত্ত মেয়েদের ঘরেও অন্তত একখানা মুর্শিদাবাদী সিল্ক থাকে। বকুলের নেই। এমন কি বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের দিনেও সে একখানা কোরা তাঁতের শাড়ি পরে গিয়েছিল। বকুল কতবার তাকে বুঝিয়েছে: 'অভাব আছে সেটা তো অস্বীকার করা যাবে না। দিনের পর দিন আরো হয়তো খারাপ অবস্থায় পড়তে হবে। কিন্তু এসব কথা ভেবে আমাদের যেটুকু সুখ-শান্তি আছে তাকে নষ্ট করে কী লাভ।' সুধন্য মুখ গোঁজ করে বলে: 'অভাবের চেতনাটুকু হারিয়ে গেলে তাকে দূর করবার চেষ্টাও নষ্ট হবে।' বকুল বলে: 'চিন্তা করে তুমি অভাব দূর করতে পারো? পারো না। তাহলে যেটুকু শান্তি আছে তাই আঁকড়ে ধরিনে কেন? আমার তুমি আছ, খোকন আছে, অনেকের যে তাও নেই।' বকুলের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। হয় সে ছেলেমানুষ নতুবা পাগল।

কিন্তু, সুধন্যর অক্ষম স্বামিত্ব ধিক্কৃত হয়। সুধন্য হীনমন্যতা বোধ করে। বকুল খুনসুটি করে, খেপায়। বলে: 'ওঁ আমার স্বামী রে! আমি তোমাকে কখনোই স্বামী ভাবিনে। তুমি আমার সুধন্য, আমার প্রেমিক, আমার সখা, আমার বন্ধু। ব্যাস, তাহলে তো আর তোমার কোনো দায় নেই?' তারপর ওকে আলুথালু করে দিয়ে শান্ত গলায় বলে: 'ত্যাখো মহারাজ, আজকাল আর মেয়েরা স্বামী চায় না, কারণ মা-ঠাকুমার কাল থেকে অনেক স্বামী তারা দেখেছে। সংসারটা যখন একার নয় তখন স্বামী নামক জীবটির ওপর কেন

বোঝা চাপিয়ে দেবো? স্বামীর হাতে তো আলাদীনের প্রদীপ নেই। কাজেই কপালগুণে যে পুরুষটিকে পেয়েছি তারি সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সংসারে খাটতে চাই। অবশ্য ভাগ্যে থাকলে হাজার টাকা রোজগারের স্বামী জুটতে পারত, কিন্তু কে বলতে পারে সেখানে হয়তো দাসী-বাঁদি হয়ে জীবন কাটাতে হত।'

সুধন্য বলে: 'আমরা না হয় বুঝতে পারলাম। কিন্তু খোকন, সে মেনে নেবে কেন?'

বকুল হেসে বলে: 'নেবে। না মানে চেষ্টা করুক। আমরা এর বেশি পারিনে বলে নিশ্চয়ই বাপ-মাকে দোষারোপ করবে না।

সুধন্য চুপ করে যায়। কিন্তু চোখের থেকে পুরু অন্ধকারটা দূর হয় না। আর গভীর ভাবে চিন্তা করতে করতে তার একসময় মনে হয়: এই মানুষের জীবন। দুঃখের কাঁথায় ফুল-তোলা। আশ্চর্য, এই দুঃখগুলি বিয়ের আগেও ছিল, কিন্তু তখন এগুলি এক জাতীয় রোমান্সের জন্ম দিত। কিন্তু এখন দুঃখগুলি বৃহৎ হয়েছে, বিশদ হয়েছে। এবং একা যা সহনীয় ছিল এখন সংসারের আবর্তে তা দুঃসহ লাগে। যেহেতু দাম্পত্য একটা দায়িত্ববোধ। এই দায়িত্ব পুরুষেরই।

বকুলকে একথা বললে সে নির্ঘাত উড়িয়ে দেবে। বলবে: 'আগুন যখন জ্বলে তখন পুরুষ-মেয়ে বলে কী কাউকে রেহাই দেয়।'

সুধন্য অগত্যা বকুলকে না জানিয়েই সন্ধ্যায় একটি টিউশানি জোগাড় করে নিল। সপ্তাহে তিন দিন। যা তিরিশ টাকা পাওয়া যায়, সংসারের অনেক স্বাচ্ছন্দ্য।

বকুল যেদিন জানতে পারল প্রচুর রাগ করল। কিন্তু সুধন্যর মনের কথা ভেবেই সে আর কিছু বললে না। অধিকন্তু খুশি হল বাজে চিন্তা করে মন খারাপ করবার অবকাশ সুধন্য কম পাবে।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা জীবন খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলে।

এবং নিশ্চয়ই এই জীবন সুন্দর নয়। একটা ঊর্ধ্বশ্বাস উত্তেজনার ঘোরে সুধন্য দৌড়ে চলে। দৌড়নোর একটা সুবিধে এই পিছনের ভয়গুলো জড় হয়ে গোল পাকাতে পারে না। সন্ধ্যে উৎরে অবশচেতনায় ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে সুধন্য। তারপর রাত্রে পাথরের মতন ঘুম।

আর, ওর এই ঘুমন্ত মুখের আকৃতি দেখে মায়া হয় বকুলের! যেন জননীর

মতন এই অবুঝ, একরোখা, জেদী সন্তানটিকে সর্বশরীর দিয়ে আগলে রাখবার ইচ্ছে হয়।

কিন্তু বেশিদিন এই স্নেহভাবটি বজায় থাকে না বকুলের।

সুধন্য সমস্ত জীবনধারণটাকে জীবনধারণের অন্ধকূপে আটকে রেখে কেবল আর্থিকতাকে একরোখা প্রশ্রয় দিতে লাগল। তার সমূহ চিন্তা বর্তুল টাকার আকার নিয়ে অন্য সম্পর্ককে ঢেকে ফেলেছে। আপিসে যাচ্ছে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে, তেলের শিশি নিয়ে। আর, রাস্তায় এখানে-সেখানে তেলের খবর, চিনির খবর পেলে, আপিস যাওয়া মাথায় থাক, লাইনে দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করছে। এবং বাড়িতে ফিরে যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতন তার সগৌরব ব্যাখ্যান। প্রথম-প্রথম ওর এই ওস্তাদিগুলি মন দিয়ে শুনেছে বকুল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে যখন এইগুলিই তার কাছে সানন্দ আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠল তখন আঘাত পেয়েছে বকুল। কারণ এই সমস্ত অভিযান স্থায়ী আন্তরিক বিশ্বাসের গলায় বলে ওঠে সুধন্য। যেন এইগুলিই তার কাছে সত্য এবং স্বাভাবিক।

বকুল কখনোই এ চায়নি। কারণ স্বভাবত ভীরু, দুর্বল, শান্তিপ্রিয় সুধন্যকে সহজ চেনাব্যক্তি মনে হয় না। কিন্তু ইদানিং তার এই ভীরুতা ঢাকবার জন্যে যে-উৎসাহে সে মেতে উঠেছে সেগুলোও একধরনের ভীরুতা বইকি। দেশে আরো দশটা অভাবী মানুষ আছে, তাদেরও সংসার করতে হয়। এই দশজন মানুষের ভাগ্য থেকে নিজেদের আলাদা করে দেখবার কোনো মানে নেই। সুধন্য কেন সে কথাটা বোঝে না। না-বুঝে সে যেন জীবনধারণের বিষয়টা নিয়ে কেমন জুয়োখেলায় মেতে উঠেছে। ভয় হয় এই নেশা তাকে অস্বাভাবিক খ্যাপাটে করে তুলবে।

বকুল অবশেষে গম্ভীর হয়ে গেল।

সুধন্য এই গাম্ভীর্যের কারণ অনুধাবন করে নিজের আনন্দে এক নাগাড়ে বকে চলল। এক শিশি তেল সংগ্রহ করতে কী ধরনের কসরত করতে হয়েছে, ঘটনাস্থলে মজাদার কী ঘটনা ঘটেছে, ইত্যাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে তার অনুমাত্র ক্লান্তি নেই।

বকুল মুখ বুজে চা নিয়ে আসে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুধন্য তখনো গোপন প্রেমালাপের ভঙ্গিতে বলে :

'জানো, কাল বেনেপুকুর বাজারে মুগের ডাল দেবে খবর পেয়েছি। খুব ভোরে আমি বেরিয়ে যাব।'

বকুল বলে : 'চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ। এই যে।' সুধন্য শব্দ করে চায়ে চুমুক দেয় : 'এই কলকাতা শহরে সব জিনিসই পাওয়া যায়। কেবল ঠিক-ঠিক খবর রাখা। আমাদের আপিসের বেয়ারা নিরাপদ, সেই চুপিচুপি খবরটা দিল আমাকে।'

বকুল রান্না করতে চলে গেল।

রাত্রের কাজ সেরে বকুল যখন বিছানায় উঠে এল, অবাক হল, সুধন্য আজ ঘুমোয়নি।

হঠাৎ পাশ ফিরে সুধন্য বকুলের সান্নিধ্যে ঘন হয়ে এল।

বকুল বললে, 'না।'

'কী হল ?' সুধন্যর কণ্ঠস্বর মোটা ফাঁসা শোনাল।

'ভাল্ লাগছে না।'

'ধ্যেৎ।'

বকুলের ভালো-না-লাগাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে সুধন্য পরিচিত অভ্যাসের সোপানগুলি অতিক্রম করে চলল।

বকুল দাঁতে-দাঁত এঁটে পড়ে আছে। তার চোখ ফেটে যেন জ্বালা করছে। এবং আকণ্ঠ ঘৃণার মতন একটা অনুভূতিতে সে কুঁকড়ে কাঠ হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে বাচ্চাকে স্তন দিতে দিতে বকুল অপমানিতা মানবীর মতন নিঃশব্দে কাঁদছিল।

৯

অনিমাদি সেদিন ছুটির পর ওকে একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করল : 'হ্যাঁরে, কী হয়েছে তোর ? কিছুদিন থেকে দেখছি কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিস।'

বকুল হাসল। 'যা। কী হবে আমার ? ভালোই তো আছি।'

'আমাকে রাগাসনে, বকুল। কী হয়েছে সত্যি করে বল ? যদি না বলিস আমি তোর বরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব।'

বকুল একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা অনিমাদি তুমি হাঁপিয়ে ওঠো না ?'

'কেন? হাঁপিয়ে উঠব কেন?'

'কী জানি, আমি তো হাঁপিয়ে উঠছি। আর পারছিনে।'

অনিমাদি সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করল : 'এই, কী হয়েছে, সুধন্যর সঙ্গে ঝগড়া করছিস?'

বকুল হাসল। 'না, ঝগড়া করব কেন? সময় কোথায়?'

'মানে?'

'ও আজকাল ভীষণ ব্যস্ত থাকে, একেবারে সময় পায় না।'

'কেন? তোর কর্তা কী করপোরেশনের ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে? বাবা, কী কাজের মানুষ।' অনিমাদি হাসল।

'না, ঠাট্টা নয় ভাই। আজকাল ওকে দেখলে তুমিও চিনতে পারবে না। আমাদের সুখে রাখবার চিন্তায় ওর ঘুম নেই।' তারপর দু-একটি উদাহরণ দিল বকুল : 'ভাখো, ওর মনোভাবটা, আমরা যেন ওকে দুবেলা তাড়া দিচ্ছি চাল-ডাল-তেলের জন্যে। ওর এই মরিয়া ঝোঁকটা নিয়ত আমাকে কাঁটা হয়ে বিঁধছে।'

অনিমাদি নিশ্বাস ছেড়ে বললে, 'ও এই কথা। আমি ভাবি··'

বকুল উত্তেজিত হয়ে বললে, 'না-না অনিমাদি, তুমি বুঝবে না। বাইরের লোক ওর এই কাজ-কর্মগুলো দেখলে কী মনে করে? ভাববে বউটার জন্যেই মানুষটা এমন হয়ে যাচ্ছে। আমি তো ওকে বলিনি, ভাবতেও পারিনে কোনো মানুষ এইভাবে ডাল-তেলের জন্য এমন হন্যে হয়ে দিন-রাত ঘুরবে।'

অনিমাদি বললে, 'একথা তো ওকে বুঝিয়ে বললেই পারিস।'

'না, ও শোনে না। আমি রাগ করলেও বোঝে না। ও হয়তো মনে করে আমার রাগগুলো বানানো। অথচ ও নিজের ক্ষতি করছে। চাকরিতে যাওয়াটাও ওর গৌণ হয়ে পড়ছে। আমার ভয় হয় ওর সহকর্মীরাই ওকে ভুল বুঝে এড়িয়ে চলেছে, ওর এই সুযোগ-সন্ধানী মনোভাব ওকে দশজনের কাছে অপ্রিয় করে তুলছে। আমার দুঃখ কী জানো অনিমাদি, ও আমাকে খুবই ভালোবাসে, কিন্তু আমাকে বোঝে না।'

অনিমাদি বললে, 'তুই মিছে ভাবছিস। তোদের খুব ভালোবাসে বলেই সে অমন করছে।'

বকুল বললে, 'না অনিমাদি। ওর ভালোবাসাটা এখন জিনিস সংগ্রহের

নেশায় পাগল হয়ে গেছে। তুমি ভাবতে পারো এর জন্যে সে যার তার কাছে টাকা ধার করতে বসেছে। এমন কি চড়া সুদে আপিসের দরোয়ানের কাছেও।'

অনিমাদি বললে, 'ত্যাখ, একা মানুষটাকে দোষ দিয়ে কী হবে। মুখপোড়া বাজারটা যা হয়েছে, আজ এ জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, কাল সে জিনিস উধাও, সংসারী লোকগুলো পাগল হয়ে যাচ্ছে। হয়তো সুধন্য বেশি সাবধানী।'

বকুল মুখ গোঁজ করে বললে, 'তুমি কোনো মানুষকে খারাপ ভাবতে পারো না।'

অনিমাদি হাসল। 'কেন ভাবব? মানুষ তো আসলে খারাপ নয়, খারাপ করছে তাকে পরিবেশ।'

বকুল বললে, 'এখন চলি। দেরি হয়ে গেছে।'

'রবিবার তোর ওখানে যাব।'

বকুল ঘাড় নাড়ল, তারপর দ্রুতগতি বাসস্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

মার কাছ থেকে বাচ্চাকে দখল নিয়ে বাড়ি ফিরল বকুল।

ছেলেটা ভীষণ চঞ্চল হয়েছে। হামা দিয়ে মেঝেময় ঘুরে বেড়ায়। আর, অস্ফুট মা আওয়াজও ফুটেছে ওর মুখে। শব্দটা যেন তার খেলা, খুশি মতন মা-মা করে রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে। ওর জ্বালায় জিনিসপত্তর নীচে রাখবার উপায় নেই। এরি মধ্যে গুটি কয়েক প্লেট আর কাচের গ্লাস ভেঙেছে। সেদিন ক্রিমের শিশিটা খুলে এক খাবলা মুখে পুরে দিয়েছে। ভাগ্যিস অন্য কিছু খায়নি। সব সময় চোখে রাখতে হয়। ওর ইচ্ছে না হলে ওকে কোলে রাখে সাধ্যি কার।

উপস্থিত এখন রুটিনমতন মাকে আঁকড়ে ধরে বয়েছে। বকুল বাড়িতে ফিরলেই দস্যিকে আর সামলানো দায় বকুলের বাইরের জামা-কাপড় ছাড়বার পর্যন্ত সময় দিতে সে রাজি নয়। ওই অবস্থায় বকুলকে বসে পড়তে হয়। আর সদ্য-ওঠা কয়েকটা দাঁত দিয়ে সে মাকে কামড়ে অস্থির করে দেয়। অত্যাচার কী একরকম! মার বুকের ওপরই এপাশ-ওপাশ করে, পা আছড়ায়, মুখের কাজটা একটু সময়ও বিশ্রাম পায় না।

বাইরে বিকেলের আলো মরে এসেছে।

কখন বাচ্চাকে বুকে নিয়ে বকুল ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধন্যর ডাকে ঘুম ভাঙল। বাচ্চা কোল থেকে গড়িয়ে দেয়ালের কাছে পা ছুঁড়ছে।

'কতক্ষণ এসেছ।'

'অনেকক্ষণ।'

কেমন একটা গন্ধ নাকে আসছে। ফুলের দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে যে গন্ধ। বকুল ফিরে তাকাল।

একটা কাচের গ্লাসের জলে রজনীগন্ধার ফুল।

অবাক হয়ে সুধন্যর চোখে চোখ রাখল।

সুধন্য লজ্জায় কাঁটা হয়ে বললে, 'সস্তায় পেলাম —'

বকুল যেন পুরনো গানের কলি এইমাত্র খুঁজে পেল। হাসল। 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম…'

সুধন্যও হাসল। 'আমার মনে ছিল।'

'আমার বয়স বাড়ছে, কিছুতেই ভুলতে দেবে না—'

'একবার ভুলে গিয়েছিলাম বলে কম শাস্তি দিয়েছিলে আমাকে।'

বকুল বললে, 'তুমি কিছুই ভোলো না দেখছি।'

সুধন্য বললে, 'না।'

বকুল ওকে কাছে ডাকল। 'তুমি আমাকে আগের মতনই ভালোবাসো।'

সুধন্য হাসল। 'কেন? তোমার সন্দেহ ছিল?'

'বা, আমি পুরনো হয়ে গেছি না?'

'বিয়ের আগেই তো হয়েছিলে।' সুধন্য হাসল ফের: 'চার বছর প্রেম-পর্ব, তারপর এইতো সেদিন বিয়ে করলাম। সব মিলিয়ে….'

বকুল ওর গালে হাত বুলোল। 'দাড়ি কামাওনি। ভীষণ নোংরা হচ্ছ তুমি।'

সুধন্য হাসল শুধু।

বকুল বললে, 'ভীষণ রোগা হয়ে যাচ্ছ তুমি। গলার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। অনেকদিন ওজন নাওনি।'

'না। আমার কিছুই হয়নি।'

'এই, শোনো, একটা কথা রাখবে, আমাকে ছুঁয়ে বলো। উঁহু, মাথা নাড়লেই চলবে না।'

'কী, বলো।'

'অতো খাটাখাটুনি তোমার চলবে না। বলো, কথা দাও। এই তেল, এই ডাল নিয়ে আর ছুটোছুটি করবে না।'

সুধন্য হাসল। 'ছুটোছুটি আবার কখন করি। বাড়তি সময় পেলে—'

'রক্ষা করো। তোমাকে আর বাড়তি সময় খুঁজতে হবে না। বাড়ি চলে এসো।'

সুধন্য বললে, 'কেউ তোমার কাছে লাগিয়েছে বুঝি ?'

বকুল বললে, 'দুর। কে লাগাবে। আমার নিজের চোখকান খোলা নেই ?'

সুধন্য একটু থেমে বললে, 'সত্যিই বলেছ। ইদানিং যেন কেমন রোখ চেপে গিয়েছিল। একেক সময় মনে হচ্ছিল এসব আমার কাজ নয়। কেমন নিজেকে নোংরা লাগে।'

'তবে করছিলে কেন ? যা তোমাকে মানায় না।'

'বলতে পারো এক জাতীয় বোকামি। নিজেকে শক্তিমান ভাবা। যেন জীবনযাত্রা যতই জটিল হোক না কেন আমি একা তার সমাধান করতে পারি। আমার একেক সময় মনে হত আমি আর মানুষ নেই, নেংটি ইঁদুর হয়ে যাচ্ছি। তোমার অভিমানকে এতদিন প্রশ্রয় ভেবেছি। আমি এমন কোনো কাজের কথা ভাবতেই পারিনে যাকে তুমি সম্মান করো না। বাইরে যে যা ভাবুক, ঘরে তুমি যদি আমাকে ছোটো ভাবো তাহলে আমার আর কোথাও আশ্রয় নেই।'

বকুল তর্জনী তুলে বললে, 'মনে থাকে যেন। আমিই তোমার শেষ আশ্রয়।'

সুধন্য হাসল। 'থাকবে।'

'এবার মাইনে পেলে তুমি সব ধার শোধ করে দেবে।'

'আচ্ছা। আচ্ছা।'

বকুল ঘন গলায় ফিসফিস করে বললে, 'আমাকে কষ্ট দিও না। ভাখো না আমার ওপর বিশ্বাস রেখে। আমি আরো কত দিতে পারি।'

বকুল উঠে গিয়ে বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

বারান্দায় ওর রান্নার ব্যস্ততার সাড়া পাওয়া গেল। বকুল তার প্রিয় গানের কলি গাইছে। 'আজ জ্যোৎস্না-রাতে সবাই গেছে বনে।'

সুধন্য সিগারেট ধরাল। যেন দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে এবার তার শান্তি। দেহ থেকে রণঅস্ত্রগুলি খুলে ফেলে দিয়ে এখন সে সহজ সাবলীল হতে পেরেছে।

আমি এতদিনও বকুলকে বুঝতে পারিনি, স্বগত উচ্চারণ করল সুধন্য: অথচ আমার এই কাজগুলি ওকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ও আমাকে ঘৃণা করছিল।

সুধন্য শিউরে উঠল।

বাইরে রাত্রির কোলাহল মুছে এল।

রুদ্ধদ্বার ঘরটি এখন সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন নিরলম্ব।

রজনীগন্ধার সুবাস ঘরময় থইথই করছে।

সুধন্যর এই রাত্রে অকস্মাৎ মনে হল এই ঘরটা একটা তীব্র আবেগের তোড়ে তাকে উদভ্রান্ত করে দেবে। সুধন্য কাঁপছে, সর্বশরীর শীত লাগার মতন হিলহিল করে দুলছে। সুধন্যর গলার ভেতরটা শুকনো, শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হচ্ছে। সুধন্যর পুনর্বায় মনে হল সে তলিয়ে যাচ্ছে এই গন্ধের জগতে। সুধন্য যেন তার অস্তিত্বকে অনুভব করল, নরম স্নিগ্ধ আলো, বিভিন্ন গলিত সোনার মুদ্রা হয়ে তাকে অলংকৃত করছে। যেন শরতের শিউলিভেজা কুঞ্জের নাড়া-খাওয়া ডালপালা থেকে ঝুরঝুর করে শিশির ঝরে পড়ছে।

সুধন্য চোখ খুলল। ঘরটা আলোয় ভরে রয়েছে।

বকুল আলো নিবোয়নি ইচ্ছে করেই।

বকুলের কালো চোখের তারা মণির মতন স্থির জ্বলছে। ওর পাতলা বাঁকানো ঠোঁটে আগুনের পুলক। ঢেউয়ে ফুলেফেঁপে-ওঠা পাল তোলা নৌকোর মতন ওর দেহটা এখন অপূর্ব বেগবতী। সুধন্য অসহ্য এক বিস্ময়ের সামনে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সুধন্য ধড়মড় করে আলো নিবোতে গেল।

বকুল ওকে উঠতে দিল না। 'থাক। আজ আমার জন্মদিন।'

১০

দাম্পত্যজীবন একেকটি রাত্রি আসে যার স্বাদ ভোলা যায় না। যেমন বকুলের জন্মদিন উদ্‌যাপনের রাত্রিটি। প্রত্যহের বিবর্ণ দিনের পাতা থেকে হঠাৎ খসে পড়া একটা সতেজ সবুজ ভিন্নতর অনুভূতি। এখনো চেতনায় ঘন

আনন্দ হয়ে জড়িয়ে রয়েছে। অথচ, সুধন্য এই আনন্দের আকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। এই পুরনো দেহ, কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের চালিকাশক্তির দ্বারাই এই আনন্দ লাভ করা গেছে। গত রাত্রির আসরে অপূর্ব দরবারী কানাড়া পরিবেশন করে পরের দিন যেমন ওস্তাদজীর বিস্ময় জাগে, সুধন্যর তেমন মনে হল। নাকি, এটা তার অতিরিক্ত আগ্রহের ফল। যৌনতার বিষয়ে তার একটি তীক্ষ্ণ মনোযোগ রয়েছে। তাহলে সুধন্য ভাবে: ওই আনন্দগুলি তার বানানো! তাহলে সমস্ত উচ্চাঙ্গ-সংগীতই তো নিয়মে বাঁধা, ব্যক্তিগত শিল্পীর স্বাধীন নৈপুণ্য কোথায়! তা নয়, শিল্পী নিজস্ব প্রতিভায় সংগীতকে সৃষ্টি করেন। সুধন্য আশ্বস্ত হয়: তাহলে ওই আনন্দ সৃজনধর্মী, সে স্রষ্টার মতনই তাকে নির্মাণ করেছে। এবং তার কতকগুলি স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। বস্তুত তার এই দাম্পত্যজীবনে এমন আনন্দের সম্ভোগ ইতিপূর্বে ঘটেনি। হয়তো পুরনো ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব-ধারণাটাই আনন্দের কুঁড়িকে বিনষ্ট করেছে। বকুলের ভূমিকাকেও সে খাটো করে দ্যাখে না। কারণ সেও হয়তো জানত না গত রাত্রির আসরে ওস্তাদজীর সাধনা এমন উৎরে যাবে। বস্তুত শিল্পীর মতনই এ বিষয়টি অচেতন আর্টের পর্যায়ে উঠে গেছে। বোধহয় নতুন সৃষ্টি এইভাবেই শিল্পীকে অই আনন্দলোকে টেনে নিয়ে যায়।

আমার চিন্তাগুলি কী শারীরিকতার সীমানা ঘেঁষে চলেছে, সুধন্য ভাবে: কিন্তু এখন তো আমি মন দিয়ে ভাবছি। যদি শারীরিকতায় সীমাবদ্ধ থাকত মনকে স্পর্শ করতে পারত না। আমার বোধ, অনুভূতির স্বাদ তো মনই গ্রহণ করে।

সুধন্য বিছানায় পাশ ফেরে।

রাজপথে ভোরের প্রথম ট্রামের শব্দ দৌড়ে গেল।

বকুল এখনো ঘুমোচ্ছে। বিস্রস্ত বেশবাসে ছড়ানো গীতি-কবিতার মতন সে পড়ে রয়েছে। ওর মাথা বালিশ থেকে স্খলিত, চুলগুলো এলোমেলো, উসকো। সিঁথির সিঁদুরের গুঁড়ো গড়িয়ে পড়েছে নাকে, ঈষৎ লাল ঠোঁট দুটো শুকনো, খশখশে, গায়ের বসন কোমরে তালগোল পাকিয়ে জমে আছে। ওর পায়ের আলতাও চোখে পড়ে।

বকুল পাগলের মতন ঘুমোচ্ছে।

সুধন্যর ওকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করল। ওর কাছে সরে আসতে ঘুমঘোরে

বকুল ওকে আঁকড়ে ধরল। সুধন্য ওর দেহকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। যেমন করে ওস্তাদজী গত রাত্রির জাদু-করা বীণাযন্ত্রটিকে দেখে।

এবং এখনই এই মুহূর্তে সুধন্যকে প্রশ্ন করলে সে জোর গলায় ঘোষণা করত: সে সুখী। সুখের চেহারা এক, কিন্তু কখন কোন পথে তা ধরা পড়ে কেউ জানে না।

বকুলের শরীর নড়ে উঠল।

'এই –'

'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।' বকুল পাশ ফিরে সুধন্যকে শক্ত করে ধরে রাখল।

'এই—'

'উঁ—' বকুল মাথাটা সুধন্যর বুকে রেখে চুপ করে রইল।

'বকুল—'

'চুপ। ছোটোলোক কোথাকার। মনে নেই কাল রাত্রে কী করেছ আমাকে নিয়ে।'

'আমি। না তুমি?'

'তাইতো। আমাকে নির্লজ্জ, বেহায়া করে তুলে…'

'বা, আমি—'

'চুপ। সর্বনাশ কিছু হয়ে গেলে বুঝবে মজা।'

'সর্বনাশ!'

'আহা, সাধুপুরুষ।'

'আলো থাক। আজ আমার জন্মদিন, কে বলেছিল?'

'বেশ করেছি। হাজারবার বলব। তোমার কী।'

'সকাল হয়েছে।' সুধন্য হাসল।

'হোক। আমি এখন উঠতে পারব না। কেন, একদিন তুমি আমাকে চা করে খাওয়াতে পারো না।'

সুধন্য বললে, 'আমাকে আটকে রাখলে আমি উঠব কী করে।'

বকুল বললে, 'তাহলে উঠে কাজ নেই। শোও।'

'তারপর তো ছোটোলোক বলবে।'

'বলব। ছোটোলোক—ছোটোলোক—ছোটোলোক—'

সুধন্য চুপ করে রইল।

'এই—' বকুল ডাকল।

'কী'

'না। কিছু না।'

সুধন্য বললে, 'পাগল।'

'এই—আজ চিড়িয়াখানায় যাবে ?'

'চিড়িয়াখানা!'

'আমার সঙ্গে কোথাও যেতে হলে অমনি মাথায় বাজ পড়ে।'

'তাই বলে আর কী যাবার জায়গা নেই ?'

'কোথায়? কাশ্মীরে নিয়ে যাবে?' বকুল বকবক করে চলল: 'তোমরা পুরুষেরা অমনিই। নিজের সুখটাই ষোলআনা। আমরা মেয়েরা সহ্য করি বলে তাই।' বকুল হঠাৎ মুখ তুলে হাসল। 'পাগলের মতন কী বলছি বলো তো? মরণ আর কী।'

সুধন্য হাসল।

বকুল গম্ভীর গলায় বললে, 'হাসছ কেন?'

সুধন্য বললে, 'হাসি পেলে কী করব।'

'কেন - কাঁদবে।'

'কোন দুঃখে।'

'এই দুঃখে।' বকুল কামড়ে দিল ওর মণিবন্ধ।

'উঃ। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।'

'এই, খোকা উঠে পড়বে।'

'উঠুক। দেখুক ওর মায়ের দশা।'

'জেগে উঠলে মারবে তোমাকে।'

'ও-ও বড় হলে ওর বউকে মারবে।'

'এই, অসভ্য দিনের বেলায়—'

সুধন্য ওকে শাস্তি দিতে ছাড়ে না।

'বুড়ো বয়সে এখন অ আ ক খ শিখছ?' বকুল হাসল: 'খোকন হয়ে যাবার পর। এই, এই—আমাকে কী স্প্রিং-এর পুতুল পেয়েছ? হাড়গোড় ভেঙে দেবে?

'কথা বোলো না।'

'কেন গীতাপাঠ করছ ? কথা বলবে না, যা খুশি অত্যাচার করবে—'

সুধন্য বিড়বিড় করে কী বলবার চেষ্টা করল, বোঝা গেল না। গত রাত্রির আনন্দের হলদে শিখাটা এখন দিনের আলোয় শাদা পুষ্পের মতন ফুটে রয়েছে। সুধন্যর সম্পূর্ণ দেহটা যেন সহস্রমুখ ইন্দ্রিয়ের দীপাবলিতে জ্বলছে। গতরাত্রি থেকে বাসনার পাত্রটি কেমন বারবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই নিরাবরণ দিনের আলোয় এই সমস্ত ইচ্ছে নিষেধের প্রাচীরে দম আটকে ছিল, যেন একটা অনিয়ম। এবং এই নিষেধ ও অনিয়মগুলো ঠেলে ফেলতে-ফেলতে অগ্রসর হবার এই ঝোঁক, তাকে ভিন্নতর আস্বাদ দিচ্ছে।

বকুল একটা বলিষ্ঠ ইচ্ছার বাণে নিহত মৃতকল্প পড়ে রয়েছে।

বকুল যখন চা নিয়ে এল তখন ঘর ভরতি রোদ, সুধন্য নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে।

১১

সুধন্যর শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছিল না। কেমন অকারণ নার্ভাস বোধ করে। এবং কেমন ভেতর থেকে একটা সাহসের অভাব তাকে ঠাণ্ডারক্ত করে রাখে। অসুখের লক্ষণটা প্রথমদিন প্রকাশ হয়েছিল আপিসে অফিসারের টেবিলের সামনে। কাজে ভুলচুক হয়, মানুষ তো। কিন্তু হঠাৎ চিৎকার করে উঠে যখন অফিসার তার এই কাজের ত্রুটির মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন তখন আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠবার পরিবর্তে সে কেমন হিম হয়ে গেল ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার মনে হল বুকের রক্তগুলো কেমন জমাট বেঁধে যাচ্ছে। আর সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। বুকের ভেতর কেমন একটা ব্যথা। সুধন্যর মনে হল সে মরে যাচ্ছে। অফিসারের চেম্বার থেকে হেঁটে বাইরে আসতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। টেবিলে অনেকক্ষণ ঝিম্ মেরে বসে ছিল। কিন্তু দমবন্ধ ভাবটা তাকে পীড়িত করে তুলছিল। সে কষ্ট বোধ করছিল। তারপর বেরিয়ে এসে সে করিডরে চলাফেরা করছিল। একবার পেট মোচড় দিয়ে ওঠায় বাথরুমেও গিয়েছিল। কিন্তু তবু মরে যাওয়ার অনুভূতিটা তার দূর হয়নি। তারপর একসময়ে নিচে নেমে সে কেয়ারটেকারের

ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছিল। বোধহয় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে সে আরাম বোধ করেছিল।

সুধন্য এই অসুস্থতার ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। অপমানের বিরুদ্ধে সে কিছু আপত্তি করতে না-পেরেই কী তার স্নায়ুকেন্দ্র খান-খান হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যি তো সে কোনো দুর্নীতি করেনি।

তাহলে কেন তার এই মানসিক দুর্বলতা এল। তবে কী সে ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এবং শারীরিক দুর্বলতার জন্যেই···।

সেদিন সে আপিসের ডাক্তারকে দেখিয়েছে। আশ্চর্য, ডাক্তার তার অসুখকে গ্রাহ্যই করলেন না। তাকে একটা টনিক লিখে দিলেন। পেটের জন্যে।

তার পেটে কী হয়েছে? ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে ধমকান: আপনি ডাক্তার না আমি ডাক্তার? এই টনিকটা খান একমাস।

অগত্যা টনিক সংগ্রহ করতে হল।

আর, সেদিন বকুল প্রথম অসুখের কথাটা জানতে পারল।

'কতদিন এমন হয়েছে?'

সুধন্য বললে, সেদিন অফিসারের চেম্বারের সেই অনুভূতির ব্যাপারটাও বললে।

'তোমাকে বোঝাতে পারব না, আমার বুকে একটা ব্যথা, আর মনে হল আমি মরে যাচ্ছি—'

বকুল বললে, 'ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'আমার আপিসের ডাক্তার তো পেটের জন্যে ওষুধ দিয়েছেন।'

'পেটের জন্যে?'

'কী জানি, আমি যত বলছি নার্ভের গোলমাল, উনি শোনেন না।'

'কিন্তু দমবন্ধ হয়ে আসছিল, সেটা কী?'

'সেইটেই তো ভাবনা। থ্রম্বসিস—ট্রম্বসিস কিনা—'

বকুল বললে, 'কালই চলো। বড় ডাক্তার দেখাবে।'

সুধন্য বললে, 'কাল নয়। মাইনে পাই আগে।'

বস্তুত মৃত্যু-চিন্তার গাঢ় বিষাদ সুধন্যর জীবনচেতনাকে গ্রাস করে রাখল। এক সপ্তাহ আপিস থেকে ছুটি নিয়ে সে বাড়িতে শুয়ে রইল। আর, এই

শয্যাশায়ী অবস্থায় সে যেন অনেক নিরাপত্তা বোধ করতে লাগল। জেগে থাকলে, চলাফেরা করলে শ্বাসরোধী ভাবটা তাকে চেপে ধরে। কেবল নিদ্রার মধ্যে সে আরাম খুঁজে পায়। নিশ্ছিদ্র ঘুম যে আসে তা নয়, তবে ওই আচ্ছন্নের ভেতরেও সমস্ত অস্তিত্বকে নির্ভর এবং বহনযোগ্য বলে অনুভব করে। আসলে সে যতক্ষণ জেগে থাকে তার চৈতন্য সজ্ঞানে গুরুভারের মতন তাকে নিষ্পিষ্ট করে রাখে। ওই ভারটা যেন তার নিজের নয়, যেন বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া। অথচ তাকে অস্বীকার করবারও সামর্থ্য নেই।

নিজের মনকে চিরে দেখবার কৌতূহল হয় সুধন্যর। বস্তুত এই ভারটি কী সাংসারিক দায়িত্ববোধ? কিন্তু সত্যিই কী এ নিয়ে সে অতিরিক্ত চিন্তিত? সুধন্য বুঝতে পারে না। আরো দশজন সংসারী মানুষের চেয়ে সে কী এবিষয়ে অধিক উদ্বিগ্ন! যদি তাই হয়, তাহলে সে চাপ সহ্য করবার শক্তিই বা তার খরচ হয়ে যাবে কেন। নাকি, এটা তার স্বভাবের বাড়াবাড়ি।

সুধন্যর পিছনের কয়েকটি মাসের কথা মনে পড়ে। সেই উদ্ভ্রান্ত দিনগুলি রাতগুলি। সে কী বড় বেশি পরিশ্রম করেছে। তার সাধ্যের বাইরে। তাই কী শেষ পর্যন্ত শরীর চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিচ্ছে। স্নায়ুকেন্দ্র অতিরিক্ত টানা-হেঁচড়ায় ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে।

সে এতদিন বুঝতে পারেনি ভেতরে ভেতরে সে কী রকম জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অফিসারের অপমানটুকু না-পেলে তার রোগ এইভাবে বাইরে প্রকাশ পেত না। এখনও সেই অনুভূতিটা সে ভুলতে পারে না। কেমন যেন ভেতরের রক্তগুলো কাঁপছিল। সমস্ত শরীর শীত লাগার-মতন কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

যতক্ষণ জেগে থাকা যায় আতংকের মতন অনুভূতিটা তাকে আর্ত করে রাখে।

ইস, এ কদিন কী পাগলের মতন সে ঘুমিয়েছে, বকুল বলেছে। দুজনের একসঙ্গে কামাই করবার উপায় নেই, তাই বকুল ইস্কুলে গেছে অশান্ত মনে। আর ফিরে এসেও দেখেছে সুধন্য ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই। ভাগ্যিস শানু এখন বড় হয়েছে, বাবাকে বিশেষ জ্বালাতন করে না। খেলনা থাকলেই সে আপন মনে খেলা করে। ঘুম পেলে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সুধন্য একেবারে বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছে। কোনোদিন বকুলের তাড়ায় কাছের পার্ক থেকে সন্ধ্যেবেলায় ঘুরে আসে। তখন শানুকে

নিয়ে যেতে ভালোবাসে। ওই একফোঁটা শান্তু যেন তার কাছে অনেক ভরসা। শান্তু এখন স্পষ্ট 'বাবা' বলে, ওই ডাকটা অনেক আশ্বাস আনে।

যে কেউ এখন সুধন্যকে দেখলে বুঝতে পারবে মানুষটা ভীষণ ভয় পেয়েছে। সুধন্যও স্বীকার করে, সে ভয় পেয়েছে। ট্রামে-বাসে একা উঠতে তার ভয় করে। এমন কী আপিস-বাড়ির চেহারাটার কথা ভেবেও তার ভয় হয়। ভয়টা ভাঙাবার চেষ্টায় মাইনের দিন আপিসের দিকে এগিয়েও সে ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত এক সহকর্মীকে অথরিটি দিয়ে সে মাইনের টাকা সংগ্রহ করেছে।

এই সমস্ত পরিচিত জিনিস তাকে কীভাবে ভয় দেখাতে পারে, এইটে ভেবেই সুধন্য বিস্মিত হয়। কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যিই তার ভয় করে।

একমাত্র নির্ভয় বুঝি তার এই বাড়ি। বকুল আর শান্তু।

একেক সময় মনে হয় যদি সংসার নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারত। সেখানে ট্রাম বাস নেই, নেই গোমড়ামুখো আপিসপাড়াটা।

সুধন্যর এই ধারণা জেগেছে যে কোনো রকমে বাইরের এই পরিবেশ পালটাতে পারলে সে আবার স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে উঠবে।

বকুল বলে: 'চলে যাওয়া তো মুখের কথা নয়। কোথায় যাবে শুনি?'

সুধন্য বলে: 'বাইরে কোথাও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলে...'

'যেখানে যাবে সেখানেই এই অবস্থা হবে। পালিয়ে যাবার রাস্তা নেই।'

সুধন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে।

আরও অবাক হল যখন নামকরা ডাক্তার তাকে আদ্যোপান্ত দেখে রায় দিলেন: 'আপনার কিছু হয়নি।'

'তাহলে আমার এমন হচ্ছে কেন?'

'সিটি লাইফের প্রতিক্রিয়া আপনার ভেতরে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে। ট্রামে-বাসে রাস্তায়-দোকানে-বাজারে প্রতিনিয়ত যে অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তার অভাব, মানুষের মানসিক স্থৈর্যকে প্রতিমুহূর্তে নষ্ট করে দিচ্ছে। নাগরিক মানুষ উদ্বেগ ম্যানিয়ায় ভুগছে। একে যদি অসুখই নাম দিই, তাহলে প্রতিটি মানুষ কম-বেশি এই অসুখে পীড়িত হচ্ছে।'

'তাহলে আমি কী করব ?' সুধন্য হতাশ হয়ে বললে।

ডাক্তার বললেন, 'মানসিক স্থৈর্যের জন্যে আমি আপনাকে আপাতত একটা ট্যাবলেট লিখে দিচ্ছি। কিন্তু ওষুধকে অভ্যেসে পরিণত করবেন না।'

'আমাকে ট্রামে-বাসে চাপতে হবে, আপিসে যেতে হবে -

'মনে জোর আনুন, বাইরের পরিবেশটাকে সহজ করে নিন অথবা অস্বীকার করুন।' ডাক্তার দার্শনিকতার ভঙ্গিতে বললেন, 'য়ু' আর অ্যান আরবান ম্যান, নাগরিকতার দাম আপনাকে দিতে হবে বইকি ?'

সুধন্য মুখ বেজার করে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল।

১২

বকুল বললে, 'তুমি এইভাবে ভেঙে পড়লে আমাদের কী হবে ?'

সুধন্য বললে, 'আমি চেষ্টা করছি। ত্যাখো না আগের থেকে ভালো হয়ে গেছি আমি। মাঝে কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, ওইভাবে মৃত্যুবোধ ঘাড়ে চেপে বসলে কী কেউ ঠিক থাকতে পারে।'

'অনিমাদিদের ঘাটশিলায় বাড়ি আছে। আমাকে বলছিল। ছুটি নিয়ে যাবে কয়েকদিন ?'

'না। এখন ছুটি পাওয়া যাবে না।'

'তাহলে রবিবারে ছুটির দিনগুলোতে কাছেপিঠে কোথাও বেরিয়ে যাই। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যেয় ফিরে আসব।'

'কোথায় ?'

'ধরো ডায়মণ্ডহারবার, কিংবা ব্যাণ্ডেল চার্চ, কী হালিশহর—'

'তা মন্দ হয় না।'

কিছুদিন চলল এই ছোটোখাটো ভ্রমণগুলো। এ-এক নতুন অভিজ্ঞতা। বাচ্চা কাঁধে ট্রেনে ওঠা, চলমান গাড়ি, অসংখ্য যাত্রী, সরব কোলাহল, সব কিছুর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যেতে-পারার নিশ্চিন্ত আনন্দ। তারপর ডায়মণ্ডহারবারের বাঁধ রাস্তা ধরে নিচে অগাধ হুগলি নদীর জলময় গতিশীল জীবনযাত্রা। ব্যাণ্ডেল চার্চে নদীর স্থী।ময় আর এক আকৃতি। হালিশহরে শান্ত গঙ্গা, আর রামপ্রসাদের কথিত মন্দির ও সাধনস্থান।

সারা দিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যে ডিঙিয়ে গৃহকোণে ফিরে-আসা, মনটা তাজা হয়ে ওঠে। শান্ত সারাদিনে দেখা নতুন অভিজ্ঞতাগুলো মুখস্থের মতন বলে যায়। সেগুলো শুনতে শুনতে চা খেতে খেতে বারান্দায় বকুলের রান্নার হাল্কা উদ্যম—সব মিলিয়ে গানের সুরের মতন সুধন্যকে ভরিয়ে রাখে। আর গ্লানিময় চিন্তাগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে সুধন্য সতেজ হয়ে ওঠে।

খাওয়া পর্ব চুকলে রাত গড়িয়ে আসে।

সুধন্য দীর্ঘদিন পরে আরাম করে সিগারেট ধরাল।

জানলার বাইরে শীতের পাঁশুটে আকাশ। ঘন কুয়াশা পড়েছে।

রাতের পাট চুকিয়ে বকুল ঘরে এল।

'কী, মহাশয়, এখনো ঘুমোননি যে।'

বকুল হাসল।

যেন দীর্ঘকাল পরে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সুধন্য বকুলের দিকে তাকাল। জানলার ফ্রেমে এখন বকুলের দেহটা আটকানো। বকুল অভ্যস্ত হাতে কেশচর্চা শুরু করল। ওর চুলের গন্ধ ভুরভুর করে নাকে এসে লাগছে। বকুল মুখে ক্রিম ঘষল। তারপর ওর বাইরের জামাটা ছেড়ে ফেলল। ভেতরের বডিসটা এখন শাদা ব্যাণ্ডেজের মতন দেখা যাচ্ছে। পিছন থেকে ওর কাঁধ দেখে সুধন্যর মনে হল বকুলের শরীরটা এখন ভারি হয়েছে। বকুল বডিসটা খুলে ফেলে আর একটা জামা পরল। অন্যমনস্কে ও বোতাম লাগাচ্ছে, তার শব্দ। তারপর সে শাড়িটাকে গায়ে জড়িয়ে নিল।

এই সমস্ত দৃশ্য কিছু নতুন নয়. কিন্তু সুধন্যর মনে হল সে নতুন করে দেখছে। তার মৃত্যুচিন্তার গাঢ় বিষাদগুলো সরিয়ে সে জীবন্ত আগ্রহ নিয়ে এই দৃশ্যের অংশভুক্ত হতে পারছে। তাহলে কী আবার সে সুস্থতার উষ্ণতাকে ফিরে পাচ্ছে।

সুধন্য চমকে উঠল। বকুল তার দিকে কোমল ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে দুজনেই হাসল।

'বকুল বললে, 'জল খাবে ?'

'হুঁ—'

'এই নাও—

'হাসছ কেন ?'

'বাবা, হাসতেও দোষ।'

'শুধু শুধু হাসি।'

'আলো নিবিয়ে দিই?' বকুল আলো নিবিয়ে দিল। 'আজকে ঠাণ্ডাটা বেশ কম, তাই না?'

সুধন্য উত্তর করল না।

বকুল বিছানায় উঠে এল। আঃ।

বকুলের শরীরের গন্ধ। চুলের গন্ধ।

'কালকে আপিসে যাব ভাবছি—' সুধন্য আস্তে বললে।

'তোমার তো ছুটি এখনো ফুরোয়নি।'

'না, বাড়িতে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠছি।'

'সেই ভালো। কোত্থেকে একটা ঠাণ্ডা আসছে বলো তো?' বকুল লেপের মধ্যে আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। 'বেশ শীত করছে।'

'একটুও ঘুম আসছে না।' সুধন্য বললে।

বকুল বললে, 'ভেড়া গোনো—'

'সত্যি ভেড়া গুনলে ঘুম হয়?'

'লোকে তো বলে। উঁহু, না, শরীর খারাপ হবে। তুমি অসুস্থ।'

'ধেৎ।' সুধন্য সরে এল। 'আর শরীরের কথা ভাবব না।'

'আচ্ছা? তাহলে সব বানানো রোগ? কেবল আদর নেয়া, তাই না?'

সুধন্য বিড়বিড় করে কী বললে, বোঝা গেল না।

বকুল হাসল। 'ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে কালই তোমার বিয়ে হয়েছে। আমি মরে গেলে কী করবে তুমি?'

'কেন, মরবে কেন?'

'মানুষ কী চিরকাল বেঁচে থাকে?'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? না দাম বাড়াচ্ছ?'

'ইচ্ছে করলেই কী আর দাম বাড়াতে পারব? তাছাড়া তুমি অসুখ লোক, তোমার ওপর করুণাও তো করতে হবে।'

'তোমরা, মেয়েরা কেবল আমাদের করুণাই করো, তাই না?'

'তাছাড়া কী?'

'জানো তোমাদের যখন আমরা ঘরে আনি, একটা চাকরি করার জন্মেই কিনে আনি।'

'বাবা, কী আমার বীরপুরুষ রে। সেদিন পর্যন্ত ভয়ে কাঠ হয়ে ছিলে…' বকুল ফুলে ফুলে হাসতে লাগল।

সুধন্যর মনে হল সে সমুদ্রের ব্রেকারে পড়েছে, আর সেই উদ্ধত গর্জমান ঢেউগুলোকে কায়দা করতে সে হাঁপিয়ে উঠছে। ঢেউয়ের নাগরদোলায় সে আন্দোলিত হচ্ছে, বারবার ফেনশীর্ষ ঢেউগুলো তুলোর মতন তটভূমিতে ভেঙে ছিটিয়ে পড়ছে। সুধন্য যেন মৃত্যুর শীতল আহ্বান থেকে সদ্য জীবনের প্রাণ-দায়ী তরঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং এইমাত্র মৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতন ইতস্তত ছড়ানো তার অহমগুলো দানা বেঁধে স্ফটিকের মতন দৃঢ় সংগ্রথিত হয়েছে।

বকুল ফিসফিস করে বললে, 'কে বলবে তুমি এক ছেলের বাপ …'

সুধন্য কী বললে বোঝা গেল না।

'আচ্ছা, বিয়ের আগে মেসে একা কী করে কাটাতে?'

'দুর, তখন কী কিছু জানতাম। কেবল কথার ওস্তাদি।'

'এখন কী করে জানলে?'

'কচু কাটতে কাটতে ডাকাত হয়।'

'অসভ্য।'

সুধন্য কিছু উত্তর করল না। তার মনে হল বাইরে থেকে চাপানো গুরুভার বোঝাটাকে সে এখন অনায়াসে বহন করতে পারছে। সে যেন নতুন করে জানল জীবন মানেই একটা বোঝা, কেবল মানুষই সেই ভারকে বহন করতে পারে। মানুষ তো আর শূন্যচারী পাখি নয়, মাটির শেকলে বাঁধা। আমার যদি দায়িত্ব না থাকে তাহলে আমার অস্তিত্বটাই পানসে লাগে, সুধন্য বুদ্ধিমানের মতন চিন্তা করল: আমি তাহলে এতদিন অমূলক ভয় পাচ্ছিলাম, আমার ব্যক্তিত্ব, অহমবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। কেন? না আমি ভয় পাচ্ছিলাম। অথচ আমি একা নই, ওরা আছে, বকুল, শানু ·· ওদের আমি আলাদা করে দেখছিলাম এবং তার ফলেই আমার সংগ্রাম নিঃসঙ্গ এবং অর্থহীন হয়ে উঠেছিল।

সুধন্য সশব্দে হেসে উঠল।

বকুল রাগ করে ওকে ঠেলে ফেলে দিল।

'তোমার ইচ্ছেগুলো একেবারে শিশুদের মতন।' বকুল বললে, 'কেন? পড়াশোনা করতে পারো না? এককালে তো খুব বই পড়তে।'

সুধন্য বললে, 'আমাকে বিদগ্ধ হতে বলছ? বাড়িটাকে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস করে তুলতে বলছ?'

'তার চেয়ে বলো না কেন আমার কাছ থেকে ওই চাকরি ছাড়া আর কিছু চাও না তুমি?'

'তা নয়।' সুধন্য হাসল: 'আজকাল আর কিছু লেখা হচ্ছে না।'

'কী যে বলো? তাহলে মাসে মাসে এত বই বেরুচ্ছে কী করে?'

'সব বাজে।'

'তুমি পড়েছ?'

'পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেছি।'

'তোমার ভুল ধারণা। বেশ, কালকে তোমাকে একটা বই এনে দেবো।'

'ঘুম না-পেলে পড়ব।' সুধন্য পাশ ফিরল।

'তুমি বড় বাজে বকছ, ঘুম পেয়েছে ঘুমোও।'

'তথাস্তু।'

১৩

দীর্ঘদিন পরে সুধন্য ভাবে এই জীবনের কোনো পরিকল্পনা আছে কী। এই নিপুণ গার্হস্থ্যধর্মের পর আর কী আছে। দুজনের চাকরিতে টালমাটাল সংসার চলে যাচ্ছে। প্রচুর অভাব আর অসুবিধের মধ্যেও শান্তু সতেজে বেড়ে উঠছে।

তারপর? তারপর কী? তারা বুড়ো হবে, শান্তু যৌবন পাবে। এই জীবন।

আশেপাশে আরো দশজন বন্ধুবান্ধব সহকর্মী, ওরা কী ভাবে, কী করে। কেউ টাকা জমায়, কেউ জমি কেনে, বাড়ি-করার স্বপ্ন ভাখে। ওদের

উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। জীবনকে ওরা শক্ত পাথরের বেদীর মতন বেঁধে ফেলতে চায়। টাকা জমানোর বিষয়টা সুধন্যর অদ্ভুত লাগে। এই সামান্য মাইনের কী করে উদ্বৃত্ত টাকা থাকে। পাঁচ হাজার টাকার একটা ইনস্যুওরেন্স করেছিল মেসে থাকতে, কয়েক বছর প্রিমিয়াম দেবার পর আপাতত ওটা বন্ধ আছে। জমি কেনা ও বাড়ি করার শৌখিনতা তার মনে কোনোদিন জাগেনি।

অথচ ওরা বলে : ভবিষ্যত আছে। ওরা ভবিষ্যত নিয়ে অধিক ব্যস্ত। তার মানে বর্তমানে কোনো সমস্যা নেই তাদের কাছে।

সুধন্য ভাবতেই পারে না। তার চিন্তাগুলো বর্তমানের বাইরে এক পাও এগোয় না।

বকুলের একটা হিসেবের খাতা আছে বোধহয়। সংসারটাকে সে হিসেবের খাতায় বেঁধে রেখেছে। সুধন্য জানে না ও কীভাবে হিসেব রাখে। বা, হিসেব রেখেও ওর কী সুরাহা হয়। দুধের হিসেব, ধোপার হিসেব, আর কী কী হিসেব আছে ওর সেই জানে।

বস্তুত বকুল ভবিষ্যত নিয়ে কোনোদিন বাড়াবাড়ি করেনি। অভাববোধগুলি তাকে কাঁটার মতন বেঁধে ঠিক, কিন্তু সে নিয়ে কোনোদিন উঃ আঃ করেনি। ওর মনের গড়নটাই যেন আলাদা। তবে একটা বিলাসিতা আছে শানুর ক্ষেত্রে। কোথা থেকে সে কাটা কাপড় জোগাড় করে, আর জোড়াতালি দিয়ে শানুর আশ্চর্য রকমের জামা বানায়। নিজের রঙচটা ব্লাউসটা কাঁধের কাছে ফেঁসে গেছে, তার লক্ষ্য নেই।

প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বকুল ধমকে দেয় : 'বুড়ো বয়েসে এই সব ব্যাপারে আর মাথা নাইবা ঘামালে। আমার সাজগোজ তুমি ভালোবাসো জানতে পারলে তোমাকে আজ আর বলতে হত না।'

'তার মানে, আমি তোমাকে বাড়িতে কাঙালীর মতন থাকতে বলেছি? ছেঁড়া নেকড়া পরে?'

'অন্তত এ নিয়ে তোমাকে কোনোদিন মনোযোগ দিতে দেখিনি।'

'তাই বুঝি আমাকে এখন শাস্তি দেয়া? আমার অক্ষমতার···'

'চালাকি কোরো না মশায়। অক্ষমতা তোমার কোথায় আমি জানি।'

'তাহলে যা ইচ্ছে করো।'

'একশোবার করব। বাড়িতে পটের বিবি হয়ে সেজে থাকতে পারব না।'

সুধন্যর উৎসাহ নিবে যায়। আসলে এ ব্যাপারে সত্যিই যে তার কোনো আগ্রহ আছে তা নয়। নিজের বা পরের জামাকাপড় সম্পর্কে তার কোনোদিন কোনো কৌতূহল নেই। বোধ হয় কয়েক বছর আগে শখ করে একবার সুট বানিয়েছিল, দিনকতক পরেও ছিল, তারপর আর ভালো লাগেনি। বস্তুত, তার চলাফেরায় কোনোদিন স্মার্টনেস ছিল না, একটু ঢিলে-ঢালা ভাব ধুতিতেই মানায়। ধুতি আর পাঞ্জাবি।

কিন্তু তাই বলে বকুলের সাজগোজে সে অনাগ্রহী একথা কী করে বললে সে। মেয়েদের পরিচ্ছন্ন সাজগোজ বেশ ভালোই লাগে।

সুধন্যর অন্যমনস্ক স্বভাবের গুণে বিষয়টি চাপা পড়ে।

আবার জীবনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা ভাবে সে। 'পরিকল্পনা' শব্দটা আজকাল বহুব্যবহৃত। কী, পরিবার পরিকল্পনা, স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা, পাঁচ-শালা পরিকল্পনা···কিন্তু এত সব পরিকল্পনার মধ্যে রোজগার বাড়ানোর পরিকল্পনাটা কোথায়। তার মতন একজন সৎ লোক উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে রাজি, যদি রোজগার বাড়ে। তার মনে পড়ে: এককালে সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে একশো পাঁচ টাকায় সে আপিসে ঢুকেছিল। এখন দশ টাকা পাঁচ টাকা বাড়তে-বাড়তে সেটা মাত্র দুশো টাকা ছুঁয়েছে। এতেও দিন পনেরোর বেশি চলে না। এরচেয়েও হয়ত কম রোজগার করে অনেকে, জানা নেই তারা কী করে সংসার চালায়।

তাহলে একটা কথা বোঝা গেল, সুধন্য ভাবে: এইভাবে জীবন কাটিয়ে যেতে হবে। এই অভাব অনটনকে সঙ্গী করে সারা জীবন বেঁচে থাকা, মানে অভাবের সঙ্গে সন্ধি অথবা যুদ্ধ করা। এই সন্ধি বা সংগ্রাম তার মৃত্যুতেই শেষ হবে না, তার ছেলে শানু এগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।

এইটেই তাহলে ছক। এই অভাব, অভাবের সঙ্গে সন্ধি অথবা সংগ্রাম, এই যৌনতা, সন্তানস্নেহ, রোগ-শোক-মৃত্যু, এরি নাম সংসার গার্হস্থ্য।

এই সকল চিন্তা সুধন্যকে বুদ্ধিমান করল। কিন্তু কোনো সমাধানের সূত্র এনে দিল না।

সুধন্য ভাবল, তাহলে আমরা একটা পাইকারী আদর্শহীনতার মধ্যে বাস

করছি এবং জীবনেরও কোনো পরিকল্পনা নেই। সবেগে ঘোষণা করল: আমরা দেউলে মানব গোষ্ঠী। নিঃস্ব, রিক্ত।

এবং শানু, তার বংশধর, রক্তে এই অমূর্বর আদর্শহীনতাকেই বহন করে যাবে। সেও একদিন পড়বে 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই' যেমন সে একদিন মুখস্ত করেছিল। (তারপর একদা এই প্রবচনকে সার্থক করতে ট্রাম-বাসের কণ্ডাকটারই হবে।)

বকুল বললে, 'চা খাও।'

'হ্যাঁ। এইযে।'

'আবার কী ভাবতে আরম্ভ করলে?'

'না। কিছু নয়।'

'দেখো শরীর খারাপ কোরো না যেন।'

সুধন্য হাসল শুধু। শরীর! বকুল এখনো ছেলেমানুষ। ওকে কী বলবে একবার তার জীবনবিষয়ক চিন্তাগুলো। তাদের এই ভালোবাসা, এই দাম্পত্য, সন্তান—এগুলিকে যোগ করে দেখলে শূন্যতার গহ্বর বেরিয়ে পড়ে। বোধকরি এগুলিকে এক করে দেখবার অভ্যেস নেই বলে খণ্ড খণ্ড বস্তুগুলো ধরা পড়ে না। দি'নর পর দিন কতকগুলি অভ্যাসের ঘর্ষণে তারা দীর্ণ হবে, তারপর ।

সুধন্য চারদিকে একটা বন্ধন অনুভব করে। কিন্তু বন্ধনটার কোনো তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারে না। জন্মের পর থেকেই মানুষ বন্দী, এই বন্ধনগুলো সে নিজেই জড়িয়েছে, সংসারের সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে। এবং এই বন্ধনই একটি পারিবারিক আকৃতি গড়ে তুলেছে। পরিবার একটি অস্তিত্ববোধ। অথচ একটি মধুর মিথ্যে। এবং বাঁচতে গেলে এই মিথ্যের সঙ্গে সন্ধি করা ছাড়া উপায় নেই। কিংবা হয়তো এই মিথ্যাকে জানে বলেই মানুষ এই ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্যে পরস্পরের কাছে আশ্রয়ের আগুন খোঁজে। কিন্তু বস্তুত মানুষ কাকে আশ্রয় দিতে পারে! বকুল তাকে আশ্রয় ভাবে, সে বকুলকে। হাসি পায়। সুধন্য প্রাকৃতিক নিয়মে নিছক একটি পুরুষ ছাড়া কিছু নয়। যেমন বকুল স্ত্রীলোক। এবং এর জন্যে কাউকে নিজস্ব কোনো উদ্যম করতে হয়নি। বকুল যে এ-সত্যটা জানে না তা নয়। পুরুষ বলেই সুধন্যর অতিরিক্ত কোনো ক্ষমতা নেই যা বকুল ঈর্ষা করতে পারে। সমাজ নামক যন্ত্রটার চোখে পুরুষ নারীর ভেদাভেদ নেই।

কিন্তু চিন্তা তো একটা কাজ নয়। তাই সুধন্যার মতন মানুষের এই সকল চিন্তা একটা বোঝার মতন তাকে পীড়িত করে রাখে। যেন কাগজে কলমে সে একটা লক্ষ টাকার হিসেব মিলিয়েছে, অথচ লক্ষ টাকাই সে জীবনে ছাখেনি' তাহলে এই সকল চিন্তা সুধন্যার মাথায় আসার মানে কী। এ নিয়ে সে মোটা কেতাব লিখতে পারে, প্রকাশক পাওয়া যাবে না, যেহেতু ক্রেতা নেই।

তথাপি চিন্তাগুলো তাকে বিষণ্ন করে রাখে বইকি। এবং কাউকেই সে এই চিন্তাব ভাগ দিতে পারে না। হয় তাকে পাগল ভাববে, অথবা সকলেই বিষয়টা জানে।

অগত্যা সুধন্য মুখ বুজে আপিস করে, বাড়ি ফেবে, সংসারধর্ম পালন করে।

এবং সুধন্য চাক বা-না-চাক পৃথিবীর বয়স বাড়ে।

শাম্বুর হাত ধরে ওকে ইস্কুলে ভরতি করবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড রোদ। ট্রামবাসে মরিয়া ভিড।

এবং শাম্বুর হাঁটতে কষ্ট হলে ওকে কোলে করবার কথাও ভাবতে হল সুধন্যাকে।

রোদ

....

উত্তর বাঙলা থেকে বদলি হয়ে আসা সুনীত রায়ের সঙ্গে কী করে যে এত দ্রুত ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল, সুধন্য নিজেও বুঝতে পারে না। এমনিতে সে নিজেকে আপিসে মলাটবদ্ধ বইয়ের মতন গুটিয়ে রাখে, কোথাও স্বচ্ছন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে না। এটা সম্ভবত তার অলস প্রকৃতির জন্যে। বিয়ের পর এই আট বছরেই ক্রমে জীবনধারাটা তার কাছে ঠানদিদির রামায়ণ পড়ার মতনই মুখস্থ হয়ে গেছে। বকুল তার স্ত্রী, শানু তার সন্তান কেমন স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতন তার কাছে সহজ হয়ে গেছে। ওরা আর তার চেতন অস্তিত্বের মধ্যে নেই। ঘরের আসবাব, দেয়ালপঞ্জী গেঞ্জি-ধুতির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

বস্তুত, সুধন্য এখন ভাবে : কবি হলে এইগুলিই তার প্রতীক, চিত্রকল্প, স্বভাব হয়ে যেত। সম্ভবত এর বাইরে যাবার সাহস বা উৎসাহ কোনোটাই তার নেই। তার চেতনার ঘেরাটুকু শক্ত শাদা দেয়ালে পুরু হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ওই দেয়ালগুলি তার বাধা কিংবা মুক্তি। অথবা, সুধন্য ভাবনায় হাসির আভা আনে : এর চেয়েও বেশি, আসল বাধা তার শরীরের কাছে। আর, যখন বুঝতে পারে শরীরের ফাঁসে সে আটকে পড়েছে তখন অস্তিত্বটাই ভয়ানক হয়ে ওঠে। সব বাধা ঠেলে দেয়া যায়, কিন্তু নিজের শরীরের বাধাগুলোকে ঠেকানো যায় না। অথচ অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে, তারা কেউই তাকে অসুস্থ বলে দাগী করতে রাজি নয়। হয়তো সমস্ত গোলমালটাই মানসিক। মনকে অনেকবার শক্ত করবে ভেবেছে। কিন্তু এই শক্ত করবার চেষ্টাই আরো মনকে দুর্বল করে ফেলে।

সুধন্য অহর্নিশ মনের ওপর একটা চাপ অনুভব করে। যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গুরুদায়িত্ব তার ওপর চাপানো। অবশ্য একথাও সে ভেবেছে : এই দায়িত্ব-বোধগুলোই তাকে সামাজিক মানুষ করেছে। 'আমার যদি দায়িত্ব না থাকত তাহলে আমি কী করতাম' একথা সে কতবার মনে মনে উচ্চারণ করে।

'আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে যেতে হবে'· সুনীত প্রস্তাব করে বলল।

'সে কী করে হয়। বাড়িতে ভাববে'···সুধন্য কাটাবার চেষ্টা করল।

'আর বোলো না, বাবা তো বালুরঘাট থেকে চিঠি দিয়েই খালাস। মিনতিকে আজ একদল দেখতে আসছেন। একা একেবারে ভরসা পাচ্ছিনে। দাদা হওয়াই একটা ট্রাবল।'

'আমি গিয়ে কী করব।'

'আরে চলো, জানো তো আমি মফস্বলে ছেলে, কথাবার্তায় এখনো উত্তর বাঙলার টান। এঁরা আবার শান্তিপুরের খাঁটি এদেশী—'

সুধন্য বুঝল পরিত্রাণের পথ নেই। আর, সত্যিই সে পরিত্রাণের পথ খুঁজছিল না। বরং আজকের সন্ধ্যেটা একটু নতুন ধরনের হবে। এই সুযোগে একটা সন্ধ্যা সুনীত আর ওর বউয়ের ওপর কর্তালি করা যাবে। বিয়ের গন্ধ পেলে বাঙালীর ছেলে এখনো রোমান্স পায়, এই কথা ভেবেও মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল। সুনীতের লজ্জারঙিন বোনটির তখনকার অবস্থার কল্পনায় মজাও অনুভব করল। যদিও সে নিজে এই ধরনের বিয়েতে বিশ্বাসী নয়। এ যেন হাটে গিয়ে গাভী কেনার মতন স্থূল ব্যাপার।

গলির মোড়ে দোকান থেকে সিঙ্গারা মিষ্টি কিনে সুনীতের সঙ্গে প্রথমবারের মতন ওদের বাড়িতে প্রবেশ করল সুধন্য।

'তুমি ভাই একটু বোসো। আমি ভেতরটা দেখে আসি।' সুনীত হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে চলে গেল।

সুধন্য নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরাল। তার ভালো লাগছিল। বাড়িটা তার কাছে নতুন, কিন্তু দেয়ালগুলো পিষে মারে না। তার অস্তিত্বের একটা মূল্যবান সুঘ্রাণ সে নিজের কাছেই পাচ্ছিল।

'আপনি চা খান। দাদা আসছে।'

সুধন্য চমকে উঠল। সম্ভবত তার আত্মসন্তুষ্ট মেজাজ হঠাৎ চিড় খেল।

ছিপছিপে গড়ন, শ্যামল, ছাপা শাড়ি, মিনতির দিকে চেয়ে সে কেমন অবাক হয়ে গেল।

মিনতি চা দিয়ে হেসে চলে গেল।

সুধন্য কী অন্যচিন্তায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ধাক্কা খাওয়ার মতন সে একটু হাঁপাচ্ছে কী। মিনতির সম্পূর্ণ চেহারাটা তার কাছে মুছে গেছে, হয়তো কেমন দেখতে সে বর্ণনাও তার মনে নেই, কিন্তু হঠাৎ

একটা সুগন্ধিত অন্ধকার মাধবীর ঝাড় দেখলে যেমন অনুভব হয় তেমন একটা স্বাদ তার চেতনাকে ভাসিয়ে দিল। সুধন্যর মনে হল শান্তিপুর নয়, সেই এসেছে মিনতিকে নির্বাচন করতে। এবং সত্যিই যদি ওদের চোখ থাকে তাহলে ঠাণ্ডা নরম আলোর মতন মিনতিকে ওরা পছন্দ করবে, এটা ভেবে সে তার আজকের মিশনে স্থিরপ্রত্যয় বোধ করল।

'এই সুধন্য, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার বউ অরুণা।'

অরুণা বললে, 'আপনার কথা এত শুনেছি। তবু ভালো আমাদের বাড়িতে পা দিলেন।'

সুধন্য হাসল শুধু।

সুনীত তাড়া দিল: 'যাও। সাড়ে ছটা বাজে। মিনতিকে একটু সাজিয়ে দাও।'

অরুণা বললে, 'বাবাঃ বাবা, যাচ্ছি।'

সুনীত সিগারেট এগিয়ে দিল। 'মিনতিকে তো দেখলে? কী পছন্দ হবে না ওদের?'

সুধন্য হাসল। 'কী করে বলব শান্তিপুরের পছন্দের কথা।'

'এর আগে একবার অনেক দূর এগিয়ে ভেঙে গেল। না-কি মেয়ে কালো…'

সুধন্য বললে, 'কালো তা বটেই, মেমসায়েব নয়। ভাখো এবার ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে।'

সুনীত হাসল। 'দেখি তোমার ভাগ্য কীরকম। সাকসেস আমার কপালে লেখা নেই।'

'যা। বাজে কথা।'

'মিনতি আমার খুব আদরের…' সুনীত বললে। 'এইভাবে মেয়ে দেখা ব্যাপারটাই বাজে। সত্যি বাইরে থেকে একদিন চোখে দেখে কী বোঝা যায়? সমস্তটাই লটারি। আজকাল মেলামেশা করে যে বিয়ে হচ্ছে তাতে অনেক বেশি নির্ভর করা যায়।'

সুধন্য বললে, 'এখন সারমন আউড়াচ্ছ। সত্যি সত্যিই তোমার বোনের সঙ্গে কোনো উৎসাহী যুবক মেলামেশা করতে এলে সহ্যই করতে না। গণতন্ত্র সব বাইরে, আমার গায়ে যেন আঁচ না লাগে…'

সুনীত হেসে উঠল।

অরুণা হাতে করে মাদ্রাজি বেডকভার নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরের তক্তপোশ চাদরে ভালো করে মুড়ে দিল অরুণা।

সুধন্য এবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখল। মেঝে থেকে দেয়াল পর্যন্ত আজকের উপলক্ষে ঝকঝকে করা হয়েছে। টেবিলে ফুলদানে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাসছে।

অরুণা ভেতরে চলে গেল।

সুধন্য আবার সিগারেট ধরাল। ভেতর থেকে সুনীতের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। ভীষণ অধৈর্য হয়ে পড়েছে। কে জানে কাপ ডিস ইত্যাদি নিয়ে সে গৃহকর্ত্রীর ওপর ওস্তাদি করছে কিনা!

মিনতি এখন কি করছে! ওর সাজগোজ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কী শাড়ি পরেছে। চোখে কাজল দিয়েছে কী। আয়নার সামনে মুখে পাউডার ঘষতে ঘষতে সে ঘামছে কিনা। একটা লজ্জা-করুণ মুখের স্মৃতি খুঁজতে চেষ্টা করল সুধন্য। আর হঠাৎ আনন্দে চলকে উঠল ওর মন। আলাপপর্বের প্রথম স্পর্শে বকুলের মুখের আকৃতি। রেস্তোরার সেই পর্দাটানা ঘর। বকুলের চোখের পাতা কাঁপছিল, নাকের ডগায় ঘাম, আর ঠোঁট দুটো উচ্ছ্বসিত। বকুল মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করেছিল শুধু: 'কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যেও না।'

সুধন্য একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতন বোধে কেমন শিহরণ বোধ করল। আজকের সন্ধ্যা, এই সুবাসিত কক্ষ, এমন একটি উপলক্ষ, তার মনকে সিক্ত করে রাখল। 'আমার ভালো লাগছে' সুধন্য স্বগত উচ্চারণ করল এবং আলো-অন্ধকার সমন্বিত গোধূলি আকাশের মতন একটা গৈরিক বিষণ্ণতা তাকে জড়িয়ে রাখল।

তারপর সমূহ দৃশ্যাবলী তার চোখের সামনে এক এক করে উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলল। পাত্রের কাকা, কাকিমা, জ্যাঠা, বন্ধু। মিনতির আনত মুখ, মুখের রক্ত, কাঁপুনি। কাকিমার টান দিয়ে পাত্রীর চুলের পরিমাণ দেখার অসভ্য প্রয়াস। প্রশ্ন, প্রশ্নাবলী। রান্না, সেলাই, বি. এ. পরীক্ষা দাওনি কেন। আচ্ছা এবার তুমি আসতে পারো।

তারপর ওঁদের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পৌছে দিয়ে ফিরে এল সুনীত।

'কী রকম বুঝছ? ওদের পছন্দ হয়েছে?'

'মিষ্টিমুখ যখন করে গেলেন…'

'সামনের রবিবার জানাবেন বলেছেন। ওঁরা আরো কয়েকটি মেয়ে দেখবেন।'

অরুণা মিষ্টি নিয়ে এল।

সুধন্য হাসল। 'আমাকে কেন?'

অরুণাও হাসল। 'খেয়ে নিন। চা নিয়ে আসছি।'

মিনতি এখন কী করছে। সুধন্য এবার ঘড়ি দেখল। আচ্ছা: মিনতি কী মুখে কিছু প্রসাধনের সাহায্য নিয়েছিল। ওর গাল দুটো অস্বাভাবিক রক্তিম দেখাচ্ছিল। না-কি গুপ্ত উত্তেজনাগুলো মুখের ওপর রক্তিম হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। ও একবার হেসেছিল, বোধহয় শান্তিপুরের দাঁত দেখবার অজুহাতে। মিনতির দাঁতগুলো সুন্দর, সুনীতের মতনই। এত ঘন কালো চুল বকুলেরও নেই।

সুধন্য উঠে দাঁড়াল। 'অনেক দেরি হয়ে গেল।'

সুনীত বললে, 'আচ্ছা।'

অরুণা বললে, 'আবার আসবেন।'

সুধন্য রাস্তায় নেমে এল।

বাড়ির দরজায় পা দিতেই হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় লজ্জা পেল সুধন্য। বকুল নারকেল তেল আনতে বলেছিল। একেবারে ভুলে গেছে। বকুল আবার ভুলগুলোকে সহজ করে নিতে পারে না।

বকুল রান্না করছে। শব্দে ফিরে তাকাল। দেখল। কিছু বললে না।

সুধন্য ঘরে এসে জামা ছাড়ল। অাপিসের কাপড় ছেড়ে পাতলুন পরল।

শানু ময়লা টেডি বেয়ারকে কোলে নিয়ে দুলে দুলে ঘুম পাড়াচ্ছে।

'শানু—'

'বাবা, এর জ্বর হয়েছে।' শানু গম্ভীর গলায় জানাল।

সুধন্য ওর কাছে এসে বসল।

'কত জ্বর?'

'১১০। দেখো না গা পুড়ে যাচ্ছে।'

সুধন্য দেখল। 'তাই তো।'

'সেদিন বিষ্টিতে ভিজল না? যেমন দুষ্টু, বেশ হয়েছে। এখন বার্লি খাও।'

সুধন্য হাসল। 'এই, কাল ইস্কুল নেই? পড়া হয়ে গেছে?'

শানু বললে, 'কাল ছুটি।'

'ছুটি। কেন?'

'আমাদের ইস্কুলের জন্মদিন।'

'আচ্ছা।'

সুধন্য এবার চিত হয়ে শুল। মাথার ওপরে ছাদ। এ কোণে ও কোণে ঝুল জমে উঠেছে। দেয়ালে সেই জুতোর ক্যালেণ্ডারটা। মাস চলে গেছে পাতাটা ওলটানো হয়নি। বকুল তাকে দেখেও কথা বলেনি। ওকে কি একটু থমথমে দেখাল। কেন? বকুল কী ভাবে, একেক সময় ওকে বুঝতে পারা যায় না। কিংবা আজ আর কারুরই উভয়কে বোঝবার কোনো দরকার হয় না। 'আমি ভীষণ ক্লান্ত' সুধন্য বলল।

'শরীর খারাপ নাকি?'

'না।' সুধন্য পাশ ফিরল।

'চা খাবে?'

'খেয়ে এসেছি। সুনীত ওদের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল '

'বাবা, আমাকে একটা ইঞ্জিন কিনে দেবে?'

'ইঞ্জিন।'

'হ্যাঁ। কয়লার ইঞ্জিন। কু ঝিক ঝিক। আমি বেশ ড্রাইভার। তোমাদের গাড়িতে নিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'শেওড়াফুলি।'

'তোমার মা যাবে না।'

'যাবে। হ্যাঁ যাবে।'

বকুল হাসল। 'তোমার দেরি দেখে ভাবছিলাম।'

'সুনীত একটা বাজে কাজে ধরে নিয়ে গেল।'

'বাজে কাজ।'

'ওর বোনকে কারা দেখতে আসবে তাই।'

'ঘটকালিও করছ নাকি ?'

'আর বোলো না। সন্ধ্যেটা একেবারে মাটি।' (মিনতি এখন কী করছে ?)

'কী নাম মেয়েটির ?'

'কী যেন প্রণতি না মিনতি…'

'তুমি দেখছি কিছুই মনে রাখতে পারো না।' বকুল হাসল। 'তাহলে তো সন্ধ্যেটা ভালোই কেটেছে বলো। আস্ত একটা যুবতী মেয়ে দেখা হয়ে গেল। কেমন দেখতে তোমার মিনতি না প্রণতি ?'

সুধন্য সিগারেট ধরাল। 'জেলাসি ?'

বকুল শব্দ করে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হেসে উঠল। 'ত্থাখো আমাকে শস্তা মেয়েছেলে ভেবো না।'

সুধন্য বললে, 'তুমি দেখছি একটুও ভয় করো না।'

'ভয়। কাকে ? তোমাকে ?' বকুল ঠোঁট বেঁকালো : 'ত্থাখো বাবু, আড়াইশো টাকার রোজগারে আর দ্বিতীয় মেয়েমানুষ পোষা যায় না।'

সুধন্য ধমকাল : 'কী হচ্ছে শানুর সামনে।'

বকুল বললে, 'খাবে চলো।'

রাত্রি ঘন হয়ে নামছে।

বকুল রাত্রির কাজ সেরে ঘরে এল। এবার তার নিত্যকার মতন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেশবিন্যাস। ওর চুলের ক্ষীণ গন্ধ ভাসছে। পিছন থেকে বকুলের শরীর ভারি দেখাচ্ছে। ও কা মোটা হচ্ছে।

নি:শব্দ শীতল ঘরে সুধন্যর সিগারেটের ধোঁয়া পাতলা মাকড়সার জাল রচনা করেছে। সুধন্যর চোখে ঘুম নেমে আসে। তার আবিষ্ট চেতনার সামনে বকুলের শরীর ভাসছে, ওর বাহু, কটিদেশ, নিতম্ব। বকুল এই বাড়ির গৃহকর্ত্রী, এই বাড়িটা বকুলের অস্তিত্বকে গ্রহণ করে মাটির তলায় মূল শিকড় নামিয়ে দিয়েছে।

বকুল নিশ্বাস ফেলে শয্যায় উঠে এল। মশারি ফেলে নিপুণ হাতে গুঁজে দিল। তারপর পাশ ফিরে শুল।

সুধন্য সিগারেট ফেলে দিল।

নিস্তব্ধতা অন্ধকারের মতন জটিল হয়ে উঠছে। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা সুধন্যাকে গ্রাস করে ফেলল। একটা অর্থশূন্য ধূসরতা তাকে ভীত করে তুলল। 'আমি যেন এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি', আর এই অনুভূতি তাকে নিবিড় একাকিত্বের খাদে নিক্ষিপ্ত করল। অন্য দিন বকুল কথা বলত, শব্দে স্পর্শে অন্তরঙ্গ নিশ্চিন্ততা জমে উঠত। এই রাত্রির ক্ষণটুকুতেই তারা সম্রাটের স্বাদ বোধ করত। আজ বকুলের মৌন যেন কাঁটার মতন বিঁধছে। যেন সুধন্যাকে সে অগাধ ক্লান্তির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। বকুল কী ঘুমিয়ে পড়েছে। সুধন্যা ডাকল, শরীরে জেগে থাকার লক্ষণ ফোটাল। বকুল নিথর। সুধন্যা ওর গায়ে হাত রাখল, পাশ ফেরাতে চেষ্টা করল।

'কোনো কথা বলছ না কেন?'

বকুল বললে, 'তুমি বিরক্ত হবে তাই—'

'বিরক্ত!'

বকুল ওর দিকে ফিরল। 'আমি তো সব সময়ই কথা বলি। আজ তুমি বলো শুনি।'

'আমি কী কথা বলব।'

বকুল ওর চুলে হাত রাখল। 'ঘুমোও। অনেক রাত হয়েছে।'

'তুমি আমাকে আগের মতো ভালোবাসো না।'

'বাঃ। এখন এসব চিন্তা করছ বুঝি?'

'আমার কথার উত্তর দাও।'

'ন্যাকামো কোরো না।' বকুল হাই তুলল।

সুধন্যা ওকে ঠেলে ফেলতে গিয়ে আরো নিকটে আকর্ষণ করল।

'তোমার ইচ্ছেগুলো ছেলেমানুষের মতন। এখনো বয়েস হল না।' বকুল ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'তোমাকে নিয়ে যে কী করি।'

সুধন্যা জ্বরের ধমকের মতন কী বলতে চাইল, শোনা গেল না। তার মনে হল একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ যেন এক টুকরো আলোর ছিদ্র দেখতে পেয়ে সে মরিয়া হয়ে ছুটেছে। ক্রমশ আলোটা প্রকাণ্ড একটা তারকা হয়ে তাকে স্থৈর্য, আনন্দ ও বিশ্বাস সংগ্রহ করে দিচ্ছে।

ঘুম থেকে উঠে সকালের প্রসন্ন রোদে সুধন্য তাজা আবেগ বোধ করল। চা খেয়ে বাজার করল, ফিরে এসে শানুকে ইস্কুলে দিয়ে এল। তারপর স্নান এবং আহার পর্ব।

'তুমি আজ ইস্কুলে যাবে না?'

'না। শরীর ভালো নেই।'

সুধন্য চিন্তিত হল।

বকুল হাসল। 'মেয়েদের শরীর খারাপ নিয়ে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।'

'আচ্ছা।'

গলি পেরিয়ে রাজপথ। তারপর পূর্ণগর্ভা স্টেটবাস। হাতল ধরে যন্ত্রের মতন কী করে শরীরটাকে ভেতরে গলিয়ে দিল সুধন্য।

আজ আপিসে বিস্তর কাজ। অনেকগুলি জরুরি ফাইল জমে উঠেছে। কাজের মধ্যে ডুবে গেল সুধন্য। এই বিরক্তিকর একঘেয়ে কাজগুলো সমাধা করতে আজ সুধন্যর বেশ ভালোই লাগছে। সে ইংরিজিটা ভালোই লেখে। কলেজের শিক্ষার একটা সার্থকতা এইখানেই। সুধন্য সিগারেট ধরাল। বেয়ারা চা দিয়ে গেল। সুনীত একবার পাশের ঘর থেকে এসেছিল। ওকে ব্যস্ত দেখে সিগারেট নিয়ে বিদায় হল। অ্যাকাউণ্টস সেকশেন থেকে একবার প্রমথেশবাবু এলেন অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদা নিতে। দুচার কথা হল আগামী কনফারেন্স সম্পর্কে। প্রমথেশবাবু যথেষ্ট উদ্যোগী পুরুষ। বক্তৃতাও ভালো দিতে পারেন।

টিফিনে টেবিল থেকে বেরিয়ে এল সুধন্য ক্যানটিনে। সুনীত ক্যানটিনে নেই। ওকে তখন ফিরিয়ে দিয়েছে বলে কী রাগ করেছে। কী যেন বলতে এসেছিল চ্যারিটি খেলার কথা। 'ও আমাকে খেলার মাঠে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না' সুধন্য হাসল। খেলার ব্যাপারে সে নির্ভেজাল বেরসিক। সুনীত কোথায় গেল। না কি অ্যাসেম্বলির সামনে ময়দানে বসে বাদাম ভাঙছে। ওর আবার ঘোড়ার মতন মাঠ দেখলেই ছুটতে ইচ্ছে করে। মিনতির শুভ খবরই কী দিতে এসেছিল সুনীত। ওঁরা যে ওকে মনোনীত করবে সে সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত। এমন ঠাণ্ডা নরম আলোর মতন মেয়ে……। আচ্ছা: ওর কত বয়স হবে। তেইশ-চব্বিশ? সুধন্য হাসল: এতগুলো বছর

কাটিয়েছে, পিছনে কোনো ইতিহাস নেই! একটি মেয়ের জীবনে তো তেরো বছর বয়েস থেকেই ইতিহাস জমতে থাকে। তারপর কো-এডুকেশন কলেজে পড়েছে। তবে কী কোনো কাপুরুষ ছেলে ওকে প্রতারণা করেছে। সুধন্য চিন্তাকে থামাল: ধ্যেৎ। কী মাথামুণ্ডু ভাবছে সে। (মিনতি এখন কী করছে।)

'এই সুনীত—'

সুনীত করিডরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'এস্টাব্লিশমেণ্টে ঝগড়া করছিলাম। এতদিন পর আমার লাস্ট পে সার্টিফিকেটে কী ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে ওরা।'

'মিটেছে?'

'হ্যাঁ। যেমন সব হয়েছে।'

'চলো। চা খেয়ে আসি।'

ক্যানটিনে বসে সুনীত বললে, 'মাইরি কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছ। আমার বউটা পর্যন্ত—'

সুধন্য বললে, 'কী?'

'একদিন গিয়েই তুমি একটা ইমেজ সৃষ্টি করে এসেছ। এমন গভীর সৌম্য ভদ্র নাকি ওরা নাকি ছাখেনি। আমাকে বলে ছ্যাবলা হাল্‌কা।'

'হঠাৎ আমাকে এই প্রশংসার কারণ?'

'মেয়েমানুষ এম্নি হয়। নিজের স্বামী ছাড়া বাইরের সব পুরুষই হীরের টুকরো। নিত্য গঙ্গা পানি আর কী।'

সুধন্য বললে, 'তার মানে তোমাদের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ হল, এই তো?'

সুনীত হাসল। 'হ্যাঁ। খবরদার যাবে না। এই বয়েসে বিবাহ-বিচ্ছেদ সহ্য হবে না।'

সুধন্য বললে, 'ওঁরা কোনো খবর দিয়েছেন?'

সুনীত বললে, 'এখুনি? তাহলে আর সাসপেন্‌স কী রইল? এই শেষবার। আমি বাবাকে লিখে দেবো আমার দ্বারা আর হবে না। মিনতি তো ফায়ার। ওর চুলে হেঁচকা টান মেরে ফল্‌স কিনা দেখছে! উফ্, কী অসভ্য মেয়েমানুষ মাইরি।'

'বা, আসল নকল যাচাই করে নেবে না?'

'আরে রাখো। আমি সোজা ব্যাপারটা সোজা করে দেখতেই ভালোবাসি। ওই যুবকটি দয়া করে আমার ভগিনীকে শয্যায় গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন তার জন্যে চুল-দেখা রঙ দেখা নখ-দেখার মানে কী।'

'এই, ভীষণ ভালগার হয়ে পড়ছ।'

'না, সত্যি বলো, আমাদের আর কী যোগ্যতা আছে।'

সুধন্য কথা খুঁজে পায় না। তারপর হেসে বলে, 'জীবনকে ভাঙা কোণ থেকে দেখলে ওরকমই দেখাবে।'

'রাখো তোমার দর্শন।' সুনীত মুখ বেজার করল।

আবার সুধন্য সেকশনে ফিরে এল।

মিস চ্যাটার্জি শব্দ করে টাইপযন্ত্র বাজিয়ে চলেছেন। মহিলার দিকে তাকালে এখন কোন ঋতু বোঝা যায়। মনে হয় সাজ পোশাকের জন্যই তিনি এই চাকরিটা নিয়েছেন। মুকুল বোস ওর টেবিলে দাঁড়িয়ে কী বলবার চেষ্টা করছে। সুধন্য হাসল। সুনীতটা একেবারে গ্রামের মাঠের মতন অনর্গল খোলামেলা। নিজের বোনের প্রসঙ্গেও তার মুখে কিছু আটকায় না। হতভাগা। মিনতি যদি ওর মন্তব্যগুলো কখনো জানতে পারে, 'ধরো আমিই যদি বলি—' সুধন্য ভাবনাকে থামাল: 'আমিই বা কী করে বলব, আমার সঙ্গে কী ওর তেমন কোনো ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।' সুধন্য মাথা ঝাঁকাল: না সে বলবে না। সুধন্যর নিজেকে গাধে-পড়া মনে হচ্ছে। সে কী সত্যিই মিনতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের অজুহাত খুঁজছে। কেন? তার মনের এই অদ্ভুত স্বাদের রহস্যটা বুঝতে পারছে না। না-কি নিছক বন্ধুর বোনের সঙ্গে একটু রসের প্রলোভন। মিনতি যদি সুনীতের ভাই হত তাহলে কী ঘনিষ্ঠতার ইচ্ছেটা এমন করে জাগত। তাহলে কী মিনতি মহিলা বলেই এই বিপরীত আকর্ষণ। 'আমার কোনো বোন নেই,' সুধন্য তার ইচ্ছেগুলোর গায়ে সভ্যতার পালিশ লাগাল। মিনতি তার বোনের মতন, বো-নে-র ম-ত-ন। মিনতির সঙ্গে সম্পর্কের আবহাওয়াটাকে সে পিকনিক পার্টি কিংবা রাত্রির নিঃশব্দ কম্পার্টমেন্টের সঙ্গে তুলনা করতে পারে। উপমাগুলো চিন্তায় সঙ্গে চমৎকার উৎরে যায়। তাহলে এ-সম্পর্কের পিছনে একটা নির্দোষ (না-কি দায়িত্ববিহীন) আনন্দ আছে।

সুধন্য তার চিন্তাগুলো নিয়ে নাকাল হতে লাগল। অথচ চিন্তাগুলো ভার নয়, সহজেই বয়ে-নেয়া যায়। এখন মাঝে মাঝে দূর থেকে বকুলকে কেন্দ্র কার সে তার দাম্পত্য জীবনটা আলোচনা করে দেখতে পারে। বস্তুত বকুলের সঙ্গে প্রেমপর্ব এবং বিবাহ স্বাভাবিক ক্লাসিক কবিতার মতন গড়ে উঠেছিল। চিন্তার থেকে আবেগই ছিল সমগ্র মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে। গতিটাই ছিল প্রধান আকর্ষণের। ছোটোখাটো দ্বন্দ্বগুলো বিবাহের জন্য অপেক্ষমান ছিল। তারপরই পূর্ণচ্ছেদ। সুধন্যর মনে হয়, চিন্তার ক্ষেত্রে সে এখন অনেক পরিণত এবং অভিজ্ঞ। এই পরিণতি এবং অভিজ্ঞতাগুলি বকুলের সাহচর্যেই পায়ে পায়ে এসেছে। এর ফলে সুধন্য লাভবান। যদিও বকুল নিঃশেষ হয়ে গেছে।

চিন্তাগুলো কী আরো জটিল হয়ে পড়ছে না? সুধন্য নিজেকে প্রশ্ন করে: না-কি নিজেকে কীর্তিমান পুরুষ ভেবে সে অহমিকা বোধ করছে। এ কী বকুলের উপর এক ধরনের সুবিধাজনক স্বার্থপরতা নয়!

সুধন্য, যদি তোমার সাহস থাকে নিজেকে আরো পরিষ্কার করো। তোমার চিন্তাগুলো আলো না পেয়ে অন্ধকারে লতার মতন হামাগুড়ি দিচ্ছে। সুধন্য নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চোখা চোখা প্রশ্ন ছুঁড়তে থাকে।

সুধন্য, তোমার কপালে সুখ নেই। কারণ সুখ তোমাকে অসুস্থ করে। তুমি সুখকে হনন করেছ।

সুধন্য, তুমি ভালোবাসা জানো না। তাই যে অস্ত্র তুমি সহজভাবে পেয়ে গেছ তার ব্যবহারে তোমার যোগ্যতা নেই।

সুধন্য, তুমি আত্মকেন্দ্রিক, তাই তোমার নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে তুমি বিষণ্ণ, অতৃপ্ত, অসুস্থ। তোমার দর্পণে কেবল বিভিন্ন কোণ থেকে তুলে নেয়া তোমারি প্রতিবিম্ব।

হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট না ডাকলে সুধন্য বোধকরি জেরার সামনে আরো বিপর্যস্ত হত। সুধন্য বিনোদবাবুর টেবিলের দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল।

এবং এগোতে গিয়েও সুধন্য কানের পরদায় আর একটি জেরাকে উচ্চারিত হতে শোনে: সুধন্য, তোমার সমস্ত কিছুই বানানো। নিজেকে তুমি অতিথি ভাবো, গৃহেও তুমি গৃহস্বামীর অধিকার বোধ করো না।

বিনোদবাবু বললেন, 'ড্রাফ্‌টটা এভাবে নয়, অফিসারের নোট অনুযায়ী লিখুন।'

সুধন্য ফাইল নিয়ে ফিরে এল।

না ঃ আজ আর হবে না। ভালো লাগছে না।

সুধন্য ফাইল গুছিয়ে উঠে পড়ল। করিডরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। অ্যাসেম্বলি হাউসের মাথার শেষ রোদের গলিত সোনা চিকচিক করছে। সুধন্য নিশ্বাস ফেলল। এখন মনে পড়ল বকুল তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে। বকুলের জন্য আন্তরিক উদ্বেগ বোধ করল।

উঠোন থেকেই শান্তুর উদ্দেশে বকুলের বকুনি কানে গেল সুধন্যর। নিশ্চয়ই পড়াশোনায় কোনো গলদ বেরিয়েছে। বাড়িতেও শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকা বকুলের। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় না ছেড়েই সুধন্য বকুলের কোমরের কাছে শুয়ে পড়ল।

বকুল তাকিয়ে দেখল। হাসল। 'আজ একেবারে সুবোধ বালকের মতন ফিরেছ দেখছি।'

মনিবের আদরে যেমন করে পোষা জীব ল্যাজ নাড়ে সেই ভঙ্গিতে গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ করল সুধন্য।

'চা খাবে?'

'হু—'

'এই ত্যাখো ওর ইস্কুল থেকে লিখেছে শান্তু বাড়ির কাজ কিছু করে না। ও রোজই বলে বাড়ির কাজ দেয় নি।'

সুধন্য কর্তব্যপরায়ণ অভিভাবকের মতন শান্তুর খাতাপত্র দেখতে লাগল।

'কই, হোম টাস্‌ক তো দিদিমনিরাও দেখেন না। এই ত্যাখো ভুলগুলো পর্যন্ত কাটা হয়নি।'

বকুল গম্ভীর হল। 'সামনের বছর ইস্কুল বদলাতে হবে।'

সুধন্য আর্তনাদ করে উঠল। 'ওরে বাবা, আবার নতুন ইস্কুল। তাহলেই হয়েছে।'

বকুল চা নিয়ে এল।

'কী ব্যাপার? জামাকাপড় ছাড়োনি?'

সুধন্য সে বিষয়ে কোনো তাড়া করল না।

'এই শোনো, তোমার দুটো পাঞ্জাবি করতে দেবে—'

সুধন্য বললে, 'এখন টাকা কোথায়?'

বকুল বললে. 'আমি ম্যানেজ করব।'

সুধন্য এবার পুরোপুরি উপুড় হয়ে শুল। 'আমার দ্বারা হবে না।'

'তুমি এখনও একটা শিশু। তোমার জামা আমি করতে দেবো! দোকানদার কী ভাববে তোমাকে।'

সুধন্য বকুলের আঁচলটা আঙুলে পাকাতে শুরু করল।

বকুল চোখ ফেরাল। হাসল। 'মতলব কী?'

সুধন্য কোনো জবাব করল না।

বকুল ওর গলায় হাত রাখল। 'ভীষণ রোগা হচ্ছ তুমি। টনিক ছেড়ে দিলে কেন?'

'আচ্ছা বকুল'—সুধন্য হঠাৎ প্রশ্ন করল: 'তুমি সুখী হয়েছ?'

বকুল থমকে ওর দিকে তাকাল। আদ্যোপান্ত কী জরিপ করল সুধন্যর মুখে, তারপর ভীষণ হাসিতে ফেটে পড়ল বিকট আওয়াজে। শান্তু পর্যন্ত পড়া ভুলে চেয়ে রইল মার দিকে। যেন অনেককাল পর হাসির একটা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হওয়ার জন্যে মরিয়া অঙ্গীকার শুরু করেছে বকুল। হাসির ঢেউয়ে তার শরীর কাঁপছে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

অপ্রস্তুত সুধন্য ধমক দিয়ে উঠল। 'কী অসভ্যের মতন হাসছ।'

'ছাখো বাবু, আমার এমন অবকাশ নেই যে তোমার সঙ্গে বসে দর্শনচর্চা করব। তোমার হাতে বুঝি এখন অনেক সময়। ছাড়ো. ভাত চাপিয়ে এসেছি।'

বকুল অদৃশ্য হতেই ঘোড়ার মতন বেকুব মুখটা লম্বা হয়ে গেল সুধন্যর। বকুল অত্যন্ত চাপা. ওর মুখ দিয়ে কোনো স্বীকৃতি আদায় করা যাবে না। 'আচ্ছা: আমি কী জবাব শুনতে চেয়েছিলাম ওর কাছে?' সুধন্য কী করবে! সে বাজার থেকে সুখ কিনে এনে দেবে। মেয়েরা কিসে সুখী হয়। শাড়ি, গয়না, স্বাচ্ছন্দ্য? এগুলো কী কোনোদিন সুধন্য সংগ্রহ করতে পারবে। তাহলে কী ধরনের সুখের প্রকার সে এঁকে রেখেছে। কাকে সুখ বলে, ন্যূনতম কিসে মানুষ সুখী হয়। 'সুধন্য, তুমি কী সুখী?' 'আহা, আমার কথা

হচ্ছে না।' সুধন্য, সুখের চেহারা তুমি না চিনলে অন্যের সুখকে কী করে তুমি ধরবে .'

বকুল বারান্দা থেকে হাঁকল : 'শানু খাবে এস।'

একা ঘরে সুধন্যর এখন মনে হল তার প্রশ্নটা একেবারে বাজে হয়েছে। বকুল কী ভাবল। তার প্রশ্ন, বকুলের অদম্য হাসি ইত্যাদি ঘটনায় সুধন্য এখন নিজের কাছেই কেমন একটা লজ্জা, না লজ্জা নয়, সংশয় ; না সংশয় নয়, অন্যায়বোধ ; না লজ্জা নয়—সংশয় নয়—অন্যায়বোধ নয়, নয়-নয়-নয়। প্রকাণ্ড একটা ভার নিয়ে টালমাটাল অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ল সুধন্য। ক্লান্তি, ক্লান্তি, ক্লান্তি।

কতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রইল সুধন্য, তারপর বকুলের ডাকে হঠাৎ অকারণ সে চমকে উঠল। বস্তুত বকুলের সামনে বসে খাবার নিয়ে সে কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য, জড়তা বোধ করল। বকুলের মুখের দিকে তাকাতেও তার সাহসে কুলোল না।

বিশ্রী চাপা গুমটে অনেক রাত্রে ছটফট করে জেগে উঠল বকুল। মশারির ভিতরে দুঃসহ গ্রীষ্ম। ঘাম নয়, তবু চোখ মুখ সারা শরীর জ্বালা করছে। নিঃশব্দে মশারি তুলে বাইরে বেরিয়ে এল বকুল। চারদিক পাথরের মতন জমাট, শক্ত নৈঃশব্দ্য, স্পর্শ করা যায়। জানলার বাইরে মৃত আকাশ।

বকুল নিচের ঠোঁটটা প্রাণপণে কামড়ে ধরেছে, নিশ্বাস খর, গলার ভিতর থেকে রুদ্ধ একটা ঢেউয়ের মতন কী একটা ফুলে ফুলে উঠছে, বকুল হঠাৎ রোমকূপে কেমন শিহরণ বোধ করল। কোথা থেকে নোনা জল নিঃশব্দে গাল বেয়ে ঠোঁটের প্রান্ত ভিজিয়ে মুহুর্মুহু বয়ে যেতে লাগল।

অন্যের মতামতের অপেক্ষা না-রেখে সুনীত এমন কাজ করে বসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার দায়ভাগ নিতে হয় সুধন্যাকে। ওর কাছে ওর ছেলেমানুষি ইচ্ছেটাই প্রধান, অপরের মুখ বুজে সেই ইচ্ছাকে পালন করে যেতে হবে।

সুধন্য দস্তুরমতন বিরক্ত। 'না, আমি যাব না। টিকিট করবার আগে আমার মতামত নিয়েছিলে ?'

সুনীত হেসে বললে, 'বলছি তো ভয়ংকর অন্যায় হয়ে গেছে। এবার ক্ষমা করে দাও।'

সুধন্য বললে, 'আপিস পালিয়ে সিনেমা দেখার বয়েস নেই। তুমি যাও, আমি যাব না।'

সুনীত রাগ করে বললে, 'ঠিক আছে। আমিও যাব না। এই আমি টিকিট ছিঁড়ে ফেলছি।'

'এই কী করছ?' সুধন্য ওকে বাধা দিল: 'বেশ চলো। কিন্তু ভবিষ্যতে কখনো...'

প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছতে কিছু দেরি হয়ে গেল। সম্পূর্ণ অন্ধকার ঠেলে দুজনে পয়েণ্টসম্যানকে অনুসরণ করে সিটে বসা লোকগুলোর বিরক্তি ও ক্ষোভ উৎপাদন করে অবশেষে সিট অধিকার করে বসল। অন্ধকারটা তখনও তরল হয়নি।

সুধন্য পরদার দিকে চোখ রেখে বসে রইল।

এক সময় পাশে তাকিয়ে বোকা বনে গেল। সুনীত মাঝে আরও দুটো সিট ছেড়ে তৃতীয় স্থানটিতে বসে। আর সুধন্যর পাশে দুজন মহিলা। এ কী করে হল, সুনীত কী পাশাপাশি সিট পায় নি, তাহলে কী পাশের মহিলা দুটিকে সরিয়ে সুনীতকে তার পাশের সিটে বসার জন্য অনুরোধ করা যাবে, ইত্যাদি যখন ভাবছিল সুধন্য তখন লক্ষ্য করলে পাশের মহিলার সঙ্গে মৃদু ফিসফিসানি এবং তার ওপর ভালো করে নজর করতেই জলের মতন সহজ হয়ে গেল বিষয়টা। মিনতি আর অরুণা। 'রাসকেল। আমাকে স্টার্ট দেবার জন্যে...' একটা মজার স্টার্ট, সুধন্য হাসল। এদের সামনে রাগ করবার উপায় নেই ভেবেই সুধন্য ফুর্তির মেজাজটা অটুট রাখল।

আশ্চর্য, এ ধরনের নাটকও আজকাল হতে পারে! অবিশ্যি সুনীতের মূর্খতার নাটক। কে ভাবতে পেরেছে এই আধো অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে তারি পাশে বসে মিনতি; যার শরীরের আদল, মুখের রেখা; বাহুর উৎক্ষেপ সে প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারছে। মিনতিও কী তাকে বোকা করবার জন্য এতক্ষণ শ্বাসরোধ করে বসেছিল। না-কি সেও মেয়ে-দেখানোর প্রতিশোধ নিচ্ছে। 'প্রতিশোধ' শব্দটা কেমন তৈরি-তৈরি লাগল সুধন্যর কানে, কিন্তু জুতসই। মিনতি কেমন ছবির মতন বসে আছে। সে কি তার অস্তিত্বকে সত্যিই

অগ্রাহ্য করছে। কিংবা কোনোদিন কথা না বলার জড়তা। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি, হাসতে পারি, অন্তত সেইটে আমার ভদ্রতা, সুধন্য ভাবল। কিন্তু কোনো কথাই সে বলতে পারছে না। চিন্তাগুলো অত্যন্ত জলদে বইছে। কথা বলার জন্যেও চিন্তা করতে হয়, সুধন্য হাসল। মিনতি কি তার দিকে চোখ রেখেছে; এই আধো অন্ধকারে ঠাউর করে উঠতে পারা যায় না। এখন চোখে অন্ধকার সয়ে এসেছে, তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সুধন্য ঘামতে লাগল। সে সহজ হতে পারছে না। তার মনে মিনতি সম্পর্কিত অনেক চিন্তা সে আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছে। সেই কল্পিত চিন্তাপুঞ্জ তার মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সুনীতকে কী বলবে এদিকে তার পাশে এসে বসতে। নাকি সেটা আরো অশোভন হবে। অরুণা স্বামী-সান্নিধ্য বঞ্চিত হবে।

একটা স্পর্শে সুধন্য চমকে উঠল। তারপর নিজেই হেসে উঠল। অরুণার হস্তবাহিত বস্তুটি মিনতি তার করতলে গুঁজে দিয়েছে। টফি।

সুধন্য হেসে বললে, 'ধন্যবাদ।'

মিনতি হাসল।

সুধন্য প্রাণপণে সহজ হতে চেষ্টা করছে। যদিও কতকগুলি আবেগের জট তাকে স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। সুধন্য মৃদু উত্তেজনা বোধ করছে। উত্তেজনা আর আনন্দ। ওদিকে সুনীত তাদের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করেই অরুণার সঙ্গে গল্পালাপ করে চলেছে। ও বোধহয় ভুলে গেছে সুধন্যকে সে-ই একরকম জোর করে টেনে এনেছে। তাকে সঙ্গদান করাও তার কর্তব্য। এমনকি পাশে মিনতি, তাকে পর্যন্ত বিস্মৃত হওয়া অসঙ্গত। না-কি ও ভেবেছে মিনতিকে সুধন্য সঙ্গ দেবে। কেন, কোন অধিকারে? মিনতির কাছেই বা সে সঙ্গ কাংক্ষিত হবে কেন। মিনতি বিরক্ত হতে পারে, তাকে গায়ে-পড়া ভাবতে পারে।

কাঁধের কাছে মিনতির দীর্ঘনিশ্বাস পতনের শব্দ শোনা গেল।

সুধন্য ওর দিকে তাকাল। মিনতি কপালে হাত চাপা দিয়ে রয়েছে।

সুধন্য যেন কথা খুঁজে পেল। 'মাথা ধরেছে?'

'না।'

'তবে।'

'না। কিছু হয়নি।'

সুধন্য নিজের কাছে অবাক হয়ে গেল। তার গলার স্বর পর্যন্ত বদলে গেছে। ভীষণ শীতে ঠাণ্ডায় কথাগুলো যেমন কেঁপে-কেঁপে যায়। এমন কি স্বরের মাত্রাটা পর্যন্ত কেবল দুজনের শ্রুতির সীমানায় আবদ্ধ। 'আমি কী চাইনে আমাদের কথা তিনজনে শুনুক।' সুধন্য ভাবল। কিন্তু মিনতিও কেন চাপা স্বরে উত্তর করছে, কেন ওর জবাবগুলো আরও উচ্চ করছে না! না-কি এই আধো অন্ধকার, এই পাশাপাশি অস্তিত্ব অজ্ঞাতেই একটা নেশা ছড়াচ্ছে। যে নেশা আলো চলকে উঠলেই ভেঙে যাবে। কিসের নেশা! প্রাণের? আকাঙ্ক্ষার? যৌবনের? কিংবা এ সমস্তই সুধন্যর বানানো। নিজের দর্পণে আলো ফেলে নিজেকেই দেখার! মিনতি কি ভাবছে তার সম্পর্কে।

ইণ্টারভ্যালে আলো জ্বলে উঠল।

সুধন্য বাইরে বেরুবে। অনেকক্ষণ ধূমপানের জন্যে প্রাণ আনচান করছে। সুনীত এল না।

বাইরে এসে সুধন্য আরাম করে সিগারেট ধরাল। পানের দোকানের আয়নায় নিজের মুখ দেখল। ভীষণ শুকনো দেখাচ্ছে। তেষ্টা পেয়েছে।

কোকাকোলা খাবে ঠিক করেও খেল না। চার প্যাকেট বাদাম কিনল।

আবার অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ।

সিট ঠেলে ঠেলে আসনে বসল সুধন্য। বাদামগুলো চালান করে দিল।

হঠাৎ যেন নিজেকে নিদারুণ দায়িত্বশীল বোধ করল সুধন্য। 'কোনো খবর এসেছে?'

মিনতি চাপা গলায় বললে, 'কিসের?'

'বা।'

'তার আমি কী জানি।'

'এসে যাবে দু একদিনের মধ্যে—' সুধন্য হাসল।

মিনতি বললে, 'না এলে কী হয়?'

'হঠাৎ এমন বিরাগ?'

'জানিনে।'

বাদামের খোসা ভাঙার শব্দ। অরুণা সুনীতের কী কথায় শব্দ করে হেসে উঠল।

'ওরা খুব জমে উঠেছে।'

মিনতি বললে, 'কই, আমাদের বাড়িতে তো আর এলেন না?'

'এলে খুশি হও?'

'বা-রে।'

'যাব।' সুধন্য হাসল।

'কবে? কাল?'

'কোনো একদিন।'

'বাবা, আসতে হবে না।'

'বাড়িতে গেলে কী হবে? তোমার বউদির সঙ্গে গল্প?'

'কেন? বাড়িতে আর কেউ নেই?'

'কে?'

'আমি।'

'যাব।'

মিনতি খোসা ভেঙে ওর হাতে বাদাম গুঁজে দিল।

রুপালি পরদায় তখন বিরহিণী নায়িকা বর্ষাক্ষুব্ধ নদীতটে এসে দাঁড়িয়েছে।

'হিন্দি সিনেমা হলে এখন গান হত।'

মিনতি হেসে লুটিয়ে পড়ল।

অরুণা মিনতির কানে কী বলল। মিনতি ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'অসভ্য।'

সুধন্য উদ্যম সংগ্রহ করছে। 'সারাদিন বাড়িতে কী করো?'

মিনতি বললে, 'দুপুরে টাইপের ইস্কুলে যাই।'

'টাইপ শিখছ। কোথায়?'

'আমাদের গলির মোড়ে যে ইস্কুলটা আছে—'

'কতদিন শিখছ?'

'এই তো—। একমাসও হয়নি।'

'টাইপ শিখছ কেন? চাকরি করবে।'

'নইলে খাওয়াবে কে?'

'কেন…?'

'অনেক দেখা আছে।'

সুধন্য এবার হাসল। 'অ-নেক দেখেছ তুমি ?'

'হ্যাঁ।' মিনতি বাদাম মুখে পুরল।

সুধন্য একটু থেমে বললে, 'তোমার দাদাটা না এমন রাস্—'

মিনতি বললে, 'বলে দেবো দাদাকে ? কেন, দাদা কী করেছে ?'

'এই যে তোমাদের সঙ্গে আমার টিকিট কেটেছে, একবারও বলেনি—'

'কেন ? বললে আসতেন না ?'

'না।'

'আচ্ছা ?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'হচ্ছে।' মিনতি হাসল।

'এসে অবশ্যি লাভই হয়েছে।' সুধন্য বললে।

'কেন ?'

'তোমার সঙ্গে আলাপ হল।'

'ইশ।' মিনতি হাসল।

সুধন্যর সমূহ চেতনা এখন আনন্দ উদ্বেগে ভাসছে। সুধন্য স্বগত উচ্চারণ করল: 'আমার ভালো লাগছে।' ভালো-লাগার স্বাদটা যেন ভিজে জুঁইয়ের মত স্নিগ্ধ ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। গন্ধটা কী চুলের, প্রসাধনের, নাকি শরীরের, নাকি যৌবনের। যৌবনের কী কোনো গন্ধ আছে ? আবেগে সত্তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুধন্যর মনে কেমন একটা অধিকার বোধের গর্ব। অধিকার! শব্দটার ধ্বনি-গৌরব ইন্দ্রিয়কে ভরিয়ে রাখল। সে কি বড় বেশি ভেবে ফেলেছে না, একথাও তার একবার মনে হল: এ সকল চিন্তার মানে কী। সে কী বলতে চায়, কী করতে চায়। হঠাৎ মিনতিকে ঘিরে তার এই আকর্ষণের কারণ কী। 'আমি আকর্ষণ বোধ করছি' সুধন্য সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে: 'সেই প্রথম দিন থেকেই। ওর চোখের আলো, তরুণ শরীরের আনন্দ…' সুধন্য চিন্তাকে থামাল। অন্ধকারটা তরঙ্গের মতন দুলে দুলে উঠছে, আর সুধন্য সেই তরঙ্গিত অন্ধকারে ভাসছে। সুধন্য পুনর্বার নিজের চৈতন্যের নিকট নিজেকে বন্দী বোধ করল। তার বোধ, অনুভূতি

একটি বিশেষ ইচ্ছার কাছে বাঁধা পড়েছে। এবং ইচ্ছে করলেও সে এই স্বেচ্ছাবন্দীত্বের থেকে মুক্তি পাবে না। এবং সে মুক্তিও সুধন্য চায় না। জীবনধারণ অর্থই বোধের সঙ্গে সন্ধি করা।

কানের কাছে মুখ এনে মিনতি কী জিজ্ঞেস করল।

'কী ?'

'কী ভাবছেন ?'

'না। অগ্নি।' সুধন্য বলল।

মিনতি বললে, 'বাদাম ফুরিয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'নিন।'

সুধন্য অন্যমনস্ক।

'একদিন বউদিকে নিয়ে আসবেন ?'

'অ্যাঁ।'

'কেন ? বউদির সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করে না ?'

সুধন্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। মিনতির চোখের আলোয় কিছু ধরা পড়ল না।

সুধন্যর চিন্তাগুলো এবার অন্য মোড় নিল। সে কি এতক্ষণ বকুলকে ভুলে গিয়েছিল। বকুলের জন্যে তার হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠল। এবং সংশয়, দ্বিধা, অন্যায়বোধ, কিংবা সংশয় নয়, দ্বিধা নয়, অন্যায়বোধ নয়, একটা প্রচণ্ড হতাশা তাকে বিদীর্ণ করে ফেলল। 'আমি ভঙ্গুর কাচের মতন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছি', সুধন্য ভাবল। 'ভেঙে পড়ছি, ছড়িয়ে পড়ছি, এই ভগ্নাংশগুলিকে কুড়িয়ে নিতে পারছি নে।' হঠাৎ বউদির কথা তুলল কেন মিনতি। ও কী তাকে সচেতন করে দিচ্ছে, তাকে সজ্ঞান করে দিচ্ছে সে বিবাহিত, সে জনক। কিন্তু কেন ? এখন এই সময়ে কেন মিনতির এই কৌতূহল।

সুধন্য পাহাড়ের মতন গম্ভীর ও মৌন হয়ে পড়ল।

না, তার অংশগুলো তাকে অনেক দূর নিয়ে গেছে। এবং তাকে অশক্ত করে ফেলেছে। নিজস্ব সীমাবোধের গণ্ডী ভেঙে সে অন্যকে হস্তক্ষেপ করবার মতন প্রশ্রয় দিতে উদ্যত। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চিতই মিনতি

তার দুর্বলতাগুলো জেনে ফেলেছে। এবং জেনে ফেলে সে মামলাও করতে পারে। মনের অপেক্ষা শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত সাক্ষী আর কে আছে। কে জানে ও ফিসফিস করে বউদিকে সুধন্য-সম্পর্কিত ইঙ্গিত করছে কিনা। পরবর্তীকালে সম্ভবত এ নিয়ে ও হাসাহাসিও করবে। হয়তো কোনোদিন বকুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে তার স্বামী দেবতাটি সম্পর্কে সাবধান হবার কথাও বলবে। সুধন্য অবশ্য বুদ্ধিমান, সে অস্বীকার করবে, বকুলকে বোঝাতেও বেগ হবে না। বকুল এম্নিতেই তার দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে মর্যাদাবোধ-সম্পন্ন। ও হেরে গেলেও নিশ্চয়ই মিনতির মতন এক ফোঁটা মেয়ের কাছে হার স্বীকার করবে না।

আড়চোখে মিনতির দিকে তাকাল সুধন্য। এই মেয়েটিকে সহজ মনে করে এখন দুর্বোধ্য লাগছে। কে জানে মফস্বলী চাতুরিগুলোও সে সঙ্গে করে এনেছে কিনা। এবং মেয়েটি নির্বোধ সরল নয়। সুধন্য সুমহান গাম্ভীর্য ধারণ করল। এবং মনে মনে শপথ গ্রহণ করল আর দ্বিতীয়বার সে এমন ঝুঁকি নেবে না।

'কী হল আপনার? রাগ করলেন?'

রাগ। সুধন্য থমকে গেল। এখনও কি মেয়েটি তার সঙ্গে আলাপ পর্ব চালিয়ে যেতে চায়। রাগ! 'আমি ওর ওপর রাগ করতে যাব কেন?' সুধন্য ভাবল: 'বড় বেশি প্রশ্রয় পেয়ে গেছে মিনতি।' হৃদয় সংযত হও। এখন নতুন করে সুনীতের ওপর রাগ হচ্ছে। সে জেনেশুনে তাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলেছে। সে কি তার ভগিনীকে চেনে না। সুনীতের মতনই কী তার বোন সরল, নিরীহ হবে। হৃদয় সংযত হও: সংসার পরীক্ষাক্ষেত্র।

'দেখি। হাতটা দেখি।'

'কেন?'

'এটা আপনার জন্যে।'

সুধন্য কাঁপুনি বোধ করল। তাব করতলে মিনতির উপহার দেয়া রুমালটা। রুমালটা একটা উত্তাপ, গন্ধ, স্পর্শে আরক্ত হয়ে রয়েছে। সুধন্য কী বলতে চাইল, কিছু একটা করতে, তার আগেই ছবি শেষ হয়ে গেল এবং জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীতে প্রেক্ষাগৃহ দাঁড়িয়ে উঠল।

ওরা বিদায় গ্রহণ করবার পরেও অনেকক্ষণ বাসের অপেক্ষায় স্টপে

দাঁড়িয়ে রইল সুধন্য। পকেট থেকে রুমালটা বের করে একবার আলোতে ধরল। শাদা রেশমি সুতোর কাজ করা। এই রুমালটা কবে তারি জন্যে তৈরি করল মিনতি। আবার একটা উদ্‌বেগ ও আনন্দে তার রক্তগুলো চিৎকার করে উঠল। সুধন্যর চোখের তারা দুটো অকারণে ছলছল করে-উঠল। 'আমার কী চোখের পাওয়ার বাড়ছে', নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল সে।

বাড়িতে পা দিতেই তার হৃৎপিণ্ড দুলে উঠল।

একটা দ্বিধা, সংশয়, অন্যায়বোধ তাকে গ্রাস করে ফেলল। এবং অতি কষ্টে বাইরের জীবনটাকে দরজার বাইরে ঝুলিয়ে রেখে প্রতিদিনের আটপৌরে চেহারা নিয়ে সে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল।

বকুলের মা এসেছেন।

সুধন্য ভিজে বারুদের মত দমে গেল। এই বাড়ি-নামক সংজ্ঞাটি একটা পাথর বাঁধানো বেদীর মত তাকে স্থাণু করে রাখল। সে একটা অবরোধে জড়িয়ে পড়েছে। শান্তু, বকুল, বকুলের মা, শক্তিশালী পারিবারিক-চেতনা নিয়ে তাকে আহত, পংগু করে রাখল। নিঃসঙ্গতার, একাকীত্বের নির্বাসন-দণ্ড বোধ করল সুধন্য। এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সে একা, উলংগ, কী করে লড়াই করবে। দ্বিগুণ হতাশা আর ক্লান্তিতে সুধন্য ছত্রছন্ন হয়ে পড়ল। 'আমি কী পালিয়ে যাব, আরো পরে. রাত্রি নিশুতি হলে, ওর মা চলে গেলে....' সুধন্য দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

'মা, বাবা এসেছে।'

শান্তুর উত্তাল কলরব সুধন্যর অস্তিত্বকে তীক্ষ্ণ ছুরির মতন ফালি ফালি করে দিতে লাগল। ঈশ্বর!' সুধন্য নিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকল।

জীবনে প্রথম একটা রাহাজানি করে এসে নবীন পকেটমার যেমন অহোরাত্র উদবেগ, অস্থিরতা, আতংক ও বিবেক-তাড়না বোধ করে এবং এই ফাঁড়া কেটে গেলে যেমন শপথ করে, সুধন্যব মানসিকতা তেমনি অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। যদিচ, সুধন্য ভাবে: এই উদ্‌বেগগুলো তাকে ব্যস্ত রাখতে পারছে। বোধহয় সে এতদিন কোনো কিছু প্রসঙ্গে ব্যস্ত থাকতে চেয়েছিল। এবং এমন একটা ব্যস্ততা যার জন্যে কারুকে জবাবদিহি করবার প্রয়োজন নেই। এ যেন অন্যের পয়সায় রেস্তোরায় ম্যাটন্ গ্রেভি খাওয়ার আনন্দ—এ রকম চমৎকার উপমা যে এখন তার মাথায় এসে যাচ্ছে সে কারণে সুধন্য

অহংকার বোধ করছে। 'এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার' সুধন্য স্বগত উচ্চারণ করে। 'এবং সব মানুষেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে, থাকতে পারে। হ্যাঁ আমি এইভাবেই জীবনকে দেখি।' কী বলেন: বকুল মানবে না? কেন? বকুল তার অত্যধিক সিগারেট খাওয়া মেনেছে। যেহেতু সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিবাহ করেছে বলেই ব্যক্তিগত কিছু থাকবে না, এটা সেকেলে ধারণা। সুধন্য ইচ্ছে করলেই বকুল হতে পারে না, যেমন পারে না বকুল সুধন্য হতে। দুটো মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। কিছু কাটছাঁট করে পরস্পরকে গ্রহণ করতে হয়। সুধন্য বকুলের অনেক কিছু পছন্দ করে না। অনেক কিছু! সুধন্য উত্তর হাতড়াতে লাগল। হয়তো, হয়তো বকুলের ঘোরতর ঘরণীপনা সে পছন্দ করে না। ঘরের বিছানাপত্র থালাবাটি উনুন কয়লার সঙ্গে বকুল একাকার হয়ে গেছে। পারে সে এখন সুধন্যর সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটে বেড়িয়ে আসতে কিংবা রাত্রির শোয়ে সিনেমা যেতে? অমনি তার হাজারো বাধা উপস্থিত হবে। হবেই। বকুলকে তার চেনা হয়ে গেছে। বাড়িতে যখন থাকে যেমন তেমন করে জামা পরে ঘুরঘুর করবে, ভেতরের খাটো জামাটাও পরবে না, শুকনো অগোছালো চুল, তেলতেলে মুখ, ময়লা শাড়ি আর ঘামের গন্ধ, দিনের পর দিন চেতনায় একটা প্রচণ্ড রকমের পীড়ন। সুধন্যকে সমস্ত পরিবেশটা ক্লান্ত, ভোঁতা করে দেয়। আপিস থেকে বাড়ি ফিরে সারা সন্ধ্যা এবং রাত্রি যে পৌনপৌনিক বিষয়গুলোর মধ্যে পর্যায়ক্রমে উত্তীর্ণ হয় তার মধ্যে নতুনত্ব কোথায়। এ যেন কিশোর বয়সে বয়স্কা মহিলাদের সঙ্গে নির্বোধ গোলোকধাম খেলার মতন বিরস, একঘেয়ে।

বকুল কী নিত্যই বদলাবে? না বদলাক জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য তো আনবে। ওই গোমরামুখো আপিস আর ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া বাড়ির বন্ধনীর মধ্যে সে কি করে সহজ নিশ্বাস ফেলবে। শানুও বড় হয়ে গেছে, ওর নিজের ছোট্ট পৃথিবী গড়ে উঠেছে, সেও আর তাদের সঙ্গে কাটাতে চায় না। তাহলে একটা আনন্দ চাই না, যাতে জীবনের একঘেয়েমিগুলো উৎফুল্ল হয়? বকুলের চোখে সংসারের কালি, ক্লান্তি। ও কী দিনান্তে সুধন্যকে ক্লান্তিগুলো উপহার দিতে আসে উঠোনোর ওই মরা জবাগাছটার মতন।

না, বকুল এসব কথা বুঝবে না। আর বোঝাতেও সুধন্য উৎসাহী নয়। সেও ততোধিক ক্লান্ত।

বারুদের মতন ফেটে পড়তে পারত। পড়ে নি। কিন্তু বকুলের কী এটা খেয়াল করা উচিত ছিল না : কালকে সে আপিসে যাবে কি করে। তিন-দিনের ময়লা জামা কাপড় পরে আপিসে যাওয়া যায় না।

বকুল ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিল কিনা : ধোপা দিয়ে যায় নি।

এটা একটা উত্তর হল। সুধন্য কী করবে ? বকুল কী চায় সে ধোপার বাড়ি গিয়ে জামাকাপড় উদ্ধার করে আনবে! নাকি সেটা তার কাজ। জামাকাপড় কাচানো আছে কি নেই তার খবরও কী সুধন্যাকে রাখতে হবে।

'তাহলে তো আমার মেসবাড়িতে থাকাই ভালো।'

'সেখানে যদি ভালো মনে করো তাই থাকো।'

বকুলের কাছে এরকম জবাব কী সুধন্য আশা করে! এটুকু সুযোগ-সুবিধেও কী সে ওর কাছে প্রত্যাশা করতে পারে না! এটা কী অকারণে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করা না। বকুলের এ জাতীয় মেজাজের কারণ কী।

সেই রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বকুল তার জামাকাপড় কাচতে বসল। ওকে বাধা দেবারও সাহস নেই সুধন্যর। অবাক চোখে দেখল বকুল উনুনের আঁচে জামাকাপড় শুকোল। তারপর সেই রাত্রেই ওগুলো ইস্ত্রি করে তারপর নিবৃত্ত হল।

বকুল শয্যায় আসবার পরও সুধন্য অনেকক্ষণ গুজগুজ করল।

বকুল পাশ ফিরে বললে, 'দয়া করে একটু ঘুমোতে দাও। কাল ইস্কুল আছে।'

সুধন্য দস্তুরমতন বিরক্ত হল। 'এ রকম করলে তো আর বাস করা চলে না।'

'তাই নাকি ?' বকুল নাক তুলে জানতে চাইল।

'বা।'

'আমি কী তোমাকে করজোড়ে নিবেদন করেছিলাম : প্রাণেশ্বর, এস, এ গৃহে অধিষ্ঠিত হও। বাস করার সাধ তোমারি ছিল।'

'তোমার ছিল না ?'

'না। ছিল না। কেন থাকবে ?'

'তবে বিয়েতে রাজি হলে কেন ?'

‘কী করে জানব? আগে তো আর বিয়ে করিনি।’

‘বুঝেছি। তুমি আমাকে আর সহ্য করতে পারো না।’

‘তাই নাকি? অনেক জ্ঞান হয়েছে তোমার। আর কী কী বুঝেছ?’

‘আমার ঘুম পেয়েছে।’

‘তাতো পাবেই। আমার ঘুমটাকে নষ্ট করে।’

‘আমি নষ্ট করলাম? বা।’

‘কেন তোমাকে সেদিন বলিনি দুটো পাঞ্জাবির অর্ডার দিতে?’

‘বা, টাকা কোথায়?’

‘অ্যাডভান্সের টাকা তোমাকে দিয়েছিলাম শুক্রবার—’

‘ওহো। ভুলে গেছি।’

‘টাকাটা ফেরত দিতেও তো মনে পড়ে নি? কষ্ট করে ম্যানেজ করে-ছিলাম।’

সুধন্য লজ্জিত হল। ‘খরচ হয়ে গেছে।’

‘তা যাক। তোমার টাকা-আমার টাকা গায়ে লেখা নেই। কিন্তু জামাকাপড় নিয়ে অসুবিধেয় পড়লে আমার ওপর দোষারোপ করা কেন?’

সুধন্য বললে, ‘তাই বলে তোমাকে এই রাত্রে জামাকাপড় কাচতে বলিনি?’

বকুল অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল। ‘তবু ভালো, আমার জন্যে তোমার কত দরদ।’

সুধন্য হেসে ফেলল। হঠাৎ বকুলের ওই মুখের বিচিত্র চেহারায় একটা পুরনো দিনের টুকরো ছবি মনে পড়ে গেল। এবং অকস্মাৎ-ই একটা জন্মান্তরের আকর্ষণ বোধ করল বকুলের জন্যে। ‘এই রমণীটি আমার,’ সবিস্ময়ে অস্ফুটে বললে সুধন্য: ‘আমারি ইচ্ছা-বাসনার মুদ্রায় গলিত স্বর্ণের মতন,’ ধূপের গন্ধের মতন একটা ঘন আনন্দ তার চৈতন্যকে শুদ্ধ করে রাখল। ‘আমি বকুলকে ভালোবাসি, যেমন বুকের পাঁজরাগুলোকে ভালোবাসি, ও আত্মার সকাশে আলোর মতন দীপ্র…’

‘বকুল…’

‘সরে যাও। সারা সন্ধ্যা জ্বালিয়ে এখন আর আদর করতে এস না।’

সুধন্যা ওর বাহু আকর্ষণ করে নিকটে টেনে নিল।

হঠাৎ বকুলকে অবাক করিয়ে দিয়ে ওর বুকের কাছে গরম নিশ্বাস ছড়িয়ে সুধন্যা আর্তনাদের গলায় বলে উঠল: 'কেন তুমি আমাকে আরো শক্ত করে ধরে রাখো না। কেন আমাকে সরিয়ে দিচ্ছ?'

বকুল চোখ বন্ধ করে ফিশফিশ করে বললে, 'এর চেয়ে শক্ত করে আমি আর ধরে রাখতে পারিনে। তোমাকে সরিয়ে দিয়ে আমি কোন্ স্বর্গসুখ পাব।'

'আমাকে ছেড়ে যেও না। আমাকে ছেড়ে…' সুধন্যা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে বকুলকে: 'বেঁচে-থাকাটা অনেক কষ্টের—'

বকুল কোনো কথা বললে না। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সুধন্যার কম্পিত শরীরটা তাকে আশ্রয় করে উষ্ণতা খুঁজছে। বকুল ওর চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে চলেছে।

'তুমি আজকাল কী ভাবো আমি বুঝতে পারিনে…' বকুল বললে: 'এত ভাবনার কী আছে? আমি আছি, শানু আছে, আমরা সকলেই আমাদের জন্যে আছি…'

'আছো আছো আছো।' সুধন্যা বিড় বিড় করে বকে চলে।

'এইতো আমরা চেয়েছিলাম, তুমি, আমি, আর শানু…'

অদ্ভুত বিচিত্র এক শব্দপুঞ্জের মধ্যে সুধন্যার ইন্দ্রিয়গ্রাম বধির, অন্ধ, পাথর হয়ে যায়। সুধন্যার মনে হচ্ছে সে এক গ্রীষ্মের ঘরে প্রবেশ করেছে, আর এক-এক করে তার সমস্ত আবরণ খশিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। সে এখন নির্ভার, পাখির মতন হাল্কা, আর তার চোখের সামনে নীল মেঘের ভেলা। তার হাত পা এখন স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, এবং সাবলীল, ভারি জীবন-বহনে সে কোনো ক্লেশ বোধ করছে না। 'আমি বেঁচে গেছি', সুধন্যা হাঁপ ছেড়ে উচ্চারণ করল: 'পথের নুড়ি কুড়িয়ে আমি আমার পকেট বোঝাই করিনি।' অনন্তর মিনতি-নামক ইচ্ছাটাকেও সে চরম বিরক্তিতে আবর্জনার মতন ছুঁড়ে ফেলতে সক্ষম হল।

'চলো, কোথাও পালিয়ে যাই। এই নোংরা, ইতর শহরটা প্রতি মুহূর্তে সুস্থ মানুষকে থেঁতলে পিষে বিকৃত বিকলাংগ করে তুলছে—'

বকুল শব্দ করে হাসল। 'কোথায় পালাবে? পালাবার পথ নাই যম আছে পিছে।'

সুধন্য বললে, 'অসহ্য, অসহ্য হয়ে পড়ছে।'

বকুল বললে, 'বাইরে গিয়েও তো এই শহরের জন্যে ছটফট করবে। বারো তেরো বছর এই শহরে আছো, এখনো অভ্যেস হয়ে গেল না?'

সুধন্য জানে, সকাল হলেই এ শহর ছাড়ার কথা তার আর মনে পড়বে না। এবং রাত্রির শপথগুলো সকালের রোদে শুকিয়ে যাবে। এই শহরটা একটা প্রয়োজন।

বকুলের শরীরটা এতক্ষণ ঘুম আর ক্লান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে করে এখন স্থির, শক্ত হয়ে গেছে।

সুধন্যর ঘুম আসছে না। সিগারেট খাবে কী? না। জল খাবে? না। ঘুম আসছে না।

রাত্রির ঘরটা এখন ভয়ংকর নিস্তব্ধ। কোথাও শব্দ সাড়া নেই। শানু ঘুমের ঘোরে কী বকল। 'শানু ঠিক আমার মতন দেখতে হয়েছে। আমি শানুকে ভালোবাসি। সেদিন ওর আঙুল কেটে রক্ত বেরুল, আমি কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমার কেমন মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। আর তখনই আমি অসহায় বোধ করি। মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো প্রতিরোধ নেই। আমরা মরব, আগে কিংবা পরে, আমাদের একসঙ্গে বাঁচবার চেষ্টা আমাদের আগে-পরে মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবে না।' সুধন্যর ঘুম আসছে না, আর মাথার ভেতরে বন্যার মতন কল্‌কল্‌ জলের শব্দ। 'বকুল মরে গেলে…' সুধন্য আতংকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল: 'বকুল মরে গেলে….আমি ভাবতেও পারিনে। অথচ আমরা কেউ একসঙ্গে বেঁচে থাকব না।' সুধন্য নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে পারল না। সুধন্যর ঘুম আসছে না। একটা তীব্র অথচ গোপন গন্ধ, শিশিরভেজা একটা প্রকাণ্ড গন্ধরাজ…। কী সব পাগলের মতন ভাবছে সুধন্য। রুমালটা কী পকেটে আছে? সুধন্য হঠাৎ বিপর্যস্ত বোধ করল। তাইতো, বকুল জামাটা কেচে দিয়েছে, রুমাল আমার পকেটে ছিল। রুমালটা কী কেচেছে বকুল, রুমালের গন্ধটা, রুমালটা হারিয়ে যায়নি তো, কিংবা বকুল ফেলে দেয়নি? বকুল জানে ও রুমাল সুধন্যর নয়, সুধন্য কষ্ট করে রুমাল কিনবে সে বিশ্বাস করে না। অথচ রুমালটা সত্যি। রুমাল কোথায় গেল সুধন্য, সিল্কের সুতোয় সুন্দর কাজ করা…। বকুল হয় রুমালটা পায়নি, অথবা পেলেও খেয়াল করেনি। সুধন্যর ঘুম পাচ্ছে না।

সুপ্ত বকুলের চেতনা এখন মৃত। এই অন্ধকার ঘরে সে-ই এখন জীবিত। জীবিত এবং সম্পূর্ণ একা। মৃত্যুর ধোঁয়া-ওঠা হলদে শাবকটার জন্যে আর বিন্দুমাত্র ব্যস্ত নয় সুধন্য। আবার একটা উদ্‌বেগ আনন্দ গোপনীয়তা তাকে স্তব্ধ করে রাখছে। 'মি-ন-তি' সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ধ্বনিটাকে নিয়ে খেলা করতে লাগল সুধন্য : কালো চোখের নরম আলো, তরুণ শরীরের ঘ্রাণ, না-কি যৌবনের, তার সত্তাকে অবগাহিত করে। আশ্চর্য, বকুল তার সংজ্ঞায় এখন সম্পূর্ণ নিবে গেছে, যদিও ওর শরীরের স্পর্শ রূঢ়ভাবে জানান দিচ্ছে। এতক্ষণ ওর সম্পর্কিত আবেগগুলো বাষ্প হয়ে উবে গেছে। 'এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার' সুধন্য আবার উচ্চারণ করে এবং নিজস্ব একটি স্বাধীন কোণ অনুভব করে, সেখানে বকুলের কোনো স্থান নেই। 'আমি কী বকুলকে ভালোবাসি ?' নিজেকে জিজ্ঞাসা করে সুধন্য। 'করি। বকুলকে নাহলে আমার জীবন বৃথা।' বাহ্। সুধন্য দমে' যায় না। 'সূর্যকে ভালোবাসি বলে চাঁদকে ভালোবাসি নে!' সুধন্য যুক্তি পেয়ে আনন্দিত হয়। মি-ন-তি।

সুধন্য ঘাড়ের কাছে বকুলের দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল। বকুল কী জেগে আছে। তার ছড়ানো চিন্তাগুলো নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল সুধন্য। কে জানে এই চিন্তাগুলো বকুল পড়তে পারবে কিনা। ধরা পড়বার লজ্জায় বেকুব কিশোরের মতন দেখাল সুধন্যকে। আহ্, বকুলকে স্পর্শ করে সে অন্য কারুর কথা ভেবে যাচ্ছে। -কুল যদি জানতে পারে, বুঝতে পারে। সুধন্য দ্রুত চিন্তাগুলো গুটোবার চেষ্টায় আরো বেসামাল হয়ে পড়ল। চোখের সামনে যেন দেখল তার অঙ্গুলির রন্ধ্র দিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া চিন্তাগুলো সবুজ ফেনার মতন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। একটি নরম চোখের আলো, তরুণ শরীরের সুবাস, উৎক্ষিপ্ত বাহুমূল এবং ঠোঁটের কোণে বাঁকানো হাসির চূর্ণ…। একটা আরক্ত কোলাহলের ঢেউয়ে হারিয়ে যায় সুধন্য। সম্ভব-অসম্ভবের চূড়ায় শিখার মতন কাঁপতে থাকে তার ইচ্ছাগুলো।

সুধন্যর ঘুম আসছে। সে পাশ ফিরল। পিঠের কাছে বকুলের দেহের স্পর্শ। সুধন্য অগাধ বিশ্বাস, নির্ভরতা, শান্তি এবং সাহস নিয়ে ঘুমোতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়।

'কে ?'

'সুধন্যবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই—'

'আমি সুধন্য, কথা বলছি।'

'ইশ্, সেই আধ ঘণ্টা ধরে ফোন ধরে আছি।' মিনতি হাসল: 'ফোনে আপনার গলাটা না মেঘমন্দ্র শোনাচ্ছে।'

সুধন্য বললে, 'খুব সাহস বেড়েছে দেখছি। কী ব্যাপার? হঠাৎ ফোন কোথা থেকে করছ?'

'আমার ইস্কুল থেকে। দাদা আপনাকে খবরটা দিতে বলেছেন। দাদা ভীষণ অসুস্থ, আপিসে আসবেন না। ওঁর সেকশনে খবর দিয়ে দেবেন।'

'সে-খবর দেবার সময় এখন হল? তিনটে বেজে গেছে।'

'কী করব। কাছেপিঠে ফোন নেই।'

'কী হয়েছে সুনীতের?'

'কে জানে' মিনতি হাসল: 'মাথা ধরাটরা বোধহয়।'

'তাহলে তো ভীষণ অসুস্থ। অসুস্থ দাদাকে ছেড়ে তুমি ইস্কুলে এলে?'

'সেবা করবার জন্যে তো বউদি আছেন।'

'আচ্ছা? তোমার দাদাকে তোমার মন্তব্যটা বলতে হবে দেখছি।'

'এই না, ছি ছি, দাদা কী ভাববে। সত্যি বলবেন না, প্লিজ।'

'কতক্ষণ আছো ইস্কুলে?'

'কেন? আসবেন?'

'আসতে পারিনে নাকি?'

'কী করে জানব? কোনোদিন তো আসেন নি।'

'চারটের?'

'সাড়ে চারটের।'

'আচ্ছা। রেখে দিচ্ছি।'

সুধন্য টেবিলে এসে বসল। হাতের কাজগুলো সারবার জন্যে সিগারেট ধরাল। আধঘণ্টা হাতে রাখতে হবে। সে কি সত্যিই যাবে? যা, না গেলে ও অপেক্ষা করবে না? সুধন্য ফাইলটা দ্রুত সারতে লাগল। কেসটা পড়ে নোটশিটে সংক্ষেপে লিখে ফেলল। অফিসারের অর্ডার না পেলে এ ধরনের মামলায় নিজের ঝুঁকি নেয়া চলে না। অফিসাররা সব সময়েই অ্যাসিস্ট্যান্টের দোষ ধরতে পেলে আর কিছু চান না।

বেয়ারা কেতলি ঢেলে বরাদ্দ চা দিয়ে গেল।

সুধন্য ঘড়ি দেখল সাড়ে তিনটে। ঘড়ির কাঁটা অতি দ্রুত এগোচ্ছে। ঠিক এমন দ্রুততা সুধন্য পছন্দ করছে না। হাঁপিয়ে উঠছে। ভেতরে-ভেতরে সে একটু উত্তেজনা এবং উদ্‌বেগ গোপন করতে পারছে না। একটু ধীরে ধীরে প্রস্তুত হবার জন্যে একটু বেশি সময় পেলে ভালো হয়। কতক্ষণ? তিনঘণ্টা-চারঘণ্টা। আচ্ছা: সত্যি সত্যি কী সে যাবে! মানে? সুধন্য নিজেকে প্রশ্ন করে: বা, কথা দিয়েছে না? একটা মেয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে! সুধন্য আবার উত্তেজনা এবং বিরক্তি বোধ করে। হ্যাঁ বিরক্তি, তার স্বাধীন সময়গুলির উপর একটা বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ। বিকেলের পরবর্তী সময়গুলো সে স্বেচ্ছায় অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। মিনতি কী ভাবল! সে কী হাসল, মনে মনে তাকে করুণা করছে না তো! কিংবা সে ব্যাপারটাকে অত গম্ভীরভাবে নেয়নি, ভেবেছে ইয়ারকি, এবং সুধন্য যাবে না এটা নিশ্চিত ভেবে সে অপেক্ষা না করে বাড়ি চলে যাবে। সুধন্য অকারণ পৌঁছে বোকা বনে যাবে। না: যাবে না সুধন্য। বস্তুতই এটা একটা তরল রসিকতা। এবং যথেষ্ট লোক হাসিয়েছে সুধন্য, এর পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে রসিকতাটা আর বাড়াতে পারবে না। না: যাবে না সুধন্য। কিন্তু সুধন্য আবার দ্বিধান্বিত হয়, সত্যিই যদি অপেক্ষা করে মিনতি। নাকি একবার ফোন করে ব্যাপারটাকে যাচাই করে নেবে! না, না। সুধন্য যাবে না।

সুধন্য পুনরায় ঘড়িতে সময় দেখল। পৌনে চারটা। ইশ্, ঘড়িটা যেন প্রতিযোগিতায় নেমে ছুটেছে। সময়, তুমি একটু ধীরে চলো। একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হ্যাঁ কি না। না, নাহ্, সুধন্য জোরে মাথা নাড়ল। কেন? যাবার কী অর্থ? ওর সঙ্গে দেখা করে সে কী করবে? হাঁটবে। কতক্ষণ? তারপর কোনো এক রেস্তোরায় চা খাবে। তারপর? তারপর আবার কী, গল্প করবে। বিষয়? সুধন্যর বিষয়াভাব থাকতে পারে, কিন্তু মিনতি, একজন যুবতী ছাত্রীর পাখির মত অনর্গল কথা বলতে পারে।

চারটে বাজতেই টেবিল গুছিয়ে রেখে আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সুধন্য। ট্রামে, না বাসে। বড় জোর মিনিট পনেরো-কুড়ি লাগবে। আগে পৌঁছনোর চেয়ে তিন-চার মিনিট পরে পৌঁছলেই ভালো। সুধন্য কয়েকটি বাস ট্রাম চলে যেতে দেখল। বিকেলের রোদটা ঝিমিয়ে এসেছে।

সুধন্য পানের দোকানে আয়নায় মুখ দেখল। মুখ শুকনো দেখাচ্ছে, চোখ দুটো ভারি, মাথার চুলগুলোও যথেষ্ট বিপর্যস্ত। চোখে মুখে একটু জল দিতে পারলে ভালো হত। একটু তাজা দেখাত! এমন আপিস ফেরত কেরানী-কেরানী দেখাত না।

সুধন্য চলন্ত বাসে উঠে পড়ল।

আগের দুটো স্টপে নেমে সিগারেট ধরাল সুধন্য। এবার অন্যমনস্কভাবে ধীর পায়ে এগোতে হবে। যেন বিশেষ তাড়া নেই, এই আসতে হয় আসা, আর কী! সুধন্য ফুটপাথের ভিড় ঠেলে এগোতে লাগল। ডানদিকে টাইপের ইস্কুলের রাজকীয় সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। বোধহয় দোতলায় ইস্কুলটা! কেন না একতলায় বস্ত্রবিপণি। ফুটপাথে থমকে দাঁড়াল সুধন্য। সাড়ে চারটে বাজতে পাঁচ। এখানে, ফুটপাথেই দাঁড়ানোর কথা। মিনতি এখনো নামেনি বোধহয়। এমন একটা সন্ধিক্ষণে হঠাৎ চিন্তাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল: না: ফিরে যাবে সে। এখনো সময় আছে। এর কোনো মানে হয় না। বিশ্রী এইভাবে অকারণ একটি মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করা। মানে হয়না, সে বয়েস নেই।

সুধন্য ঝটিতি চিন্তা করে রাস্তা পার হয়ে বিপরীত ফুটপাতে পালিয়ে এল। এবং, কী আশ্চর্য, ল্যাম্প পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে মিনতি।

'এখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আপনাকে। দেখতে পান কিনা?'

মিনতির হলুদ রঙের শাড়িটা ঢেউয়ের মত সুধন্যর চোখে দুলে উঠল।

সুধন্য হঠাৎ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করল। নিজেকে অতিশয় বোকা বোকা লাগল। যেন একটু একটু ঘামছে মনে হল। এবং একটা রুদ্ধ উত্তেজনা, আর উদ্‌বেগ, ধারালো ছুরির মতন।

'যা, চলুন। কোথায় যাবেন?'

ফুটপাথ ধরে দুজনে এগোতে লাগল।

এই অগণন ভিড়, শব্দ, কোলাহল, সুধন্য কেমন গুটিয়ে পড়ল।

'চা খাবে?' সুধন্য অসহায়ের মতন যেন মনের গুমট কাটাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল।

'এই গরমে! চলুন ময়দানের খোলা হাওয়ায় গিয়ে বসি।'

'তুমি বেশ হাঁটতে পারো দেখছি।' সুধন্য যেন সহজ হচ্ছে।

'পারি। মেয়েরা অনেক কিছু পারে?'

'আর কি কি পারো?'

'বলব কেন?' মিনতি হাসল: 'ক্রমশ প্রকাশ্য।'

ওরা ট্রাম লাইন অতিক্রম করে ময়দানের দিকে এগোল।

'দেখেছেন কী অসভ্য গরম। এক ফোঁটা হাওয়া নেই।' মিনতি বকবক করে চলল: 'সত্যি, ভাবতেই পারিনি, হঠাৎ এইভাবে—'

'কী?'

'আশ্চর্য না?'

'আশ্চর্য!'

'দাদা আপনাকে ফোন করতে বললে বলেই তো। আচ্ছা, ফোনটা কী আপনার টেবিলে?'

'না। হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাছে।'

'ইশ, কী ভাবলেন উনি।'

'কী ভাববেন?'

'কী জানি। এখানেই বসি। আঃ' পা ছড়িয়ে বসল মিনতি। 'সন্ধ্যার মেঘটা কী সুন্দর, না? আমাদের আত্রাইয়ের ধারে '

'আত্রাই।'

'আমাদের দেশের নদী··· '

'ও।'

'এখানে এসে একেবারে বন্দী। বাড়ি আর ইস্কুল। মাথা ধরে যায়।'

'মাথা ধরে?'

'আহা: যেন আপনাদেরই কেবল ধরতে পারে।'

'আচ্ছা, সেদিন ওটা কী হল?'

'কোনটা?'

'সেই রুমালের ব্যাপারটা?'

'ও মা, কখন, কী মিথ্যেবাদী। আমি রুমাল দিতে যাব কেন? রুমালটা অসাবধানে হারিয়ে ফেলেছি।'

'তাই বুঝি?'

'এই, দেখুন দেখুন····'

'চুপ। কেবল বাজে কথা।' মিনতির চোখদুটো ঘুরছিল ময়দানময়।

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

মিনতি শব্দ করে হাসল।

সুধন্য বললে, 'হাসলে যে?'

মিনতি বললে, 'একটা কথা মনে পড়ে গেল। বউদি সেদিন আপনার খুব প্রশংসা করছিল...'

'কেন? প্রশংসাটা আমার প্রাপ্য নয়?'

'আহা, তবু যদি না জানতাম।'

'কী জানো?'

'সব, সব জানি।'

'স-ব জানো?'

'হ্যাঁ। প্রথম দিন থেকেই। এমন করে চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন শব্দকল্পদ্রুম। সব, সব জানি।'

'কী করে জানলে?'

'আমিও যে জানিয়ে ফেলেছিলাম। আমি তো একটা বোবা দেয়াল নই।'

'মিনতি।'

'চুপ। আর হাসতে হবে না। তারপর তো ডুব দিয়ে রইলেন। জানেন তো আমি আটকে পড়েছি।'

সুধন্য হাসল ফের।

'হাসবেন না। আমি দাদাকে বলে দিতে পারতাম। বলিনি। কেবল করুণা হল বলে।'

'আচ্ছা?'

'আজ্ঞে।'

'দাদা বিশ্বাস করত না। কেউই বিশ্বাস করত না।'

'বউদি বিশ্বাস করত। ও সিনেমাহলে আমাদের লক্ষ্য করেছে।'

'কী ভয়ংকর। আমি কিন্তু অতটা ভাবিনি। মানে ভাবনার মধ্যে আসেনি।'

'থামুন। দেখা হোক না একবার বউদির সঙ্গে। আপনার সমস্ত গুণপনা বলে দেবো।'

'কী বলবে ?'

'বলব : আমাকে অরক্ষিত দুর্গের মতন পেয়ে… '

'অরক্ষিত দুর্গ !' সুধন্য হাসল : 'এইরকম অরক্ষিত দুর্গ দেখলে সকলেই প্রবেশ করে অধিকারের পতাকা তুলে দেবে।'

'না মশায়, অত সহজ নয়। একবার দেখা হোক না ওঁর সঙ্গে। বলব : এই ভদ্রবেশী মানুষটা আপনাকে ঠকিয়েছে, চিরকালই ঠকাবে। এবং আপনি কোনোদিনই জানবেন না, কিংবা জেনেও কিছু করতে পারবেন না।'

সুধন্য বিস্মিত হতবাক হল। একটু থেমে বললে, 'না, ও কোনোদিনই বিশ্বাস করবে না। কারণ ওকে আমি ঠকাতে পারিনে।'

'বা।' মিনতি ওর মুখের দিকে তাকাল। 'ওঁকে আপনি বলতে পারবেন আজকের এই সন্ধ্যার কথা ?'

সুধন্য গম্ভীর হল। 'বলবার কোনো প্রয়োজন দেখিনে। বাইরের অনেক ব্যাপারই ওকে আমি বলিনে। তাতে আমাদের কারুর কোনো অসুবিধে হয় না।'

'তার মানে ওঁর কাছে আপনি লুকোন। তাহলে বিশ্বাস কোথায় রইল ?'

'বললাম যে বাইরের অনেক বিষয় আছে যা ওর কাছে প্রয়োজনীয় নয়।' সুধন্যর কণ্ঠে উষ্মা : 'মিনতি নামক মেয়েটির সঙ্গ আমার প্রয়োজনীয় হতে পারে, ওর কাছে তার কোনো মূল্য নেই।'

মিনতি বোকার মতন ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে বললে, 'আপনি রাগ করবেন জানলে —'

সুধন্য বললে, 'রাগ করিনি। হ্যাঁ প্রথম দিন থেকেই তোমার সম্পর্কে একটা আকর্ষণ বোধ করেছিলাম, সেটা ন্যায়সঙ্গত কী অন্যায়, বিচার করিনি। কিন্তু তুমি আমাকে এড়িয়ে গেলে আকর্ষণটা আপনাতেই নিবে যেত।'

'আমি বুঝতে পারিনি যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ব : আমিও এড়াতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন আমার কৌতূহলই আমাকে থামতে দেয়নি। আমি তো জানতাম, এর কোনো মানে হয় না, না-আপনার কাছে না-আমার কাছে। তবু এত জেনেও আমি কেন ফিরতে পারলাম না।'

সুধন্য বিষণ্ণ ও দুঃখ বোধ করল। দুঃখটা নিজের জন্যে অথবা মিনতির জন্যেও। মনটা শূন্য ময়দানের মত খাঁ। খাঁ করে উঠল। সুধন্যর নিজেকে অসহায়, হতাশ আর বিদীর্ণ ঠেকল। সম্মুখ-দিগন্তে গোধূলির মেঘপুঞ্জ অজস্র রঙের খেলা করে চলেছে।

সুধন্য বললে, 'চলো। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না। একটু বসি।'

সুধন্য শুকনো হাসল। 'ভালোই হল। আমরা পরস্পরকে জানতে পারলাম। এরপর দূরে থাকায় কোনো অসুবিধে হবে না।'

মিনতির মাথা হাঁটুর ভাঁজে লুকোনো, ওর একরাশ উচ্ছৃত কালো চুল, খোঁপা, কানের দুলটা দৃশ্যমান হচ্ছে। ও মাথা তোলে না, কথা বলে না। যেন জমে স্তূপ হয়ে গেছে।

সুধন্য আবার আকাশ দেখল, পাখিদের পরিক্রমা। কাছেই এক দম্পতি ট্র্যানজিস্টারে গান বাজাচ্ছে। 'চিনে বাদাম' 'আইস ক্রিম' 'গরম চা।'

সুধন্য ফিরে মিনতির শরীরের দিকে চোখ রাখল। 'আমি কী ওর গলায় হাত রাখব, মাথা তুলতে বলব' সুধন্য ভাবল। হতাশ ইচ্ছাগুলো তাকে অশক্ত করে রাখল। সুধন্য নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল।

'মিনতি—'

'উঁ।'

'বাড়ি যাবে না?'

'যাচ্ছি।' মিনতি মাথা তুলল না, বসে রইল।

তারপর যখন মাথা তুলল সুধন্য দেখল মৌন অশ্রুতে ওর কালো চোখ ভেসে যাচ্ছে। শরীর ঝাঁকিয়ে হাসবার ব্যর্থ অভিনয় করল মিনতি। ওর ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল।

'কিছু মনে করবেন না। কান্নাটা মেয়েদের একটা বিশ্রী অসুখ…'

সুধন্য কিছু বলতে চাইল, পারল না। বিস্মিত মুগ্ধতায় মিনতির অপূর্ব হয়ে ওঠা মুখাবয়বের দিকে স্থির চেয়ে রইল। মিনতির ভিজে করতল তার হাতের মুঠোয় সংগ্রহ করে নিল সুধন্য। 'সুধন্য, তুমি তোমার হাতের দর্পণ, আলো ফেলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকেই ছাখো। এই ছোটো দর্পণে কতটুকু প্রতিকৃতি ধরে। সুধন্য, তুমি আত্মদর্পণবিলাসী, তোমার সমস্ত কাজ, ইচ্ছার

সঙ্গে ঐ দর্পণটা বাঁধা রয়েছে। তুমি পারো না সুধী দর্পণটাকে ভেঙে ফেলতে। তুমি জানো না কী করেছ কিংবা জেনেও নিজের সাফাই গাইছ। জীবনের পথে তোমার বয়েস অভিজ্ঞতাগুলো অনেক শক্তিশালী অস্ত্র, যার দ্বারা তুমি দুর্বল হরিণীকে নিহত করতে পারো। তোমার ইচ্ছার সম্মোহিনীতে বিষ আছে। সুধন্য, মিনতি কোনো দোষ করেনি।'

'আর আমাদের দেখা হবে না।' মিনতির গলার স্বর হাওয়া গ্রাস করল।

সুধন্য কোনো উত্তর করল না।

'চলুন। বাড়ি যেতে হবে।' মিনতি উঠে দাঁড়াল।

অন্ধকার মাড়িয়ে ওরা আলোর দিকে হেঁটে এল।

ট্রামের চোখ জ্বলছে। বাসের ঘর্ঘর। ট্যাক্সির আলোর সবুজ।

ট্রামে উঠতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মিনতি। সুধন্যর দিকে তাকাল। হাসল। বললে, 'আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

সুধন্যও হাসল। 'চলো। আর একটু হাঁটা যাক।'

মিনতি বললে, 'সত্যিই কি আমাদের দেখা হবে না?'

'তুমিই তো বললে?'

'বোকার মতন। কেন দেখা হবে না? সামনের রবিবার?'

'কখন?'

'চারটেয়? আমি বাসস্টপে অপেক্ষা করব।'

'আচ্ছা।'

'চলি। রাগ করেননি তো?'

'রাগ।' সুধন্য হাসল।

'সেদিন না অনেক অনেক গল্প করব—' বাস্ মিনতির অস্তিত্বকে মুছে নিয়ে গেল।

সুধন্য একটা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। ক্লান্তি, না ক্লান্তি নয়, একটা বিদায়ী রিক্ততা, হতাশা, হৃদয়কে গ্রহণ করল। সুধন্য নিজেকে সম্বোধন করে কী বললে। এবার যেতে হবে। কোথায়? মন চলো নিজ নিকেতনে: না, রসিকতা এখনো শুকিয়ে যায়নি। হঠাৎ ঘরে-ফেরা বোধ তাকে কেমন উদ্‌বেগে ভারি করে তুলল। উদ্‌বেগ কেন? না, উদ্‌বেগ নয়; অস্থিরতা বাড়ির জন্যে এই আকস্মিক অস্থিরতা কেন! সুধন্যর শরীর ভারি হয়ে

উঠল। এবং মনে হল বাড়িটা অনেক দূর, এই দূরত্বকে সে টেনে জমাট করতে পারে না। এই প্রকাণ্ড ফাঁকটা উদ্‌বেগের কাঁটায় বিছানো। এই কাঁটাগুলোকে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে যেতে হবে।

সুধন্য কী ভাবছে অন্যকোথাও রাত্রিবাসের কথা? না। সারাদিনের ক্লান্তির পর পরিচিত গৃহকোণ তার চাই। বাড়ি ছাড়া কোথাও রাত্রিবাসের কথা সে চিন্তাতেও আনতে পারে না। একবার বোধ হয় সাধারণ নির্বাচনের পোলিং অফিসারের কাজে দিনতিনেক, ক্যানিঙের ওপারে গ্রামে রাত্রিযাপন করতে হয়েছিল। বাড়িটা একটা অভ্যেস, সুধন্য বুদ্ধিমান হতে চেষ্টা করল: পুরনো অভ্যেস ছাড়া যায় না। আসলে সুধন্য, তুমি একটি ভীতু মানুষ। ভীতু! হ্যাঁ, তুমি যাকে অভ্যেস বলছ তা তোমার কাছে ছদ্মবেশী ভয়। উদাহরণ দেবো? যেমন সারাদিন দস্যিপনা করে কিশোর সন্ধ্যাবেলায় মায়ের কোল আঁকড়ে ধরে। হাসছ? হাসো। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে তোমার শক্ত একটা আশ্রয় আছে বলেই মাঝে মাঝে নিরাশ্রয়ের ফ্যাশানে তুমি গা ভাসাতে পারো। বকুল তোমার জীবনে নেই, তুমি ভাবতে পারো? পারো না। তোমার জন্যে ভাবনার লোক আছে জেনেই তুমি শয্যায় পড়ে অসুস্থতার ভান করতে পারো।

সুধন্য নিশ্চিন্তে বাড়ির গলিতে ঢুকল।

দরজার কাছে এসেই নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকারে থমথমে বাড়িটা যেন অকস্মাৎ তার গালে চড় মারল। এমন ভুতুড়ে নামহীন শংকায় বুকের ভেতরটা হিম হয়ে এল। পাপবোধ এবং তার পরিণামে ভয়ংকর একটা শাস্তির সম্ভাবনায় সে পাথর হয়ে গেল। এত অন্ধকার কেন, এমন অসহ্য বোবা-ধরা। ভয়ার্ত চিৎকারে গলার ভেতর অর্থহীন ঘড়ঘড় শব্দ ঠেলে উঠল। না; বকুলকে নাম ধরে সে ডাকতে পারল না। না, শানুকেও নয়। 'আমি কী মরে যাচ্ছি', সুধন্য শাদা হয়ে চিন্তা করল: 'শা—নু—উ-উ···' হোঁচট সামলে দেয়াল আঁকড়ে ধরল সুধন্য: 'আমাকে ফেলে ওরা চলে গেল। আমার পাপ, শাস্তি···ঈশ্বর।' বারান্দা অন্ধকার। দরজায় প্রকাণ্ড তালা। এই বন্ধঘর থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে, আপাদমস্তক সে ঘামছে।

তারপর কখন, কত রাত্রে মার কাছ থেকে বকুল ফিরে এল শানুকে নিয়ে। দরজা খুলল, সুধন্য ঘরে পা দিল, কিছুই ধারাবাহিক মনে

পড়ে না। সে রাত্রে অনেকক্ষণ বিশাল একটা ভয় নিয়ে সুধন্য নিঝুম হয়ে রইল।

শানুকে ইস্কুলে এগিয়ে দিয়ে বাজার সেরে বাড়ি এসে আবার বিছানায় শুয়ে রইল সুধন্য।

বকুল চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল : 'আপিসে যাবে না?'

সুধন্য বললে, 'না। শরীর ভালো নেই।'

'তাহলে গিয়ে কাজ নেই।' বকুল বাকি রান্নাটা শেষ করতে ছুটল।

সুধন্য গম্ভীর হয়ে বললে, 'তুমি ইস্কুলে যাবে?'

বকুল বললে, 'ওটা কী আমার শ্বশুর বাড়ি। না গেলে চলবে?'

'আমার শরীর খারাপ, আর তুমি চলে যাবে?'

'একটা দিন বাড়িতে বিশ্রাম করলে শরীর সেরে যাবে।' বকুল বললে, 'আমি তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করব।'

সুধন্য বললে, 'না তোমার যাওয়া হবে না।'

বকুল হাসল। 'ছেলেমানুষি জেদ।'

'আমাকে মৃত্যুশয্যায় ফে‌‌ রেখেও তুমি ইস্কুলে যাবে ··' সুধন্য বোধ হয় মরিয়া হয়ে উঠে ওর আচরণে দুর্নীতি খুঁজল।

'এরকম অন্যায় জেদ করলে —'

'অন্যায়।'

'হ্যাঁ। অন্যায়। না বলে ছুটি নিলে অন্যদের ওপর খাটনি পড়ে। এ তো আপিস নয়।'

'এ সব তোমার বানানো। কেবল বাই‌‌ব বেরুনোর অজুহাত।'

'কী বললে? আমি বাইরে ইয়ারকি করতে বেরোই? বেশ তো। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। বাড়িতে বসিয়ে রেখে খাওয়াও।'

সুধনা ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেল। তার সামর্থ্য নিয়ে বকুলের চিরকালীন কটাক্ষ। 'ভাবছ আমি তোমাকে খাওয়াতে পারিনে?'

'পারো বুঝি?'

'যাদের বউয়েরা চাকরি করে না তাদের চলে না? ওরা না খেয়ে থাকে?'

'খবর নিলে জানতে পারবে।' বকুল শব্দ করে উনুন থেকে কড়া নামাল : 'বেশ। আমি ইস্কুলে যাব না। কাল চাকরিতে রিজাইন করে আসব।'

সুধন্য চুপ করে গেল। আজকের লড়ায়ে সে কী জিতল! কিন্তু জয়লাভের গৌরব সম্পর্কে সে সন্দিহান হল। সত্যি সত্যিই কী সে বকুলকে চাকরি ছাড়বার পরামর্শ দিয়েছিল। এটা রাগের কথা, জেদের কথা, স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। সংসারে ওর সিদ্ধান্তের চেয়ে সুধন্যর সিদ্ধান্তই বড়। সুধন্য তবু মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করল না। যেহেতু বকুলের মুখ গম্ভীর, হয়তো সারা দিনই এমন গুমট হয়ে থাকবে। এর চেয়ে বকুল আর একটু ঝগড়া করতে পারত। ঝগড়াটা একটা আন্দোলন, ইন্দ্রিয় সচল থাকে, এবং সময়ও কাটে। বকুলের বেরুনোর পথ সে জোর করে বন্ধ করে দিয়েছে। বকুল জোর করে ঠেলে বন্ধ কাটাতে পারত। কিন্তু তা করবে না। এ যেন অহিংস সত্যাগ্রহ।

সুধন্য সিগারেট ধরাল। 'আমি এই নীরব শক্ত অস্তিত্বকে কতক্ষণ সহ্য করতে পারব। একটা অস্বাভাবিক শ্বাসরোধী পরিস্থিতি।' সুধন্য ভাবল : 'সারাদিন এমনভাবে কাটলে কেউ গুমট ভাঙবে না, বকুলও না সেও না। বকুলের বই মৌন বিদ্রোহ আরও বেশি পীড়াদায়ক।'

বকুল নীরবে হাতের কাজগুলো করে যাচ্ছে। অদ্ভুত শীতল, ওর মুখের চেহারায় কোনো উত্তেজনা নেই। রাগের কোনো লক্ষণও ধরা পড়ছে না। এই সকল দৃশ্যেও সুধন্য স্বাভাবিক স্বস্তি পাচ্ছে না। বকুলের এই ঠাণ্ডা মেজাজ তাকে পর্যন্ত মিইয়ে দিচ্ছে।

সুধন্য শুয়ে শুয়ে বুদ্ধি আঁটছে। কী করে এই রাগ গলানো যায়।

বকুল একবার ঘরে এল। সাবানের কেসটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওকে কী চানের ঘরে ঢুকতে দেখল সুধন্য। হ্যাঁ দরজা বন্ধের শব্দ। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর হুড়হুড় করে জল ঢালার শব্দ। বকুল স্নান করছে। বোধহয় রাগ করেই স্নান করতে ঢুকেছে। নতুবা ছুটি থাকলে এত সাত-তাড়াতাড়ি স্নান করে না। বকুল দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বারান্দায় ওর পায়ের শব্দ। সুধন্য ওর নীরব আচরণের স্তরগুলো লক্ষ্য করে চলেছে। বকুল ঘরে ঢুকছে না কেন। সুধন্য ক্লান্ত হয়ে শুয়ে রইল। তার কী ঘুম পাচ্ছে।

তারপরঃঘুম-ঘুম চোখে বকুলের ব্যাপারগুলো পর্যবেক্ষণ করল। বকুল ঘরে ঢুকে দ্রুত চিরুনী চালিয়ে চুলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে ট্যাসেল জড়িয়ে খোঁপা করে নিল। আঙুলে স্নো ঘষল, তারপর পাউডারের পাফ হালকা বুলিয়ে নিল গালে, কপালে, চিবুকে। সিঁথিতে সিঁদুর পরল। এরপর পরনের শাড়িটা কুঁচিয়ে পরে ফেলল। ব্যাগটা ঝোলালো কাঁধে। তারপর পায়ে চটি গলিয়ে সুধন্যকে বললে, 'এই, আমি যাচ্ছি। চান করে খেয়ে নিও।'

সুধন্য গজ গজ করে কী বলতে যাচ্ছিল, বকুল তর্জনী দেখাল: 'দেখো যাবার সময় শাপমন্দ করলে ঠিক বাসে চাপা পড়ব। মুখ অমন করে থেকো না। কই হাসো? চলি—' বকুল বেরিয়ে গেল।

সুধন্যর রাগটা শূন্য ঘরে ফেটে পড়তে চাইলেও পারল না। সুধন্য বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল। এবং হাতের কাছে কিছু না পেয়ে এখন সে কী করতে পারে, ভেবে দেখল। একটা কিছু করা উচিত। বকুলের এই অবাধ্যতার চরম কিছু শাস্তি। যেন সে ফিরে এসে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। কী করবে? সিলিংএর হুকের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়বে? না, আত্মহত্যা পাপ। তাছাড়া বেঁচে না থাকলে বকুলের শাস্তির চেহারাটা সে কী করে চাক্ষুষ করবে! তবে কী করা যায়। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে? না, তাও মনঃপুত হয় না। পরদিন শ্বশুরবাড়ি খুঁজতে যেতে হবে তাকেই। তবে দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে, আর ফিরবে সেই গভীর রাত্রে? এটা মন্দ নয়। কিন্তু শানু যদি আজ বকুলের আগেই বাড়ি ফেরে, আর এসে দেখে বাড়ি বন্ধ, তাহলে সে কোথায় যাবে? দিদিমনির কাছে। কিন্তু তারপর বকুল ফিরে এলে সমস্ত ব্যাপারটাই জানাজানি হয়ে যাবে। শানু তো জানবেই, ও বাড়িও জানবে। তারপর তারপর। রেগে গেলে আজো যে সুধন্য কাণ্ডজ্ঞান হারায় না, এই কথা ভেবে সে স্বস্তি পেল। এবং তখনই হঠাৎ মনে পড়ল একটিমাত্র রাগের প্রদর্শনী তার হাতে আছে: ক্রমাগত কয়েক প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করা। অবশ্যই টুকরোগুলো ঘরময় ছড়িয়ে রাখতে হবে। এই অজস্র ধূমপানকেই বেশি ভয় করে বকুল। কিন্তু তারপর আবার টাকার জন্যে বকুলের কাছে উমেদারি করতে হবে। প্রেমপর্বে যেমন গলা ফুলিয়ে টাকা দাবি করা যেত, আজ আর তেমন করা যায় না। নিজের অক্ষমতায় লজ্জা রয়েছে। 'তাহলে কী আমি কিছুই করতে পারিনে',

সুধন্য নিজেকে ধমকাল : 'আমার প্রতিবাদের স্বাধীনতা নেই! আমার ব্যক্তিগত বিষয়...' কথাটা মনে পড়ে গিয়ে এতক্ষণ পর যেন মুক্তির সিংদরজা দেখল সে। সে আর কালক্ষেপ না-করে বেরিয়ে পড়তে পারে। মিনতিকে নিশ্চয়ই বাড়িতে পাওয়া যাবে। এবং অরুণা সুগৃহিণী, একটা নিমন্ত্রণ জোগাড় করতেও অসুবিধে হবে না। থাক পড়ে খাবারপত্র, বাসী হোক, বেড়ালে খাক, বকুল দেখুক, জব্দ হোক।

এ জাতীয় ইচ্ছেটাও শরীরে তড়িৎপ্রবাহ বহাল না। সুধন্য নির্জীবের মতন শয্যাগত হয়ে রইল। এ কী তার মানসিক কুঁড়েমি। ইচ্ছেটাকেও সে কাজে পরিণত করতে পারছে না। না-কি সে বয়স্ক হয়ে পড়ছে। নাঃ, কোনো উৎসাহ পাচ্ছে না। সক্রিয় চেষ্টায় যে একটা কিছু উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে যাবে তাতেও জোর পাচ্ছে না। ধ্যেৎ, মন খিঁচড়ে গেছে, আর এই বিস্বাদ মানসিকতায় কোনো আহারের রুচি নেই। ধ্যেৎ, মিনতি, ভালো লাগছে না। কোনো মানে হয় না। একেবারে বাজে। 'মনে শান্তি না থাকলে...' সুধন্য আবার উচ্চারণ করল এবং বকুলের প্রতি আবার ক্ষুব্ধ হল। এই মানসিক শান্তি বকুল নষ্ট করে দিয়ে গেছে। (বাবা, বকুলের এত ক্ষমতা! তাহলে সুধন্য তোমার মানসিক শান্তি অন্যের ওপর নির্ভরশীল! তোমার ব্যক্তিগত বিষয়...) চুলোয় যাক, সুধন্য একলা থাকতে চায়। আজ নির্জনবাসে কাটাবে। হ্যাঁ, মানুষের কখনো কখনো নির্জনতা দরকার। আশ্চর্য, সুধন্য এখন কিছুই করতে পারবে না, শুয়ে থাকা ছাড়া। তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলোও তাহলে ধার-করা, কেউ ঠেলে না দিলে....। তা নয়, সুধন্য আজ ছুটি নিয়েছে, সমস্ত জাগতিক সম্পর্ক থেকে, জগতের সঙ্গে আজ সে নিঃসম্পর্কিত।

সুধন্য পাশ ফিরে শুল। তার রাগগুলো বহুক্ষণ উত্তপ্ত রাখার পর এখন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যও ফিরে আসছে। সুধন্য কী একা একটা গানের সুর গুনগুন করছে। বোধহয় বকুলের অপেক্ষায় ক্রোধটাকে বাঁচিয়ে রাখা অসাধ্য। রাগ দেখাবার পাত্র না থাকলেও রাগেরও কোনো অর্থ নেই। দেয়ালের ক্যালেণ্ডার খসখস করে উঠলো। পিছনে একটা টিকটিকি। ওই প্রাণীটিও কী তার মতন একলা। ঘরের কোণে ঝুল জমেছে। হাতে কাজ না থাকলে আপাতত ঝুল পরিষ্কার করা যেতে

পারে। ঘরটা ভীষণ নোংরা। বাড়িঅলাকে বলতে হবে চুন দেয়ার কথা।

দরজায় শব্দ।

সুধন্য ঘাড় তুলে দেখল।

ধোপা কাপড় নিয়ে এসেছে।

'এই অসময়ে···' সুধন্য বিরক্ত হল : 'এই সময়ে মাইজি থাকে ?'

'পাশের বাড়ি চৌধুরী সাহেবের কাপড় দিতে এলাম। দেখলাম দরজা খোলা—'

'হিসেবপত্র আমি জানিনে। কাপড় রেখে যাও।'

ধোপা কাপড় রেখে বিদায় হল।

সুধন্য হাসল, না, সে বিরক্ত হয়নি। সে যে এ বাড়ির কর্তা রজক জেনে গেল, এরজন্য সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। বকুল বাড়িতে না থাকলেও সাংসারিক কর্তব্য সম্পর্কে সে যে সজ্ঞান সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা চলে না। বকুলের পরীক্ষার সময় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে ক্রমাগত চার পাঁচ দিন সে নিজের হাতে শানুকে খাইয়ে ইস্কুলে পাঠিয়েছে।

সুধন্যর খিদে পেয়েছে। শুধু শুধু আপিস কামাই হল। তার শরীর তো বেশ ভালোই আছে।

সুধন্য অতঃপর উঠে স্নান করে খেয়ে নিল।

আবার সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় কাত হল। আঃ, শরীরে আরাম লাগছে। এবং মন-মেজাজ ফিরে পাচ্ছে।

আচ্ছা : এমন হয় না মিনতি নিজেই এই দুপুরে চলে এল এ বাড়িতে। ঠিকানা সে জানে। একা-একাও সে বেরুতে পারে। আর ঠিকানা থাকলে কলকাতায় বাড়ি খুঁজে আসা যায় না! আসলে ইচ্ছের জোর থাকা চাই। ওকে কী সে কোনো দিন বাড়িতে নিয়ে এসেছে, বকুলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আলাপ করতে চাইলে ও নিজেই করতে পারত, সুধন্য বাধা দেবার কে। বেশ তো আসুক না সে। সুধন্য হাসল : কী করে ও জানবে সুধন্য আজ আপিসে না গিয়ে বাড়িতে কুঁড়েমি করবে। ও কী হাত গুনতে জানে। কিন্তু, ইচ্ছাশক্তি বলে একটা জিনিস আছে, নইলে আর আকর্ষণ কাকে বলে। এই যে এখন সে তার অপেক্ষা করছে, মিনতির মনে

কি তার টান পড়বে না। কে জানে, মেয়েটা হয়তো পড়ে পড়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। কবে যেন ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে? রবিবার। আজ মাত্র বুধবার। রবিবার রাজি হয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। মাসের শেষে এম্নিতেই টানাটানি। হয়তো শেষ পর্যন্ত আপিসে ধার করতে হবে।

সংসারের আর একটি বাড়তি প্রয়োজনীয় খরচ, সুধন্য সিদ্ধান্ত টানল।

প্রয়োজনীয়! সুধন্য যেন শব্দার্থটাকে যাচাই করতে চাইল। হ্যাঁ প্রয়োজনীয় বইকি। সংসারে কোনটা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বিচার করবে কে? সংসারে একেকজন মানুষের একেক রকম প্রয়োজনের আকৃতি। নইলে মানুষ স্বভাবে আলাদা হল কেন! কী বলছ, ফালতু প্রয়োজন? তার মানে বিলাসিতা? বিলাসিতা আর প্রয়োজনের তুমি দাঁড়ি টানতে পারো? তার অর্থ মানুষকে অরণ্য-গুহায় ফিরে যাবার পরামর্শ। প্রগতিকে, সভ্যতাকে অস্বীকার করা, অস্বীকার করা গোটা মানবসমাজের পরিক্রমাকে। আগের যুগের চোখে এ যুগের অনেক প্রয়োজনই বিলাসিতা। সুধন্য বুদ্ধিমানের আনন্দ বোধ করল।

বাইরে মেঘ করে এসেছে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে আসে।

সুধন্যর এবার ঘুম পাচ্ছে। নাঃ মিনতি আসছে না। এবং আসছে না ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে সুধন্য হাই তুলল। এখন এই নিদ্রার সময়টুকু সে একলা কাটাতে পছন্দ করছে। যেহেতু তার ইন্দ্রিয়গুলো এখন অবসিত এবং ঘুমের চেহারাটা কদর্য, বাইরের কোনো সত্তাকে সে এখন গ্রহণের উপযুক্ত নয়।

কিন্তু ঘুম হল না। শব্দ করে ইস্কুল-ফেরত শানুর আগমন ঘটল।

সুধন্যকে দেখে শানু অবাক হল। 'তুমি আপিসে যাওনি?'

সুধন্য বললে, 'না।'

'অসুখ করেছে?'

'না রে।'

'জানো বাবা, আজ এক ম্যাজিসিয়ান এসেছিলেন-আমাদের ইস্কুলে—'

'তাই বুঝি আগে আগে ছুটি হয়ে গেল?'

'হুঁ। বাবা, মা কখন আসবে?'

'কেন রে?'

'খিদে পেয়েছে।'

'ঘ্যাখো। মা রেখে গেছেন নিশ্চয়।' সুধন্যকে উঠতে হল।

'এই শুকনো রুটি রোজ-রোজ—' শানু বোধহয় বাবাকে দেখেই আপত্তির পতাকা তুলল।

'কী খাবে? পয়সা নিয়ে যাও। দোকানে গরম সিঙ্গারা যদি পাও—

শানু পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুধন্য জল গড়িয়ে খেল। হাসল। অনেকদিন শানুকে সঙ্গদান করা হয়নি। ছেলেরা বাবার সঙ্গ চায়। নইলে দূরত্ব বাড়ে। এবং বড় হলে দূরত্বটা কঠিন অভিমানের রূপ নেয়। সুধন্য এই সকল মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ভালো করে জানে। কে বলতে পারে, সে-উদ্দেশ্যেই সে শানুকে আজ গরম সিঙ্গারার সানন্দ অধিকার দেয় নি! 'শানুকে আমি ভালোবাসি' উচ্চারণ করেই সে নিজের কাছে আহাম্মক হয়ে যায়: নিজের সন্তানকে ভালোবাসা কোনো ঘোষণার অপেক্ষা করে না। তবে কী এটাও একটা ছলনা, নিজের সন্তানের কাছে! না, ছলনা নয়, সুধন্য সবেগে মাথা নাড়ে: 'আমার অনেক থাকলে আরো দিতাম।' সে কাকে অধিক ভালোবাসে? বকুল, না, শানু? আহা, কী প্রশ্ন! তবে, সুধন্য স্বীকার করে: শানুর আকাঙ্ক্ষা মনের ভেতরে রূপ নেবার আগেই অপ্রস্তুতভাবে সে এসে গেছে। বকুল ও তার ভালোবাসা শানু এসে তার ঘূর্ণির মধ্যে জড়িয়ে গেছে। তাদের তিনজনের অসম্পূর্ণতা শেষ পর্যন্ত একটা সম্পূর্ণতার বৃত্ত রচনা করেছে। 'আমাদের আর-একটু সময়ের দরকার ছিল, দাম্পত্যের প্রাথমিক উত্তেজনাকে কাটিয়ে সুখের আকৃতিটার স্থায়ী মুদ্রা নেয়া পর্যন্ত, যে শিশুসম্রাট আসছে তার জন্য রাজকীয় অভ্যর্থনা রচনা করতে পারতাম···'

'বাবা, এনেছি। তুমি একটা খাও—'

'তুমি খাও।'

শানু সিঙ্গারায় কামড় দিল। ওর মুখটা ক্ষুধায় শীর্ণ ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'তোমার দুধটা করে দিই।' সুধন্য স্টোভ জ্বালালো।

'বাবা—'

'কেন?'

শানু লাজুক হাসল।

সুধন্য তাকিয়ে রইল ওর দিকে। 'ওর হাসিটা পর্যন্ত আমাকে নকল

করেছে,' সুধন্য চিন্তিত হল : 'ও আমার মতন দেখতে হচ্ছে। ছোটোবেলায় ততটা ধরা যায়নি। ওর মনও কী আমার ছায়ায় গড়ে উঠবে। আমার মতন উদ্‌বিগ্ন, অস্থির, দুর্বল। তাহলে ও কষ্ট পাবে।' সুধন্য ভাবল : 'ও একটু কঠোর হোক, মন নিয়ে অতিরিক্ত বিলাসী যেন না হয়। এই সংসারটা ক্রমশ জটিল হচ্ছে, এখানে নির্বোধ মনোজীবীর স্থান নেই।'

শানু কী বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সুধন্য ওর নাগালে দুধের পাত্র এগিয়ে দিল।

'বাবা; মার কী আজ দেরি হবে ?'

'না। এসে পড়বে। মা এলে আজ বেড়াতে যাব।'

'সত্যি ? কোথায় যাবে ?'

'গঙ্গায় জাহাজ দেখে আসব।'

'কী মজা হবে। মা আসছে না কেন ?'

বকুল দরজায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে।

সুধন্যকে জামা-কাপড় পরতে দেখে বকুল মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল : 'বেরোচ্ছ নাকি ?'

সুধন্য একটু থমকে গেল। বকুলের মুখের দিকে না তাকিয়ে বললে, 'কেন ?'

'সিনেমা বুঝি ?'

'সিনেমা। মাসের শেষে।'

'রবিবার দুপুরে বেরোচ্ছ, তাই ভাবছিলাম—'

'একটু কাজ আছে।'

'ফিরতে কী দেরি হবে ?'

'কেন ?'

'আমাদের ফিরতে একটু রাত হবে। অনিমাদির বাড়িতে যাবার কথা।'

'আচ্ছা।' সুধন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

রাস্তায় নেমে সিগারেট ধরাল সুধন্য। বকুলের হাসি, কথা বলার ধরন পর্যন্ত পালটে গেছে। না-কি এটা তার উচাঙ্গের আমোদ। যেন সুধন্যকে

এখনো অপরিপক্ক শিশু ভাবে। কেন? ছুটির দিনে কী দুপুরে বেরুনোর রেওয়াজ নেই। এবং তারজন্যও কৈফিয়ত দিতে হবে। এটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। আবার ব্যক্তিগত, উচ্চারণ করেই হাসল সুধন্য।

এখান থেকে সোজা বাস ধরলে তাড়াতাড়ি পৌছনো যায়। কিন্তু তাড়াতাড়ি করল না সুধন্য। বরং একটু হেঁটে মোড়ে গিয়ে ট্রাম ধরবে। ভাড়া সস্তা হবে। হ্যাঁ: আর্থিক প্রসঙ্গটাও ভাবতে হয় বইকি। সংসারের বাড়তি প্রয়োজনীয় খরচ, আবার হাসবার চেষ্টা করে সুধন্য। দু'টাকার নোট আর কিছু খুচরো পয়সা পকেটে আছে। ওর সঙ্গে দেখা হলে কোথায় যাবে কী করবে এখনো হিসেবের মধ্যে নেই। তাই এই আর্থিক সতর্কতা। একটি মেয়ের সঙ্গে হাঁটতে গেলে নিজেকে ক্ষমতাবান পুরুষ না ভাবলে অহংকারে লাগে। মিনতি অবশ্য তার সামর্থ্য জানে, কিন্তু সুধন্য তো নিজের থেকে তা জানাতে পারে না। আর্থিক বিষয়টা ইতিপূর্বে এমন করে, আর নাড়া দেয়নি। অথচ বিষয়টা বাস্তব ইচ্ছেগুলো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে শীতকালে খাটো লেপে শরীর ঢাকবার বাহাদুরির মতন, উপমায় পুনরায় হাসল সুধন্য।

সুধন্য চমকে উঠল। হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট না? সঙ্গে আপিসের আধুনিকা লেডি টাইপিস্ট না? বা—বা, শহরটা একটা বৃষভ আর গাভীতে পরিণত হয়েছে। এই দুপুরটা দুঃসহ গ্রীষ্মের তরমুজের মতন ফেটে পড়েছে। ওরা তাকে দেখতে পায়নি তো? চোখাচোখি হলে সেই লজ্জিত হত। একটা সেকশনের বড়বাবু, সৌম্য, শান্ত প্রৌঢ় এবং……। ওঁরা কোথায় যাচ্ছেন? এই গরমে আইসক্রিম, না শীতাতপ, না কী যেন কথাটা? দূর ছাই, পরচর্চা করে লাভ নেই। কী যেন বিষয়টা? সংসারের বাড়তি প্রয়োজনীয় খরচ। হেড অ্যাসিস্ট্যান্টের অর্থের ভাবনা নেই। তাঁর পদমর্যাদাই একটা অর্থময় বস্তু। অথচ তাকে চিন্তা করতে হচ্ছে, গুনে গুনে হিসেব করে। যেন ফেঁসে যাওয়া সিল্কের পাঞ্জাবি পরে সাবধানে ট্রামে-বাসে ওঠা।

সুধন্য ট্রামে লাফ দিয়ে উঠল। রবিবারের ট্রাম বেশ হালকা থাকে। সুধন্য রুমাল বের করে ঘাড় মুছল। গতকাল অনেকক্ষণ ক্যান্টিনে কাটিয়েছিল সুনীতের সঙ্গে। সুনীত ভীষণ বকছিল। সুধন্য ওর দিকে তাকিয়ে ছিল, ওর

কথা শোনেনি। কী যেন, ওর বাবা মিনতির আর একটি সম্বন্ধের জন্যে যোগাযোগ করতে বলেছেন। শান্তিপুর এখনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। ওরা হাতে রাখছে। মিনতির মতন মেয়েকে ওদের পছন্দ হয় না! আশ্চর্য।

গন্তব্যের কাছাকাছি আসতেই আবার মনটা চুমরে গেল সুধন্যর। কেমন শূন্যে ঝোলা মানুষের মতন অসহায় লাগে। কিংবা দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর হাঁটার ছাড়পত্র পেলে যেমন লাগে। এ কী একজাতীয় মানসিক বিকার অথবা স্নায়ুপীডা! এবং ফিরে যাবার বাসনাটা প্রবল হয়ে ওঠে। সুধন্য অবাক হয়, ভাবে বোধহয় শরীরটা তার মনের তারুণ্যের সঙ্গে সঙ্গত করতে পারছে না।

সুধন্যকে তবু নামতে হল।

আর, নেমেই দেখল ট্রাম-স্টপে মিনতি। বললে, 'কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি। চলুন, চলুন আমাদের বাড়িতে।'

'বাড়িতে।'

'আর বলবেন না। দাদা বউদি একটু আগে বেরিয়ে গেল দক্ষিণেশ্বর না বেলুড়। ভাগ্যিস আমার শরীর খারাপের বুদ্ধিটা হল, তাই আমাকে বাড়িতে পাহারা রেখে '

'কিন্তু—'

'আর কিন্তু করবেন না। ওদিকে হয়তো চোরে সব চুরি করে নিয়ে গেল।'

মিনতি সুধন্যকে পিছনে ছুটিয়ে নিয়ে চল।

বাড়িতে পা দিয়ে মিনতি বললে, 'ভালোই হল। মাঠে-ময়দানে কোথায় না কোথায় একটু আশ্রয়ের জন্যে ছুটতে হত⋯ '

সুধন্য বাইরের ঘরে বসে পড়বে ঠিক করল।

মিনতি সদর দরজা বন্ধ করে বললে, 'আজ এখানে না। চলুন আমার ঘরে বসি। আমি চা করব, আপনি গল্প করবেন।'

সুধন্য পিছন পিছন বারান্দা পেরিয়ে মিনতির ঘরে ঢুকল। তারপর আর কোনো কথা না বলে আরাম করে ওর বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

'এক মিনিট। আসছি।' মিনতি জলদ পায়ে বেরিয়ে গেল।

সুধন্য সিগারেট ধরাল। মনের ওপর একটা চাপ অনুভব করছে সে। না কি তস্করের মতন এক ধরনের মিশ্র আবেগ। পাপবোধ? কেন? সে কী

এ বাড়িতে আসতে পারে না? এসে যদি দেখে ওরা নেই, তাহলে কী চলে যাবে? মিনতি ছাড়বে কেন? চা না খাইয়ে সুধন্যাকে চলে যেতে দিলে দাদা রাগ করবে না।

সুধন্য নিশ্বাস ফেলে আরো আরাম করে শুল।

খুচরো একটা উদ্বেগ মনে কাজ করলেও, মাথার ওপরে আচ্ছাদন এবং চার দেয়ালে ঘেরা এই ঘরে স্থির এক আবেগ ঘন হয়ে উঠেছে। বোধহয়, এর নাম সীমার বন্ধন। নিজের অস্তিত্ব অসীমের মাঝখানে বিন্দুর মতন হারিয়ে যায় না। এখানে সমস্ত ইচ্ছা বাসনাকে হাতের মুঠোর মধ্যে আয়ত্তে রাখা যায়।

সুধন্যর নিশ্বাস ভারি হয়ে ওঠে। সে যেন ইচ্ছার তরঙ্গশীর্ষে অবলীলায় আরোহণ করে ফেলেছে। আর বাসনার একটা খরচেতনা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। ছড়ানো মনটা সংক্ষিপ্ত একটিমাত্র শিখায় জ্বলছে। সুধন্যর চোখ জ্বালা করে, গলার ভেতর শুকনো হয়ে ওঠে। সুধন্যর ইন্দ্রিয় ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে। আর, এক রাশ আরক্ত অন্ধকারের মধ্যে সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সুধন্যর মনে হল সে একটা ধাঁধার মধ্যে পথ খুঁজে না পেয়ে ক্রমাগত ঘুরছে, এবং গুটিপোকার মতন নিজেরই রেশম আচ্ছাদনে জড়িয়ে পড়ে।

'এই যে সাধু মহারাজ আপনার চা—'

সুধন্য অন্যমনস্ক চমক উঠল। হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু ওর হাসি বিবর্ণ হয়ে গেল। আবার চোখ জ্বালা, আরক্ত অন্ধকার···

'আমাকে এক গ্লাস জল দেবে?

মিনতি জল গড়িয়ে দিল।

'অ্যাশট্রে নিন। আমার ঘর নোংরা করবেন না। সিগারেটের গন্ধে আমার রাত্রে ঘুম হবে না।'

সুধন্য হাসল। 'সিগারেটের গন্ধ তোমার সহ্য হয় না, তাই না?'

'হ্যাঁ। হয় না।'

'কী করে বুঝলে যে সহ্য হয় না?

'বা।'

'বা নয়, বলতে হবে।' সুধন্যর চোখ জ্বালা করছিল, আর একটা অন্ধকারের ঢেউ: 'যা তুমি জানো না তা নিয়ে আনাড়ির মতন কথা বলতে যেও না।'

'আনাড়ি।'

'হ্যাঁ। আনাড়ি। আনাড়ির মতন…' সুধন্য কাঁপছিল এবং কাঁপুনিকে কাটাবার জন্যেই সীমায় টেনে আনা মিনতির শরীরটা: 'যা তুমি জানো না …' কথা আটকে গেল সুধন্যর, মৃত্যুর চেয়েও তীব্র একটা বিক্ষোভে যন্ত্রণায় সমস্ত জ্বালা উজাড় করে দিল। মিনতি ইচ্ছার কাছে বাঁধা: 'আমাকে ছেড়ে যেও না', ভাঙা স্বর সেতারের মতন কাঁপতে কাঁপতে হারিয়ে গেল। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি……' সুধন্যর গলার স্বর ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার হয়ে গেল। 'ছাড়ো লক্ষ্মীটি—' মিনতি টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুধন্য চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছে। এই ঘরটা যেন তাঁবুর মতন ভেঙে পড়েছে। চেখে খুললেই ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়বে সুধন্যর। তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত হয়ে উঠানামা করছে, নিশ্বাস পতনের শব্দ কী শুনতে পাচ্ছে সুধন্য। একটা শান্ত আগ্রহের আনন্দ সমস্ত সত্তাকে জড়িয়ে ধরেছে। একটা অধিকার বোধের ধনী গৌরব তার মনকে বিত্তবান্ করে তুলেছে। 'মি—ন—তি আমার।' আ—মা—র। একটা সৌরভ স্পর্শ-স্পন্দন তাকে নিথর করে রাখে।

মিনতি এখনো ফিরছে না কেন। ও কোথায় গেল।

সুধন্য চোখ খুলল। অনেক-সময় গড়িয়ে গেছে। কতক্ষণ এসেছে সে। ক—ত—ক্ষ—ণ।

সুধন্য উঠে দাঁড়াল। এই ঘরটা একটা আচ্ছাদন, একটা সীমা, যেখানে ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবে গ্রহণ করা যায়। মিনতি। মিনতি কী রাগ করে সরে গেল। এমন হঠকারী পরিস্থিতির জন্যে সে কী প্রস্তুত ছিল না। তাহলে? পাপ-পুণ্য, সংশয়-দ্বিধা, দোলকে দুলতে থাকে সুধন্য। আর, সুনীচ একটা গ্লানি, ক্লেদ, হতাশা…

'মিনতি।'

সুধন্য বেরিয়ে এল বারান্দায়। তারপর পাশের ঘরে—

মিনতি ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল: 'এ কী আপনি চলে যাচ্ছেন?'

মিনতি হাসছে। ওর চোখে মেঘভাঙা রোদ্দুর। 'না, এখন আপনার যাওয়া হবে না। দাদারা আসুক।'

সুধন্য গবেষকের মতন ওর দিকে তাকাল। চোখ মুখ চিবুক।

সুধন্য হাসল। 'কেন ?'

'আর হাসতে হবে না। ছোটোলোক একেবারে !'

সুধন্য কী বলতে যাচ্ছিল।

মিনতি তর্জনী তুলল : 'চুপ।'

সুধন্য হাসল ফের।

'আবার !' মিনতি চোখ পাকালো : 'ঘরে গিয়ে বসুন বলছি। নইলে— খুব চলে যাওয়া হচ্ছে। এমনি স্বার্থপর। আমার বুঝি ইচ্ছে করে না ?'

সুধন্য ওর পাগলের মতন কথায় হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। আবার ফিরে এল ঘরে। এই ঘরটা একটা আচ্ছাদন, একটা সীমাবোধ। সুধন্য সিগারেট ধরাতে গিয়ে ধরাল না। সুধন্য তার অস্তিত্বকে একটা উদ্ভিদ মনে করল, বিরাট বনস্পতি হয়ে শাখা বাহু ছড়িয়ে আকাশকে স্পর্ধা জানাচ্ছে। সে-শাখায় ফুল, ফল, পাখি।

মিনতি প্লেট ভরতি পিঠে নিয়ে ঘরে ঢুকল। 'নিন। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।'

সুধন্য হাসল। 'তোমাকে শরৎবাবুর নায়িকার মতন দেখাচ্ছে।'

'ইয়ারকি করতে হবে না। আপনি বুঝি শ্রীকান্ত ' জিভ কাটল মিনতি : 'বউদি তৈরি করেছে—'

মিনতি একটু সরে বসল। ওর চোখ চকচক করছে। কপালের কাজলের টিপটা পুলকের মতন জ্বলছে। গায়ের শাড়িটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। ওকে গোধূলির নদীর মতন তদ্‌গত দেখাচ্ছে। জলে আলোছায়া। আর দু একটি নক্ষত্রের কৌতুক।

'না। কোনো কথা নয়। জানি কেবল ·'জে বকবেন।'

'তাহলে আমি কী করব।'

'খান। কথা বলবেন না।' মিনতি হাসল : 'আমি শুধু চুপ করে আপনাকে দেখব।'

সুধন্য বললে, 'আমাকে বেকায়দায় ফেলা।'

'আচ্ছা ?'

'কবে আবার দেখা হচ্ছে ?'

'হবে না। হচ্ছে না।'

'কেন?'

'কেন আবার। দেখা হলেই তো—'

'না। আর হবে না।'

'খুব দেখা আছে।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না।

'বিশ্বাসের কী রেখেছেন?'

'বা, আমি…'

'চুপ।'

সুধন্য বললে, 'আমি এবার যাই—'

মিনতি ফিসফিস করে বললে, 'এখন না। আজ আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।'

সুধন্য বললে, 'আমার কাছে এস।'

'না।'

'কেন?'

'অত কাছে গেলে আপনাকে দেখতে পাবে না।'

'মিনতি—'

'কেন? এই তো বেশ আছি।'

'তবে কাছে এলে কেন?'

'জানিনে। বোধহয় আপনি চেয়েছিলেন বলে।'

'তুমি চাও নি?'

'হুঁ—'

'তবে?'

'এই তো এসেছি।' মিনতি কাছে সরে এল।

'মিনতি, আমি তোমাকে‥'

'জানি।'

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

মিনতি ধড়মড় করে উঠে পড়ল। 'ঝি এসেছে।' মিনতি বেরিয়ে গেল।

সুধন্য টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। ফোটোস্ট্যাণ্ডে মিনতির ফোটো, চুল খোলা, প্রোফাইল।

সুধন্য টেবিলের বই খাতা নাড়াচাড়া করল। টাইপ শেখার খাতা a s d f g···পৃষ্ঠা ভরতি পাঠাম্বক্রম। মিনতি টাইপ শেখে, সম্বন্ধ এলে সেজেগুজে উপস্থিত হয়, প্রেম করে: আশ্চর্য, মিনতি একসঙ্গে কত কাজ করে। ও কী আপিসে চাকরি করতে বেরুবে? ওর ভেতরে একটা স্বাধীন অজানা সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনছে। সুধন্য অন্যমনস্কে মিনতির কলম তুলে নিল। তারপর আবোল-তাবোল লিখে চলল। 'এসেছি' 'সে এল' 'মিনতি····'

'আপনার চা—'

'আবার চা।' সুধন্য চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল। 'চা খেয়েই আমি চলে যাব।'

'কেন? ঝি এসে গেল বলে?' মিনতি হাসল। 'এতদিন কথা বেচে চলছিল। আর চলে না বুঝি?'

'তোমার ফোটো দেখছিলাম।'

'দূর, একদম বাজে।'

'কেন? বাজে কেন?'

'পাগলামো।' মিনতি বললে, 'দেখছেন, দাদা বউদি এখনো ফিরল না?'

সুধন্য হাসল। 'বাড়িতে তো পাহারা আছে।'

'হ্যাঁ। আমি এই করি।'

'তুমি ওদের সঙ্গে গেলে না কেন?'

'আহা, তাহলে মহাশয় কী করতেন?'

'কী করতাম আবার। ফিরে যেতাম।'

'তাহলে ভালো হত বুঝি? তারপর দেখা হলে আমাকেই তো রাগ ভাঙাতে হত।'

'এই, সত্যি চলি এখন।'

'দাদা এলে কী বলব?'

'ইয়ারকি?'

মিনতি হাসল

'পরশু ?'

'না।'

'তবে ?'

'এই তো দেখা হল।'

'বেশ। তাহলে।'

'এই—'

'কী ?'

'আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে—'

সুধন্য ওকে কাছে টেনে নিল। মিনতির চোখ দুটো সাপের চোখের মতন জল-ভরা। কপালের টিপ পুলকের মতন জ্বলছে। ওর শরীরটা স্পন্দন-উষ্ণতা সৌরভে…

মিনতি আঁচলে ঠোঁট মুছে সরে গেল।

সুধন্য দ্রুত পথে নেমে গেল।

উন্মুক্ত রাজপথে পড়ে সুধন্য এতক্ষণ পর একটা উদার নিশ্বাস ফেলল। ঘরটা একটা সীমা, তার মধ্যে ইচ্ছাগুলো আটকে ছিল। এখন ইচ্ছাগুলো আকাশ হয়ে গেছে। এতক্ষণকার উদ্‌বেগ, মানসিক চাপ হালকা হয়ে গেছে। সুধন্য এখন নিজস্ব, স্বাধীন, ইচ্ছাগুলো কারুর ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত নয়। কারুর একটি সজ্ঞান উপস্থিতি তাকে সতর্ক রাখেনি।

সুধন্য সিগারেট ধরাল।

ছোটোবেলায় গ্রামের এক গাছতলায় একটা দেবতার দারুময় মূর্তি দেখেছিল। তার তিনদিকে তিনটি মুখ। অর্বাচীন মানুষের এই শিল্পকর্মে অবিশ্বাসের কৌতুক অনুভব করেছিল সুধন্য। কিন্তু আজ আর বিস্মিত হয় না। কারণ এই লৌকিক দেবতা সুধন্য নিজেই। একটি মুখ তার বাড়িতে, একটি আপিসে, আর একটি মিনতির কাছে।

একটি মানুষ আর তার তিনটি মুখ। এবং একটি মুখও অপ্রয়োজনীয় নয়। সে কী বাড়ি ছাড়তে পারে ? পারে না। আপিস ? না। মিনতি ? না।

জীবনধারণের জন্যে ক'টি মুখ দরকার? না, একটি মুখকেও সে নষ্ট করে ফেলতে পারে না, সবগুলিই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। অথচ কোনোটির সঙ্গে কোনোটি মিশে একাকার হয়ে যায় না। যেমন একই টেবিলের তিনটি দেরাজ, প্রয়োজনে যখন যেটাকে খুলে দেয়া হচ্ছে।

এই তো বকুল, ঘর আর বারান্দায় কাজে ছুটোছুটি করছে। এই প্রত্যহের হিসেবী কাজগুলোতে বকুল আনন্দ ও তৃপ্তি পায়। সুধন্যাও ওর কাজগুলোকে সানন্দে সমর্থন করে বইকি। স্বামীর জন্যে, সন্তানের জন্যে, কারণে এবং অকারণে বকুলের উদ্বেগগুলিরও তাৎপর্য আছে। সংসারের প্রতি বকুলের নিবিড় এই মমত্ববোধ দেখে সুধন্যা একসময়ে বিস্মিত হয়, বাইরে গিয়ে সে কাজ করে কী করে। বিশ্বাস হয় বকুল কাজ ছেড়ে দিলেও সংসার নিয়ে নিরবকাশ দিনপাত করতে কষ্ট পাবে না। অথচ, সুধন্যার এই কাজগুলির প্রতি কোনো অতিরিক্ত আগ্রহ নেই। ক্রমশ বকুলের এই কাজ ও তার মধ্যে একটা পাতলা কাচের আবরণ গড়ে উঠেছে। সো-কেশ থেকে যেমন দোকানের সামগ্রী দেখা। অবশ্য এই কাজগুলি বন্ধ হয়ে গেলেও ভালো লাগবে বলে মনে হয় না সুধন্যার। কারণ এগুলি সংসারেরই রোজকার জলতরঙ্গ। সুধন্যা এমন ধরনের অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে কেন? বোধহয় এই কাজগুলির পিছনে তরে সক্রিয় কোনো উদ্যোগ নেই। না, কোনো ভূমিকা। বকুল সংসার-পরিচালনায় তার কোনো মতামতের অপেক্ষা রাখে না। সে ধরেই নিয়েছে সুধন্যা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং অনাসক্তও বটে। না-কি এ বিষয়ে বকুলেরও একটা সুপ্ত অভিমান আছে। সংসারের প্রবাহ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা। তাকে শুধু দৈনন্দিন বাজার করবার অধিকারটুকু দিয়ে রেখেছে বকুল, যে অধিকার সে যে-কোনোদিন তুলে নিতে পারে। পানুর ইস্কুলের মাইনে পর্যন্ত বকুল নিজের হাতে দিয়ে আসবে। তাহলে আর সুধন্যার হাতে কী করার থাকে! সকালে বাজার এনে দিয়ে সে মুক্ত, দাড়ি কামানো, স্নান করা, খাওয়া আর আপিসে বেরুনো—যেগুলি তার ব্যক্তিগত কাজ।

'আমাকে আর এক কাপ চা দেবে?'

'দিচ্ছি।'

বকুলের গলার স্বর কী ভার-ভার ঠেকল? কেমন গম্ভীর।

বকুল কপালের ঘাম মুছতে মুছতে চা দিয়ে গেল।

না, সুধন্যর সমস্ত দুশ্চিন্তাগুলো বানানো। বোধহয়, নিষ্কর্মা চিন্তার ফলশ্রুতি। বকুল আশ্চর্য ভালো মেয়ে, সুধন্য উচ্চারণ করে। তার মানে নির্বোধ? সংসারের ভালোমানুষকে লোকে আদর করে গাধা বলে ডাকে। না না, সুধন্য প্রাণপণে অস্বীকার করে। বকুলকে সে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, সহানু···· সুধন্য, চুপ করো, এ ধরনের খোসামোদ বড় নির্জলা ঠেকে। কী বলছ? হ্যাঁ, ওর তথাকথিত ভালোমানুষির ওপর তোমার ইচ্ছার স্বর্গ টিকে রয়েছে। ভালোমানুষি কোনো গুণ নয় সুধন্য, প্রকাণ্ড নির্বুদ্ধিতা। সুধন্য, রাগ করো না, তোমার রাগগুলোও ভণ্ডামি। স্বর্গীয় শিশু বলে আর নিজেকে কতদিন চালাবে? আসলে তোমার কোনো জীবনই নেই। আজ এর কাল ওর কোট পরে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমার মতন একটা মানুষকে নির্বাচন করাটাই বকুলের লজ্জা।

'চান করবে না? নটা বেজে গেছে।'

'যাচ্ছি।'

সুধন্য চিন্তিত মুখে স্নান করতে গেল। তাহলে কী বকুল সব জেনেশুনেই —কেবল দশজনের চোখে তার লজ্জা ঢাকবার জন্যেই চুপ করে আছে। মাথায় জল ঢালতে ঢালতে সুধন্য একটা ক্লান্ত বেদনা বোধ করল। বকুলের জন্যে, তার নিজের জন্যে। সুধন্যর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বকুল অতিশয় ভালোমানুষ, তার ভালোমানুষিতার জন্যে সে কষ্ট পাবে কেন! সুধন্য তো কষ্ট দিতে চায় না। সুধন্য কী নিজেও কিছু নিরুপদ্রব শান্তিতে আছে! সে তো নিছক জ্যামিতিক উপপাদ্য নয়। তারও দ্বিধা-সংশয় বেদনা-নৈরাশ্য আছে। সেও কষ্ট পায়। সুধন্য স্বীকার করে। কিন্তু সুধন্য নিজেকে ঠেকাতে পারে না। কোথা থেকে ইচ্ছেগুলো শরীরে অংকুর তোলে। তখন মনে হয় সে-শরীর তার নয়। অন্য কার, অন্য কারুর। আর-একটা জীবন কোথা থেকে তাকে আঁকড়ে ধরে। বকুল তার অভ্যাসে জড়িয়ে গেছে, হয়তো ও একটা সংস্কার, যার জন্যে ওর স্বভাব বারবার বকুলের বিরুদ্ধে নালিশ ঘোষণা করছে। বকুল সুধন্যর স্বভাবকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বোধহয় তার এই নিজস্ব স্বভাব কখনোই কারোর কাছে বাঁধা পড়েনি। বকুলের অনস্তিত্ব সুধন্য কল্পনাও করতে পারে না। বকুল নেই সে আছে, চিন্তার

অতীত। জীবনে কোনোদিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বকুলকে জড়িয়েই নিতে হবে। বকুল তা জানে।

সুধন্য আয়নার সামনে দ্রুত চুল আঁচড়ে নিল। 'খাবার দাও।'

'দিয়েছি।'

সুধন্য আসনে বসল। আজ সন্ধ্যায় ফিরে এসে বকুলের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় বসতে হবে। 'আমার সম্পর্কে তোমার কী অভিযোগ আছে? অভিযোগ থাকলে মেনে নিয়েছ কেন? কেন এতদিন বলোনি?' 'আমি কী কখনো কোনোদিন তোমাকে অবহেলা করেছি?' 'যদি মনে করো তোমার থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছি তাহলে কেন শক্ত করে ধরে রাখোনি?' 'হ্যাঁ, আমি মিনতিকে ভালোবাসি। তার অর্থ তোমাকে অস্বীকার করিনে। মিনতি জানে আমি তোমাকে ছাড়তে পারিনে। আমি সূর্যকে ভালোবাসলে চাঁদকে ভালোবাসতে পারিনে?'

সুধন্য বেরিয়ে পড়ল আপিসের উদ্দেশে।

করিডরে দেখা হতে সুনীত শুকনো গলায় বললে, 'তোমার সঙ্গে বিশেষ জরুরি কথা আছে।'

সুধন্যর বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। 'আমার সঙ্গে··· ?'

'বাড়িতে বয়স্কা অনূঢ়া মেয়ে একটা প্রবলেম।'

সুধন্য আরো জমে গেল। কী বলতে চায় সুনীত? মিনতি কী কিছু বলেছে? মিনতি···

'শান্তিপুরের ওঁরা খবর দিয়েছেন। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। এদিকে মিনতি···'

'কী করেছে মিনতি?' সুধন্যর শ্বাসরোধ হয়ে আসে।

'বলছে বিয়ে করবে না। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বসে আছে।'

'কেন? বিয়ে করবে না কেন?'

'কে জানে, হয়তো কোনো অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার আছে। দাদা হওয়ারই একটা অসুবিধে। কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারিনে। অরুণা বলছিল: তুমি একটু বুঝিয়ে বললে, তোমাকে ও বিশেষ শ্রদ্ধা করে···'

'আমি।' সুধন্য নার্ভাস হল। 'আমাকে বলবে কেন?'

'আরে ব্রাদার, কারুর কাছে তো বলতেই হবে। আমি তো আর হাত গুনতে জানিনে।'

'তুমি আমাকে বিষম বিপদের মধ্যে ফেলছ।'

'না ভ্যাখো, আমি ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে বলিনে, বলবও না। ও যাতে সুখী হয় সেখানে আমার সহযোগিতা করতে আপত্তি নেই। কিন্তু ওর ইচ্ছেটা তো আমাকে বলবে? আমাকে না বলুক ওর বউদিকে? তাই বলে বিয়ে করব না, এটা একটা কথা হল না। তুমি কী বলো?'

সুধন্য বললে, 'তাই তো।'

'তুমি তাহলে আজ যাচ্ছ ছুটির পর? বাড়িতে অসুবিধে হলে লেকে নিয়ে যাও। সোজা কথা, আমি ওর সিদ্ধান্ত দু-একদিনের মধ্যে জানতে চাই।'

সুধন্য বললে, 'দেখি।'

সুনীত বললে, 'দেখি নয়। তোমাকে করতেই হবে। এটা একটা প্রেসটিজের ব্যাপার। বাড়িতে হাঙ্গার স্ট্রাইক করে-টরে ও একটা অশান্তি বাঁধিয়ে বসেছে।'

সুধন্য তার টেবিলে এসে বসল। বেয়ারা কোথায় গেল? জল খেতে হবে। সুধন্য তুমি কী করবে? জানিনে। সুধন্য নিজের ওপর বিরক্ত হচ্ছে। এটা মিনতির ব্যাপার, ও যা ভালো বুঝবে। সুধন্য, তুমি ওকে কী বোঝাবে? বা, এ বিষয়ে তার কী করণীয় আছে। আর তা শুনবেই বা কেন মিনতি। সুধন্য, তুমি মিনতির ভালো চাও না। সুধন্য পৃথিবীর সকলেরই শুভ চায়। তাতে কী হল? সুধন্য, মিনতির বিবাহ তুমি চাও না? বা, সুধন্য কী ওর চাওয়াকে বাধা দিতে পারে! বিবাহ তো মিনতি করবে। সুধন্য, চালাকি রাখো, তুমি কী আশা করো মিনতি চিরকাল সম্ভাবনাহীন অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে জীবন কাটাবে? না, সুধন্য তা আশা করে না। তবে? তোমার এ-ব্যাপারে কী কর্তব্য আছে? কর্তব্য নেই, সুধন্য মাথা নাড়ল: এমন তো হতে পারে মিনতির বিবাহের প্রতিবন্ধক সুধন্য নয়, অন্য কেউ, অন্য কিছু। সুধন্য মিনতিকে কতটুকু চেনে। সুধন্য, সুধন্য, বিস্তর কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন? ধরো মিনতি স্পষ্ট তোমাকে জানিয়ে দিল: তুমিই ওর বিয়ের একমাত্র বাধা। তাহলে? সুধন্যর মুখ সপাটে হয়ে ঝুলে পড়ল। সে

কী জবাব হাতড়াচ্ছে! সত্যিই সে এরকম প্রশ্নের ওপর কী বক্তব্য রাখবে? সুধন্য জবাব চাই। সুধন্য চুপ করে রইলে কেন? নাঃ সুধন্য যাবে না, সুনীতকে তার অক্ষমতা জানিয়ে দেবে। মেয়েদের মনের আগুন নিয়ে খেলা করা ভালো নয়। কে জানে মিনতি কী বলে বসবে! ওর কাছ থেকে কিছু অধিকার পেলেও বাস্তবে সে ওর লয়্যাল গার্জিয়ান নয়। না, এ জাতীয় দাদাগিরি তার দ্বারা হবে না। সুনীত ভুল বুঝবে, কষ্ট পাবে। তার কিছু করার নেই।

কিন্তু ছুটির পর সুনীত তাকে একরকম পাকড়াও করে করে নিয়ে চলল। সুনীতকে এড়ানো বড় শক্ত।

বসবার ঘরে সুধন্যকে একলা বসিয়ে সুনীত ভেতরে চলে গেল।

'আমি মিনতিকে চা দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভেতরের দরজাটা ভেজিয়ে দেবো। কেউ তোমাদের বিরক্ত করবে না।'

সুধন্য স্থির হয়ে বসে রইল। নাটক, দস্তুরমতন শ্বাসরোধকারী রহস্যপূর্ণ নাটক। সুধন্য একটা গোলকধাঁধার মধ্যে আটকে পড়েছে। বেরুবার পথ খুঁজে পায় না। সুধন্যর আপাদমস্তক ঘামতে থাকে। উত্তেজনাগুলো শীতল হয়ে বুকের ভেতরে কাঁপুনি ধরছে।

মিনতি নিঃশব্দে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওর মুখ থমথমে।

'দাদা বললে আপনি আমাকে ডেকেছেন?' মিনতির চোখ দুটো কুঁজো হয়ে বসা সুধন্যর ওপর দিয়ে হেঁটে গেল।

সুধন্য শুকনো গলায় বললে, 'বোসো।'

মিনতি বললে, 'না, বসব না। আপনি কী দাদার হয়ে কিছু বলবেন, না কি আপনার নিজের কোনো কথা আছে?'

সুধন্য শাদা চোখে দেখল ভেতরে যাবার দরজাটা নিঃশব্দে ভেজানো হয়ে গেছে। বন্দী এই ঘরটায় তারা দুজন প্রাণী।

মিনতি ছোটো নিশ্বাস ফেলে বললে, 'শুধু দাদার জন্যে আপনি আজ আসতে পারেন কখনো বিশ্বাস করি নি। আপনার সম্পর্কে অন্যরকম ধারণা ছিল…'

মিনতির শব্দের উচ্চারণগুলো রক্তহীন, উচ্ছ্বাসহীন, কঠিন লৌহপিণ্ডের ন্যায়।

সুধন্য আস্তে বলল, 'না, ঠিক তা নয়।'

মিনতির চোখ দুটো বেড়ালের মতন নখ দিয়ে সুধন্যর সর্বাংগ আঁচড়াচ্ছে।

সুধন্য উঠে দাঁড়াল। 'চলো। একটু বেড়িয়ে আসি।'

'কেন ?' মিনতি কী হাসল শব্দহীন। 'বেশ। চলুন।'

ওরা অন্ধকার গলিপথ মৌন কাটালো।

সুধন্য প্রচণ্ড হতাশা বোধ করছে। রিক্ত।

মাঠের নির্জনতায় বসেও সুধন্য অনেকক্ষণ কথা খুঁজে পাচ্ছে না। মিনতির দিকে তাকাতেও সাহস নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

মিনতি চুপ থেকে বললে, 'দাদা কী বলতে পারে আমি জানি। আপনার মুখ থেকে আর দ্বিতীয়বার না শুনলেও চলবে। এবার আপনার কথা বলুন ?'

সুধন্য বললে, 'আমার কথা...'

'হ্যাঁ। আপনার কথা। নিশ্চয়ই বলবেন না : যাও মিনতি যা হবার হয়ে গেছে, এবার সুবোধ বালিকার মতন বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়ো।'

সুধন্য সাহস সংগ্রহ করে বললে, 'যদি বলি খুব অপরাধ হবে ?'

মিনতি বললে, 'শস্তা উপন্যাসে এমনি ডায়ালগই থাকে। তার জন্যে আপনার কী দরকার ?'

সুধন্য বললে, 'তুমি কী করতে চাও ?'

মিনতি বললে, 'সেই কথাই তো আমি জিজ্ঞেস করতে চাই : এখন তুমি কী করতে চাও ?'

'আমি বুঝতে পারিনি এমনটি হবে।'

'কী বুঝেছিলেন মিনতিকে ? একটা বাজে খেলো মেয়ে, যার কাছে শরীরের সুখটাই বড়। তাই না ? সুধন্যবাবু, আপনি মেয়েদের চেনেন নি। আমার নিজের ওপর বিশ্বাস না থাকলে কথনোই আপনার কাছে আসতাম না।'

সুধন্য কৈফিয়তের গলায় বললে, 'আমি ঠিক এ ব্যাপারে আসতে চাই নি, সুনীতই জোর করে—'

মিনতি বললে, 'দাদাকে বলে দিন—'

'কী বলব ?'

'বলবেন : মিনতি আমাকে ছাড়তে পারবে না।'

সুধন্য বললে, 'তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ না।'

'বুঝেছি মশায়, বুঝেছি। বলে দিন : মিনতি বিয়ে করবে না।'

'যদি কারণ জানতে চায় ?'

'বলবেন : ও একজনকে ভালোবাসে, মানুষটি কঠিন রোগে ভুগছে। বিয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই—'

'কিন্তু…'

'আপনার কিন্তু আর গেল না। কেন, এটা কী মিনতির সারা জীবনের বিয়ে না করার কারণ হতে পারে না ?'

'আমাকে অসুস্থ রোগী বানিয়ে…'

'আহা সুস্থ নীরোগ প্রেমিক কে না চায় ? আমার ভাগ্যে যদি অসুস্থ জুটে থাকে তাকে ত্যাগ করে যাব ?'

'কিন্তু, একদিন সুনীত সব জানতে পারবে ?'

'পারুক। তাড়িয়ে দেবে আমাকে, তাই তো ? ততদিন আমার একটা চাকরি জোগাড় হয়ে যাবে।'

সুধন্য অবাক হয়ে এই বুদ্ধিমতী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। মিনতি শুধু একটি মেয়ে নয়. একটা বিশ্বাস-সাহস-ধৈর্য, এবং…

মিনতি বললে, 'আজ আর দেরি করব না। শুনুন, পরশুদিন দেখা হচ্ছে না।'

হাসল সুধন্য। 'কেন ?'

'আজ দেখা হল কেন ?' মিনতিও হাসল।

'আচ্ছা।'

'শনিবার। কেমন ?'

ওরা অন্ধকার মাড়িয়ে গলি পথে পড়ল।

'মিনতি—'

'জানি, সব জানি। নিজের জিনিসকে পরের হাতে তুলে দেবার ওকালতি করতে এসেছিলেন ? একবারও আমার কথা মনে হল না ? এতে আমার অপমান নয়। নিজে সাধু সেজে আমাকে বাজারের মেয়েদের মতন…'

'মিনতি—'

'উঁ?'

'কেন তোমার সঙ্গে আগে দেখা হল না?'

'বেঁচে গেছি। তাহলে তো আমাকে ফেলে রেখে মিনতিকে খুঁজতে বের হতেন—এই হাত ছাড়ো। খুব সাহস, না?'

মিনতি দরজা ঠেলে দ্রুত ভেতরে অদৃশ্য হল।

উদ্‌বিগ্ন সুনীত বাইরে এসে ফিসফিস গলায় জিজ্ঞেস করল: 'কাজ হল?'

সুধন্য কাঁপল না শক্ত গলায় বললে, 'আমাকে ক্ষমা করো। আমি এসব বিষয়ে একেবারে আনাড়ি।'

সুনীত ফ্যাকাসে হয়ে বললে, 'তার মানে তুমি ওকে রাজি করাতে পারো নি?'

'না। পারিনি। পারলাম না। আজ তাহলে চলি ভাই।'

সুধন্য আর দাঁড়াল না। দাঁড়ানোর কোনো অর্থও নেই।

আপিস ফেরত হঠাৎ রজতের সঙ্গে দেখা। বোধহয় ওর নতুন গাড়িটাকে বন্ধুকে দেখাবার জন্যেই সে সুধন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করল। গরিব বন্ধুদের দেখলে এখনো ওর পুরনো ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর, ওর বড়লোকির একটা আকর্ষণ আছে বোধহয় যার জন্যে উপেক্ষা দেখানো সম্ভব হয় না। নইলে নিউ ক্যাথেয় নিয়ে গিয়ে দামি খাবার আর কফি খাওয়াবার নিমন্ত্রণকে সুধন্য প্রত্যাখ্যান করতে পারল না কেন। দেরিটাও পুষিয়ে দিল রজত, গলির মোড়ে তাকে লিফট দিয়ে।

বাড়িতে পা দিতেই গলার স্বরে চমকে উঠল সুধন্য। নিজের কান দুটো কি প্রতারণা করছে! না, ওই তো বারান্দায় রান্নার জায়গায় মিনতি রুটি বেলছে আর বকুল উনুনে রুটি সেঁকছে। দুজনের মধ্যে কথা আর হাসির তুমুল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। উঠোনের অন্ধকার কোণ থেকে সুধন্য নিঃশব্দে উভয়কে লক্ষ্য করল। তার বুকের ভেতরে কী একটা শিরশির করছে। যুগপৎ আনন্দ ও উদ্‌বেগের দোলকে সুধন্যর অস্তিত্ব দুলতে লাগল। এ এক বিচিত্র স্বাদের অভিজ্ঞতা। অনেকটা ধারালো ছুরির ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার মতন। একটু এদিক ওদিক হলে রক্তারক্তি ঘটে যাবে।

কিন্তু এ রকম নোটিশ না দিয়ে মিনতির এই অকস্মাৎ আবির্ভাব।

একটুও ভয় করল না, দ্বিধা-সংশয়ও নয়। একটি সন্ধ্যায় বকুলকে অধিকার করে নিয়েছে। বকুল অনেকদিন পর মিনতির মতনই প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে। এদের এই হাসির উৎসবে সুধন্যর অস্তিত্বই যেন খারিজ হয়ে গেছে।

সুধন্য সংশয়ে কাঁটা হয়ে উঠল : এই মেয়ে দুটি একত্র হয়ে একা সুধন্যর বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করছে না তো! ওদের এই উচ্ছ্বসিত সখিপনা কেমন সন্দিগ্ধ করে তুলছে তাকে। মিনতির আসার উদ্দেশ্য কী? কখন এসেছে? এতক্ষণ ধরে কী জাতীয় আলাপ হল দুজনের? ওদের মিলনের কেন্দ্রবিন্দুটি কী? বকুল হয় তো কিছু জানে না, কিন্তু মিনতি তো সচেতন। তার সচেতন মনস্কতাকে সে কী ভাবে আবরণ দিয়ে রেখেছে। ওর হাসির আনন্দ, কথাবার্তার কৌতুক, সর্বোপরি উচ্ছ্বাসের কোনো বিশেষ তাৎপর্য কী বকুলের চোখে ধরা পড়েনি।

সুধন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত হতে লাগল। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে সে বারান্দায় শব্দ করে উঠে এল।

বকুল বললে, 'আজ এত দেরি। তোমার জন্য মিনতিকে আটকে রেখেছি।'

'আমার জন্যে?' সুধন্য কষ্ট করে হাসল।

'রাত হয়ে গেছে। ওকে পৌঁছে দিতে হবে না?' বকুল বললে।

'কেন? এসেছে কার সঙ্গে?'

মিনতি বাধা দিল। 'না বকুদি তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি একাই চলে যেতে পারব এখন।'

বকুলদি! ওর সম্বোধনের নতুনত্বে ঈষৎ চমকে উঠল নাকি সুধন্য।

'তা হয় না।'

সুধন্য বললে, 'আমাকে এক গ্লাস জল দাও।'

'আমি দিচ্ছি বকুলদি।' জল গড়িয়ে দিল মিনতি।

তারপর বিস্মিত চোখে সুধন্য দেখল মিনতি ঘরে প্রবেশ করল। তারপর শান্তুর চিৎকার আর ওর তুমুল হাসি, ঘরে যেন খেপা হাওয়া বয়ে গেল। 'মা ছাখো' শান্তুর চিৎকার আর মিনতির 'আগে বলো আমাকে কী বলে ডাকবে।'

সুধন্য বিপন্নভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। 'আমি কোন দিকে ফিরব?

বকুলের দিকে অথবা মিনতির দিকে? আমার আগে-পিছনে ছজোড়া চোখ নেই।' সুধন্য ভাবল। বকুলের দৃষ্টি কী সুধন্যর পিঠের ওপর! সে কী সুধন্যর বিড়ম্বিত অবস্থাকে লক্ষ্য করছে। সুধন্য কী ফিরে বকুলের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রদর্শন করবে। দরকারি কিছু সাংসারিক বিষয়। যেন বকুল বোঝে মিনতির আসা না আসা তার সাংসারিক মাহাত্ম্যকে বিন্দুমাত্র বিনষ্ট করে না। নাঃ সুধন্য পারল না। বুকের ভেতর এই শিরশিরানি নিয়ে কথা বলা হিস্টিরিক হয়ে যাবে।

মিনতি অন্ধকার আয়নায় মুখে পাউডারের পাফ বুলোলো। আলতো চুল আঁচড়ালো। তারপর পায়ে চটি গলিয়ে সুধন্যকে শোনাল: 'চলুন, আমাকে পৌঁছে দেবেন। বকুলদি চললাম।'

সুধন্য পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় নেমে সুধন্য জিজ্ঞেস করল: 'এটা কী হল?'

'কোনটা?'

'এইভাবে আমাকে অপ্রস্তুত করে—'

'আপনি অপ্রস্তুত হলেন কেন?'

সুধন্য গজগজ করতে লাগল।

'আমি অত হিসেব করে চলতে পারব না।' মিনতি বললে, 'বাবা রে বাবা, আমার দম বন্ধ হয়ে যায়।'

সুধন্য বিরক্ত হয়ে বললে, 'যা ইচ্ছে করো।'

'করবই তো। এত রাগ কেন? এমন করলে আমি আর কোনোদিনই আসব না।'

'না। তা নয়।'

'খুব হয়েছে। বাইরে বেরুলে আর কারুর কথা মনে থাকে না। সেই কখন এসেছি, যাই-যাই করছিলাম। চলে গেলে দেখা হত?'

'আজ তো দেখা হওয়ার কথা নয়।'

'দেখুন মশায়, আমি অত ডেট্ মেনে চলতে পারব না।' মিনতি এবার রাগ দেখাল: 'কেবল নিজের কথাই ভাবেন। কেন পাগলের মতন ছুটে এসেছি একবারও তো জিজ্ঞেস করলেন না?'

'কেন?'

'বলব না।'

সুধন্য চুপ।

'আমার বলে ভয়ে বুক কাঁপছিল।' মিনতি বকে গেল : 'দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খুব খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। এমন ভয় করছিল, না এসে পারলাম না।'

'কী স্বপ্ন ?'

'বলতে পারব না।'

'আমি মরে গেছি ?'

'মরতে দিচ্ছি কিনা।'

'তাহলে ?'

'উকিলের মতন জেরা করবেন না। আমি বলব না।'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছেন ? অসভ্য।'

'নিজের গোপন ইচ্ছেগুলো আমার ওপর চালিয়ে দেয়া—'

'আমি। কী মিথ্যুক। আর কোনো দিন আপনার সঙ্গে···। হাসি হচ্ছে ? ছোটোলোক একেবারে।' মিনতি ওর কবজি খামচে দিল।

'ট্রামে যাবে ?'

'না। একটু হাঁটি।'

'তারপর, দাদা কী বললে ?'

'কী বলবে ? খুব রেগে গেছে। আমার সঙ্গে কথা বন্ধ। আচ্ছা : আপনার তো এত জানাশোনা, কোথাও আমার চাকরি হবে না।'

'চাকরি তো করছই।'

'খুব চাকরি। পার্মানেণ্ট করার নাম নেই। না। ইয়ারকি নয়, সত্যি দেখুন না ?'

'দেখব।'

'ছাই। কেবল ভয়, আমি হাতছাড়া হয়ে যাব।'

'ভয় কী নেই ?'

'থাকলে আমার ওপর এত ওস্তাদি চলত না। এটা কোরো না, ওটা কোরো না। বামুনের ঘরের বিধবার মতন।'

সুধন্য কী বললে বোঝা গেল না।

'যতক্ষণ ছিলাম অবাক হয়ে দেখছিলাম। বকুলদির মতন মানুষ হয় না।'

সুধন্য চুপ।

'এত খারাপ লাগছিল। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল ...। বকুলদির সঙ্গে আলাপ হলে --'

'কী ?'

'এগোবার আগে চারবার ভাবতাম।'

'এসব কথা এখন আমাকে বলে কী গালাগালি দিচ্ছ ?'

'না। এমনি।' মিনতি শব্দ করে হাসল।

'আমাকে কী খারাপ লোক বলে মনে হয় ?'

'তাহলে তো আমাকেও খারাপ হতে হয়। যা আমরা নই কেন তা ভাবব ? হয়তো কিছু একটা আছে যা তুমি জানো না, আমরা কেউই জানিনে। এই জানবার ইচ্ছেটাই...'

সুধন্য চুপ।

'আপনার দেরি করিয়ে দিচ্ছি।' মিনতি অকারণ হাসল।

'তোমার দেরি হচ্ছে না বুঝি ?'

'বউদি জানে সিনেমায় গেছি।'

'এত মিথ্যা বলতে কষ্ট হয় না ?'

'হয়। তবুও বলি।' মিনতি হাসল।

ওরা ট্রামে উঠে পড়ল।

'আমি অবশ্যি এখান থেকে একাই যেতে পারি ?' মিনতি বললে।

'না। গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিই।'

'আচ্ছা।'

মিনতি জানলার বাইরে চোখ রাখল। সারা বিকেল বকুদির পর মিনতি কী ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অটুট নীরবতা ওকে গ্রাস করে ফেলেছে। ওর এই বোবা-ধরা চেহারা সুধন্যকেও নিবিয়ে দিল। সুধন্যর মনে হল ওরা দীর্ঘকাল মূক হয়ে বসে রয়েছে, আর ওদের মাঝখানে মৃত সন্তান। যেন কেউই শক্ত এই মৌনের খোলস ভেঙে ফেলতে পারছে না। কী ভাবছে

মিনতি? ও যেন অনেক সুদূর হয়ে পড়েছে। ওকে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। কী ভাবছে মিনতি? বকুলদির কথা। ও কী ভবিষ্যতেরও একটা চিত্র কল্পনা করে নিচ্ছে। একটা কঠিন শক্ত লোহার জাল। সুধন্য স্থির হয়ে যায়। মিনতি বড় বেশি ভাবে। ওর ভাবনাগুলোকে ভয় করে। ও একটু কম ভাবলে কি হয়? যেমন সুধন্য ভাবে। মিনতি কি অনেক ভেবেও ভাবনাগুলোকে চক্ষুষ্মান করতে পারবে! 'হয়তো কিছু একটা আছে যা তুমি জানো না, আমরা কেউ জানিনে…' মিনতি তো নিজেই উচ্চারণ করেছে: আ –ম––রা কে—উ জা—নি—নে। 'জীবন একটা অসুখ, বেঁচে থাকার অসুখ, আমরা সকলেই ভুগছি।' সুধন্য যেন মঞ্চ থেকে ভাষণ দিল। তারপর প্রাণপণে বারবার ভারি পাথরটাকে পাহাড়ের চুড়ায় টেনে তুলতে লাগল, আর ব্যর্থ হল।

মিনতির পিছনে সুধন্য ট্রাম থেকে নামল।

'এবার আমি চলে যেতে পারব।' মিনতি হনহন করে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হল।

কোনো বিদায় সম্ভাষণ নয়, একবারও পিছনে তাকানো নয়, সুধন্যকে এক রাশ বোবা আলোর নীচে ফেলে রেখে মিনতি অদৃশ্য হল। সুধন্য অনেকক্ষণ আহত-বিস্ফারে ওর বিদায় নেয়া পথের উদ্দেশে তাকিয়ে রইল। মৃত্যুর মতন একটা শূন্যতা ঘিরে ধরল সুধন্যকে। সর্ব শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। সুধন্যর নিজেকে ভয়াবহ নিঃসঙ্গ, রিক্ত লাগল। 'আমার জীবনটা আমার নিজের নয়, আমি অন্যের ধার করা জীবন বহন করে চলেছি। আমি সুধন্য নামক যুবকটির ভামি। আমি কোনো দিনও বেঁচে ছিলাম না, আজো নেই। কোনো জীবন্ত মানুষের সঙ্গে আমার সংযোগ নেই।' সুধন্য শীতার্ত কাঁপতে লাগল। সে এখন কোথায় যাবে? মৃত লোক কোথায় যায়? মৃত চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা একাকার অন্ধকারে লেপে-পুঁছে হারিয়ে যায়।

মিনতি হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন? মূক? সে কী অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়েছে? এবং সমূহ ঘটনাকে পুনর্বিবেচনা করছে! 'বকুলদির মতন মানুষ হয় না।' বকুলদির ভালোমানুষিতাই কি ওর চিন্তার কারণ? বকুলদি খারাপ হলে—?

সুধন্য বিকট হাসিতে ভেঙে পড়তে চায়।

কিন্তু হাসি আসে না।

তাহলে এই শেষ। একটি অপরিণত নাটকের অকস্মাৎ যবনিকা পতন। মিনতি সাজঘরের পোশাক খুলে ফেলেছে। মুখের রঙচঙ মুছে ফেলেছে। প্রিয় দর্শকমণ্ডলী, আজকের নাটক এখানেই শেষ, যবনিকা আর উত্তোলিত হবে না। আপনারা আপনাদের টিকিটমূল্য ফেরত নেবার জন্যে কাউণ্টারে যান। নায়িকা গুরুতররূপে অসুস্থ।

সুধন্য আর দাঁড়াবে না। তাকে ফিরতে হবে। সে না ফিরলে আজ বকুল কিছুতেই খাবারে বসবে না। বকুল জানে এইভাবেই সুধন্যকে দণ্ড দেয়া যায়। আর, আজ দুর্বল সুধন্যকে শাস্তি দেয়া সহজ হবে। সুধন্য নিজের ক্রুশ কাঁধে করে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে গেল।

কত রাত হবে কে জানে।

নিঃশব্দ ঘরে অন্ধকার উঁচু উঁচু দেয়ালের মতন স্থির হয়ে রয়েছে।

'কিছু বলবে?' সুধন্য হঠাৎ কঠিন গলায় শব্দ করে উঠল।

বকুল মাথা নাড়ল। 'না।'

'তবে ঘুমোচ্ছ না কেন?'

'এম্নি।'

'জেগে থাকলে শরীর খারাপ হবে।'

'তুমি ঘুমোও। শরীর খারাপ কোরো না।'

'কী ভাবছ?'

'কই। কিছুই ভাবছি না তো। একেকদিন চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করে না!'

'তাহলে কথা বলো। প্লিজ, কথা বলো। এই বোবা গুমট আমার সহ্য হয় না।'

'আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। ঘুম আসবে।'

'না।'

'বলছি তো আমারই অন্যায় হয়েছে। তুমি ক্লান্ত জেনেও ওর সঙ্গে পাঠানো উচিত হয় নি।'

'আমি পছন্দ করিনে। আমাদের দাম্পত্য জীবনের ওপর এ ধরনের বিরক্তিকর উৎপাত।'

'ছি, অমন করে বলতে নেই। সুনীতবাবুর সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই তো সে এসেছে।'

'আমি ওসবে বিশ্বাসী নই।'

'দূর পাগলের মতন কথা বলছ।' বকুল ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

সুধন্যর মস্তিষ্ক যন্ত্রণায় ফেটে পড়ে। শরীরটা প্রচণ্ড বাধার মতন তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। সুধন্যর শরীর বুদবুদের মতন নিঃসাড়ে ফেটে পড়ে তাকে অসহায় করে তুলেছে। সুধন্য সহসা দামাল শক্তির জোয়ারে বাধাকে চুরমার করে ফেলতে চাইল।

বকুল চাপা গলায় বললে, 'আজ তোমার কী হয়েছে? আমাকে মেরে ফেলবে নাকি?'

সুধন্য মোটা বেসুরো গলায় কী জবাব দিল, শোনা গেল না। একটা ক্ষুর মতন যন্ত্রণা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে। যন্ত্রণায় দেহ বিক্ষোভে ভেঙেচুরে যাচ্ছে। জ্বরের মতন একটা উত্তাপের ধমকে কাঁপছে সারা শরীর। এবং সুধন্যর অন্ধকার চোখের পরদায় বকুল না, মিনতি না, বিচিত্র একটা দেহ-প্রতীক চৈতন্যের রশ্মিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

'আজ একটা বিপদ বাধিয়ে বসবে।' বকুল শ্বাস চেপে বললে।

সুধন্য উত্তর করল না। আহত শ্বাপদের মতন ঘনঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। না, বকুল নয়, মিনতি নয়, একটা অন্ধ হিংসা-ক্রোধ-লাঞ্ছনার বিচিত্র অনুভব সুধন্যকে ছুরির মতন টুকরো টুকরো করে দিতে লাগল।

সুধন্য এক সময় ঘুমিয়ে পড়বার পর বহুক্ষণ জেগে রইল বকুল। অন্ধকারে ওর চোখ দুটো কঠিন পাথরের মতন সিলিঙের দিকে অপলক নিবদ্ধ হয়ে রইল।

: হ্যাঁ। বলছি।

: তাহলে অসুস্থ নন? বাঁচলাম। আচ্ছা রোখ দিচ্ছি।

: মানে? অসুস্থ হব কেন?

: তাইতো গলার স্বরেও যথেষ্ট সুস্থ মনে হচ্ছে।

: তোমার কথা বুঝতে পারছি নে। স্পষ্ট করে বলো।

: স্পষ্ট করেই বলছি। তাহলে শনিবার ইচ্ছে করেই আসেন নি? বুঝেছি গুরুতর কাজে আটকা পড়েছিলেন।

:তুমি অপেক্ষা করেছিলে নাকি।

: না অপেক্ষা করব কেন? হাত গুনে জেনেছিলাম আপনি আসবেন না।

: না আখো—

:কৈফিয়ত দিয়ে কোনো লাভ নেই। শুধু দয়া করে আর কষ্ট দেবেন না। একটা মেয়ের পক্ষে ঘণ্টাখানেক রাস্তায় দাঁড়ানো····

: আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে না।

: এটা ভেবে আপনার সুবিধে হয়েছে, আমার কী লাভ হল?

: খুব রাগ করেছ দেখছি। আমার মানসিক অবস্থা যে কী করে বোঝাই তোমাকে···। আচ্ছা কোথা থেকে ফোন করছ? মনে হচ্ছে কাছাকাছি আছ।

: তা আছি :

: কোথায়?

:——।

: ব্যাপার হয়েছে। আমি যাচ্ছি এখুনি।

: না, আমার সময় হবে না।

: হবে।

: না। এসে দেখুন আমাকে দেখতে পাবেন না।

: তবুও আসছি। ছেড়ে দিলাম।

দূর থেকে সুধন্য মিনতিকে দেখতে পেল। দোকানের শো-কেসের সামনে পিছন করে দাঁড়িয়ে। ও যে পিছন ফিরেছে তাতেই বোঝা যায় সুধন্যর আসা সে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছে।

সুধন্য ওর পিঠে হাত রাখতে মিনতি ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে।

'একরাশ লোকের মাঝখানে কী হচ্ছে?'

সুধন্য হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আমার সঙ্গে এস।'

মিনতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুধন্যর পিছনে রেস্তোরার শূন্য কেবিনে এসে ঢুকল।

বেয়ারা পরদা টেনে মাথার ওপরে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে গেল। ভারি পরদা হাওয়ায় থরথর করছে।

সামনে টেবিলে হেঁট হয়ে বসে মিনতি। ওর কপালে, নাকের ডগায় ঘাম টসটস করছে। মুখ রক্তিম।

বেয়ারা জল দিয়ে চায়ের অর্ডার নিয়ে গেল।

সুধন্য সাহস করে টেবিল পার হয়ে মিনতির পাশে বসল।

মিনতি উঠে পড়বার উপক্রম করতে সুধন্য জোর করে বসিয়ে দিল তাকে।

'কী হচ্ছে?'

'বেশ করছি।'

'না বেশ করছ না। আমাকে মার খাওয়াবার ব্যবস্থা করছ।'

'মার খেলে খাবে। খাওয়াই উচিত। সেদিনের কাজের ফলটা মনে ছিল না?'

'বাবা, বলছি তো ভীষণ অন্যায় হয়েছে। বুঝতে পারি নি···'

'কী বুঝতে পারো নি? অন্যায় হয়েছে সেটা···?'

'সব কিছুই। মনে হয়েছিল তুমি আসবে না'

'কেন মনে হয়েছিল? আর, আমি আসব না মনে হওয়া সত্ত্বেও তুমি চুপ করে থাকতে পারলে?'

'বলছি তো একটা গোলমালের জন্যে—'

'গোলমাল? কার? কী কারণে? এবার তুমিই আমাকে গোলমালে ফেলছ দেখছি।'

'বলছি তো যা হয়েছে, চুকে গেছে, আর জের টেনো না।'

'না, তোমার ওপর অবিশ্বাস জন্মে যাচ্ছে। তার মানে ভবিষ্যতেও তুমি এরকম করবে?'

'না, আর করব না। তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

'শপথ কোরো না। বিশ্রী মাতালের মতন লাগে।' মিনতি একটু থেমে বললে, 'আমি যদি এ রকম করতাম তোমার কী রকম লাগত?'

সুধন্য বললে, 'খুব খারাপ লাগত। সহ্য করতে পারতাম না।'

'জ্ঞানপাপী দেখছি।'

'আর রাগ কোরো না। তোমাকে খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

মিনতি ভুল করে হেসে ফেলল। 'আমি তেমন করে ধাপ্পা জানিয়ে বলে বেঁচে গেলে।'

সুধন্য হাসল। 'বাবা, যথেষ্ট দেখিয়েছ।'

মিনতি ক্ষিপ্র ঘাড় ফিরিয়ে নিল। 'এই, না। পরদা উড়ছে—'

বয় পরদা ঠেলে বললে, 'আর কিছু দেবো?'

সুধন্য আবার দু পেয়ালা চায়ের হুকুম জানাল।

মিনতি বললে, 'আবার চা? পয়সা শস্তা?'

সুধন্য হাসল। 'নইলে যে বসতে দেবে না।'

'এই চাপা গরমে আবার বসতে হবে?'

'না তাহলে এলাম কেন?'

সুধন্যর হঠাৎ দস্যুতা মিনতির ঠোঁটের শব্দটাকে ভারি ভিজে তোয়ালের মতন নিঙড়ে নিল।

'ছোটোলোক, ভীষণ ছোটোলোক।' আঁচলে ঠোঁট মুছতে মুছতে মুখ ফিরিয়ে নিল মিনতি।

বয় চা দিয়ে গেল।

সুধন্যর মুখ থেকে সিগারেট কেড়ে নিল মিনতি। 'আমি যখন থাকব না সিগারেট খেও।'

সুধন্য চোখ ছোটো করে বলল, 'সিগারেটের গন্ধ তোমার সহ্য হয় না?'

'হয়ই না তো। সিগারেট খেয়ে আমার কাছে আসা চলবে না। আমার জামা-কাপড় পর্যন্ত গন্ধ হয়ে যায়।'

'বেশ।' খাব না।'

'আহা, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। আবার ' মিনতি কথাগুলো শেষ করতে পারল না।

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে দম সংগ্রহ করে মিনতি বললে: 'ভাবছ এইভাবে শনিবারের সন্ধ্যার ব্যাপারটা আমাকে ভুলিয়ে দিতে পারবে? আমার নাম মিনতি।'

'ভুলো না। বারবার আমাকে মনে করিয়ে দেবে। যেমন ঘোঁড়াকে লোকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয়।'

'আহা, উপমায় কালিদাস? আপনার বানানো কথা শুনলে আরো

রাগ হয়। শুনুন, একটা কাজের কথা আছে। আপনি তো শুনলেই না-না করে উঠবেন?'

'কী?'

'একটা চাকরি পাচ্ছি। সেলস্ গার্লের। নেবো?'

'বাজে চাকরি।'

'ভালো চাকরি নিয়ে আমার জন্যে কে বসে আছে? মাইনের সঙ্গে কমিশনও আছে। বলুন না, নেবো?'

'টাইপ ভালো করে শিখতে পারলে?'

'চাকরি করেও সময় পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, বলুন না?'

সুধন্য নিজেকে ক্লান্ত বোধ হল। 'আমার অনুমতি চাইছ, না অনুমোদন?'

'অত শক্ত করে বললে আমি কিছু বুঝতে পারব না।'

''কতকগুলি বিষয় রয়েছে যা ব্যক্তিগত, সেখানে অন্যের —'

'বুঝেছি। তুমি চাও না আমি চাকরি করি।'

'কেন চাইব? চাকরি-করা মেয়েদের আমি দেখেছি, ক্লান্ত, বিষণ্ণ…'

'কিন্তু আমাকে তো সমর্থ হতে হবে। কতদিন আর দাদার গলগ্রহ হয়ে…। তুমি একটুও বুঝতে পারো না। এইভাবেই আমি একদিন ফুরিয়ে যাব।'

সুধন্য নিরুত্তর।

মিনতি আবার বললে, 'ভেবো না শুধু আমার কথাই আমি ভাবছি। তোমার কথা, তোমার-আমার কথা, সকলের কথাই ভাবছি। আরো বেশি আমরা সময় পাব, আরো বেশি পরস্পরকে বুঝতে, ভালোবাসতে, বিশ্বাস করতে। একটু পরে তুমি চলে যাবে, আমিও চলে যাব, তারপর আবার সেই হিসেব করে দেখা। যেদিন কাছাকাছি থাকবার ইচ্ছে হবে, সেদিনও আমরা কাউকে কাছে পাব না।'

সুধন্য আস্তে বললে, 'আমার ভয় করে, তুমি হয়তো পারবে না, হয়তো—'

মিনতি হাসলে, 'ভাবছ স্বাধীনতা পেলে আমি তোমাকে মনে রাখব না? তুমি মিথ্যে ভাবছ। স্বাধীনতার আনন্দ সেখানেই যেখানে আমি

জানি কোথাও আমার একটি নির্দিষ্ট বন্ধন আছে। বেশ তো যেদিন মনে করবে আমার দ্বারা হচ্ছে না সেদিনই আমাকে ছাড়িয়ে নেবে ?'

সুধন্য বললে, 'আমি জানি আমারও কিছু কর্তব্য ছিল তোমার ওপর আমি পারিনি।'

মিনতি বললে, 'তোমার কাছে আমি কর্তব্য চাইনে। তুমি যেমন আছ তেমন থাকো। কেবল আমাকে একটু বিশ্বাস কোরো, ভুল বুঝো না। তুমি ভুল বুঝলে আমি বাঁচব না। কেন তুমি ভাবছ আমাকে কিছু দিতে পারোনি। সমস্ত দায়িত্ব ঝুঁকি স্বীকার করে নিয়েও, তুমি আমার জন্যে যা পেরেছ তাও অনেকে পায় না। আর আমি কিছু চাইনে।'

সুধন্য চুপ। মিনতির কথাগুলো আলোর মতন তার সত্তায় উত্তাপ ছড়াচ্ছে। একটা ক্লাসিক নাটকের দৃশ্য দেখলে যেমন প্রগাঢ় অনুভূতি জাগে। রোমাঞ্চ, আনন্দ, এবং গর্বের মিশেল। মিনতির উচ্চারণগুলো স্তবের মতন। সুধন্য সো মানুষ। কিন্তু তবু একটা উদ্বিগ্ন অসহায় অন্যমনস্কতা তাকে বিপন্ন করে রাখছে। বস্তুত এই গৌরববোধ তার চৈতন্যকে শুদ্ধ করছে না। এর মধ্যে কোথায় যেন একটা দৈন্য, তার সক্রিয় ভূমিকার অভাব। মিনতি এমন একটি ভূমিকা তার সামনে তুলে ধরছে যেখানে সে মৌন দর্শকমাত্র। সুধন্য কী মিনতির ভালো চায় না? ও চাকরি করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করুক, সেটা কী সুধন্যর অভিলাষ নয়? সুধন্য কী কোনোদিন মিনতির ভার নিতে পারবে? পারবে না! তাহলে মিনতি যদি নিজের চেষ্টায় সুধন্য নারাজ হচ্ছে কেন! সে কী মিনতির স্বাধীন সত্তাকে ভয় করছে? মিনতি স্বাধীনতার স্বাদ পেলে তাদের সম্পর্কের দুর্বল সূত্রটা মিথ্যা বলে ধরা পড়বে? না, সুধন্য, তুমি স্বার্থপরের মতন চিন্তা করছ। তুমি নিজে কোনো দায়িত্ব নেবে না, অথচ মাঝ থেকে উদার উপদেশ বর্ষণ করবে! না-কি নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্যে এই ধোঁয়াটে অবাস্তবতা। এই উদ্বাস্তু রোমান্টিসিজমের মানে কী? তুমি নিজে তো রোমান্টিক নও, সুধন্য। নিজের একটা গোছানো স্থায়ী সংসার আছে, তুমি জমিতে পা রেখে দারুণ বিপ্লবী কথা বলছ।

মিনতি বললে, 'এই, আবার মন খারাপ করছ তো? তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বেশ তো, তুমি যদি না চাও তাহলে চাকরি নেবো না।'

সুধন্য বললে, 'আমি তা বলিনি।'

'চাকরি করতে কোন্ মেয়ের ইচ্ছা করে? কোনো উপায় নেই বলেই—এইভাবে তো চিরকাল চলবে না। বলো, চলবে?'

সুধন্য শুকনো হাসল।

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে নির্দয় জলদস্যুরা আমাকে তোমার জাহাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে!' মিনতি হাসল: 'আমি মরে গেলে কী করবে?'

আশ্চর্য, সুধন্য চমকে উঠল: এই মুহূর্তেই সে ভাবছিল মিনতি মরে গেলে …। মিনতি জীবন্ত একটা সমস্যা, যে সমস্যাগুলোর হাত নেই, মুখ নেই, চোখ নেই। এবং যতদিন মিনতি এই পৃথিবীতে থাকবে ততই সমস্যাগুলো জটিলতর হবে। এ এক নিষ্করুণ বেঁচে থাকার সমস্যা। মিনতি মরে গেলে (ছিঃ ছিঃ) সে চিরকাল সুধন্যর নিজস্ব হয়ে থাকবে। সুধন্য তার চিন্তার বিকারে দমে গেলে। 'মিনতি নেই, আমি ভাবতে পারছি,' সুধন্য স্বগত উচ্চারণ করল: 'বকুল নেই, আমি ভাবতে পারিনে।'

'জানি। সব চেনা আছে।' মিনতি আবার হাসল।

সুধন্য অপরাধীর মতন হাসল।

'বকুলদি তো চাকরি করেন? কই, তখন তো ভয় পান না?' মিনতি অদ্ভুত করে হাসল: 'আমি আপনার স্ত্রী নই বলেই বোধহয় ভয় হয়।'

সুধন্য মিনতির দুর্বার গতিশীলতা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। ও অনেক বেশি চিন্তা করে। ওর বয়েসের থেকেও বেশি। ও ইচ্ছে করলেই মন্ত্রি-টন্ত্রি হতে পারত। কিংবা ডাকসাইটে আইনজ্ঞ। মিনতি কী সুধন্যর এখনকার চিন্তা-সমূহের ওপর রঞ্জনরশ্মি ফেলে সব নগ্ন করে দিতে পারে! 'আমি অবশ্যই স্বার্থপর জীববিশেষ এবং অচিন্তনীয় রকমের সেকেলে, গেঁয়ো'। সুধন্যর আত্মদর্শন: 'অথচ আমি কতকগুলি অত্যাধুনিক সমস্যার গবেষণা করতে বসেছি। সেকেলে মানুষের হাতে একেলে জীবন-বিষয়ক চিন্তা।' সুধন্য নির্বোধের মতন হাসল: 'ফ্যাশানের মতন। আমি আজকের জীবনধারার অনেক কিছুই জানিনে, অথচ আমার দিব্যি চলে যাচ্ছে, পুরনো ট্রামের মতন কোনো অসুবিধে নেই। আমি দস্তুরমতন একটি সম্পূর্ণ প্রমাণ সাইজের মানুষ (পাঞ্জাবি ভাই লাগে), জলজ্যান্ত পিতা এবং পতিদেবতা।' সুধন্য

একটু থেমে : 'আধুনিকতার মানেই হচ্ছে, সব জানার ভান করে কিছুই না-জানা।'

সুধন্য শব্দ করে হেসে উঠল। 'ঠিক আছে। আমি আর আপত্তি করব না।'

মিনতি বললে, 'তাহলে কাল আমার সঙ্গে ওদের আপিসে আসতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার নেবার আগে ওদের শর্তটর্ত কী আছে জেনে নিতে হবে। চলুন। অনেক হয়েছে, সারা সন্ধ্যা আমার মাথা ধরিয়ে···'

মিনতির উদ্বেল দেহের দিকে চোখ রেখে দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করে নিল সুধন্য। দোকানের শো-কেসের আলোয় মিনতির চোখমুখ গভীর উচ্ছ্বসিত। হঠাৎ তোড়-নামা পাহাড়ী নদীর মতন। সুধন্য তার ছোট্ট ডিঙিখানা নিয়ে নিরাপদে উত্তীর্ণ হতে পারবে কী। এই জীবন্ত উচ্ছ্বাসের তরঙ্গগুলো সুধন্যর কাছে অধিক পরিচিত নয়।

মিনতি বাসস্টপে দাঁড়াল। 'তাহলে কথা রইল। আসছেন।'

সুধন্য মাথা নাড়াল।

বাসটা মিনতিকে গর্ভস্থ করে এগিয়ে চলল।

সুধন্য সিগারেট ধরাল। সুধন্য হাঁপ ছেড়ে নিশ্বাস ফেলল।

আর, এক পা এগোতেই সম্মুখ-দুর্ঘটনার মত কাঁটা দিয়ে উঠল শরীরে।

'এখানে, এই সময়ে···' সুনীত।

'এই, দাঁড়িয়েছিলাম—' (ও কিছু ইঙ্গিত করছে ?)

'তাতো দেখতে পাচ্ছি। কী ব্যাপার, বউদির সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নাকি ?'

'না না।' হাসতে পেরে আশ্বস্ত হল সুধন্য। (সুনীত মিনতিকে দেখেনি তো ?)

'আপিস থেকে কখন বেরিয়েছ ? ছুটির সময় দেখলাম না কিনা ?'

'হ্যাঁ। একটু কাজ ছিল।' (সুনীত এখনো কিছু সন্দেহ করে না। যেদিন জানবে···?)

'চলো। একটু চা খাই।'

'এই মাত্র খেয়ে বেরুলাম। আর একদিন ?'

'আচ্ছা আচ্ছা। অত ফর্মাল হবার কিছু নেই।' সুনীত হাসল : 'একদিন

এসো আমাদের বাড়িতে ? একথা সেদিন বলছিল....'

'কী বলছিল ?' শ্বাসরোধ হয়ে এল সুধন্যর।

বলছিল : 'অনেকদিন তুমি আসো নি।'

'ও তাই। যাব, শিগ্রিই একদিন যাব।'

'এসো। ভালো লাগবে। এম্নিতেই মনমেজাজ ভালো নেই—'

'কেন ? কী হল আবার ?'

'জানো তো সবই। মিনতির ভালো সম্বন্ধটা ভেঙে দিতে হল।'

সুধন্য নির্বিকার।

সুধন্য সিগারেট ফেলে দিল।

সুনীত আবার বললে, 'মিনু এমন ছিল না। মাত্র এই কয়েক মাসে ও হঠাৎ বদলে গিয়ে···। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে মিস্ট্রি। ওর যে জীবনে কিছু অ্যামবিশান আছে তাও মনে হয় না।'

সুধন্যকে হাসতে হল।

'আমার মনে হয় সমস্ত বিষয়টাই বাজে, প্রেম-ট্রেম কিছুই নয়। তাহলে ওর বউদিকে বলত। ও সুখ পেলে আমি তা করব না কেন ? ওর গতিবিধিও দু'একদিন লক্ষ্য করেছি, মনে হয় না কিছু আছে। এখন আবার ঝোঁক হয়েছে চাকরি করবে। এই বেকারির দিনে যেখানে ছেলেরাই···।' সুনীত থেমে গেল : 'আমার বাস এসেছে। চলি। একদিন এসো।'

আগের বাসটা ফেল করলেই সুনীত মিনতিকে দেখতে পেত। একটা বাসের জন্যে ফাঁড়া কেটে গেল। সুধন্য ট্রাম ধরবে বলে এগোল। সুনীত একদিন জানতে পারবে। আজ নয় কাল। সেদিনও তারা মুখোমুখি দাঁড়াবে। সুনীতের চোখে কী থাকবে ? আহত বিস্ময় বিশ্বাসহন্তার প্রতি।

'বিশ্বাসহন্তা !' হাসল সুধন্য। 'বন্ধুর বোন। এটা একটা দুর্ভাগ্য। মিনতি ওর বোন নাও হতে পারত, আমি ওর বন্ধু নাও হতে পারতাম,' সুধন্য নিশ্বাস ফেলল : 'তবুও মিনতি কারুর বোন হত, বন্ধু হত কিংবা না হত। সুনীত যদি আমার বোনের (নেই) সঙ্গে প্রেমে পড়ত'···প্রশ্নটা সুধন্য বিবাহিত। বিবাহিত প্রেম একটা নিষেধ ? বিবাহিত বলেই তাকে পত্নীর সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আবার দিনান্তে সেই সিন্দুকেই ফিরে যেতে হবে। বাহ্, সুধন্য, তুমি যথেষ্ট মহাপুরুষ হয়ে উঠেছ। সুধন্য, জবাব দাও : তুমি

বকুলকে ভালোবেসে বিবাহ করোনি? করেছি। তাহলে? তার মানে এই নয় যে ভালোবাসার দাসখত ওর কাছে লিখে দিয়েছি। একেকজন মানুষের প্রকৃতিভেদে ভালোবাসার সংজ্ঞা একেক রকম। বকুলকে ভালোবাসতে পারে বলেই মিনতিকে ভালোবাসতে বাধা পায় না। যে ভালোবাসে সে পাঁচিল গাঁথতে গাঁথতে এগোয় না। জীবন বহতা নদী। (সুধন্যর চিন্তার ভাষাগুলো কেমন কেতাবী-কেতাবী)। নদীর মতন সেই চির পুরাতন পাড়, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই সে নতুন নতুন পাড় রচনা করে এগিয়ে যায়। সুধন্য, বকুলও যদি তোমার মতন নতুন নতুন পাড় রচনা করে এগোয়। তুমি কী ভাবে নেবে? সুধন্য কাশল। বকুলের স্বভাবে বহমানতা নেই। সে সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে, এবং কৃপণের মতন…। সুধন্য, তোমার তৈরি-করা বুদ্ধিই তোমাকে রক্ষা করছে। সুধন্য, তোমার বুদ্ধির তাঁবুর নীচে তুমিই একদিন চাপা পড়বে। সুধন্য, শুনছ? তোমার ভোঁতা তলোয়ারের ঘায়ে তুমি নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করবে। তারপর একদিন দেখবে তুমি একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছ। সুধন্য…?

কয়েকদিন ধরে বকুলকে কেমন উদবিগ্ন আর অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। যেন একটা গোপন বিষয় সে নিঃশব্দে একা বহন করে চলেছে। সুধন্য দু'একদিন জিগ্যেস করতে গিয়ে থেমে গেছে। বোধহয় অহংকারে লেগেছে। বকুল কী তার উদ্‌বেগের ভাগ সুধন্যকে দিতে পারে না? নাকি সুধন্য পর হয়ে গেছে। কোনোদিন কোনো ব্যবহারে বকুল কী এমন প্রমাণ দাখিল করতে পারে! সে কেন বোঝে না বকুলের উদ্‌বেগ তাকেও সুস্থির থাকতে দেয় না। কারণ গৃহের শান্তি সুধন্যর কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয়। বকুলের মন বিষণ্ণ দেখলে বাইরের জগতেও সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তির মতন অবস্থায় কাটে। নাকি বকুল মনে করেছে সুধন্যর তার ওপর মনোযোগ নেই! তাহলে সুধন্যর চোখে এই বিষণ্ণতা ধরা পড়ল কী করে!

রাত্রির কাজ শেষ করে ক্লান্ত বকুল ঘরে এল। নিঃশব্দে জানলার দিকে চেয়ে চুল আঁচড়াল, বিনুনি করল। তারপর দরজা বন্ধ করল। আলো নিবিয়ে দিয়ে শয্যার দিকে এগিয়ে এল।

সুধন্য জিগ্যেস করল: 'কী হয়েছে তোমার?'

বকুল অন্ধকারে কী চমকে উঠল। হেসে বললে, 'কী হবে আবার?'

সুধন্য গম্ভীর গলায় বললে, 'আমি খারাপ লোক হতে পারি, কিন্তু এতই কী খারাপ যে আমাকে বলা যায় না?'

বকুল হাসল ফের। 'না, যায় না।'

'মানে?'

'সব জিনিস না-জানলেও তোমার চলে।'

'ও।'

'জানাবার হলে নিশ্চয়ই জানাব। তোমাকে ছাড়া আর কাকে জানাব?'

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না।'

'বাবা রে বাবা, এত রাগ করলে কী চলে? বলছি তো কিছু হয় নি। হয়তো আমারই ভুল। মিথ্যা ভয়। এমন তিন চারদিন এদিক ওদিক হওয়া অসম্ভব নয়।'

'কী বলছ?' সুধন্যর কণ্ঠস্বর ভীত শোনাল। 'আমি এ সময়ে এসব…'

বকুল বললে, 'যেন আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে বেকায়দায় ফেলবার জন্যে –'

'না। কিন্তু, এইভাবে '

'তোমার সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল।' বকুল বললে, 'বিপদ তো তোমার নয়, আমার। তোমার থেকেও বেশি অসুবিধেয় পড়ব আমি।'

সুধন্য বললে, 'কালকেই একবার ডাক্তারের কাছে– '

বকুল বললে, 'বেশ নিয়ে যেও।'

'আমি।'

'বা, আমি একা যাব বুঝি? আমি বুঝি ডাক্তারের পরামর্শ নেবো? আমার লজ্জা করে না?'

'লজ্জা।'

'বরং আমার অবস্থার কথা জেনে তুমিই গিয়ে ডাক্তারের মতামত নিয়ে আসবে।'

'আমি যা পছন্দ করিনে।'

'ডাক্তারকে বোলো সে কথা। তোমার পছন্দ না থাকা সত্ত্বেও তোমার বউ ইচ্ছে করে বিপদ বাধিয়েছে।'

সুধন্য গুম হয়ে গেল। অন্যায়, ভীষণ অন্যায় বকুলের পক্ষে। শুধু তাকে জব্দ করবার জন্যে। ওর গলার স্বরে মনে হচ্ছে না বিপদটাকে সে খুব গভীর ভাবে নিয়েছে। যেন যা হবার হোক, এমন একটা সুস্থির মনোভাব ওর। এ একটা ষড়যন্ত্র, দস্তুরমতন চক্রান্ত। মিনতি, মিনতি যখন এ খবরটা জানবে! এমন এক অশ্লীল ব্যাপার মিনতি খোলা মনে নেবে না। এই ঘটনা সুধন্যর চরিত্রের একটা দিক ওর চেতনায় তুলে ধরবে। মিনতি যতই উদার হোক মেনে নেবে না। সুধন্যর অস্তিত্বের একটা স্থূল দিক। সুধন্য ভয়াবহ রকমের চিন্তিত হল। যেন তার সামনে বসে মিনতি, ওর মুখ পাঙাশে, আর আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে সুধন্যর কীর্তিটা। বকুলের এ একটা বড় রকমের ব্ল্যাকমেলিং। (শব্দটি অদ্ভুতভাবে ঠোঁটে এসে গেল সুধন্যর)। ও টেক্কা দেবার জন্যে দেখাতে চায় সুধন্যর সম্পূর্ণ অস্তিত্ব সে-ই বহন করছে এবং সেখানে কারুর এক ফার্দিংও অধিকার নেই। মিনতি এই সত্যটা জেনেই যেন সুধন্যর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে যায়। একটা দুস্তর লজ্জার মতন অনুভূতি সুধন্যকে ঘিরে ধরে। না: এই জাতীয় শারীরিকতার স্পষ্ট চিহ্ন নিয়ে সে মিনতির সঙ্গে মিশতে পারবে না।

বকুল কী ঘুমিয়ে পড়েছে? সুধন্য সহসা একটা বেরিয়ে-আসবার আলো দেখতে পেল। স্বামিত্বের একটা কর্তব্য আছে এবং কর্তব্য বস্তুটি ইচ্ছাধীন নয়, রুটিনের মতন পালন করতে হয়। মিনতি নিশ্চয়ই এই কর্তব্যগুলির খবর রাখে।

সুধন্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু দুর্নিবার লজ্জাবোধটা কেন উঁকি মারছে। লজ্জা কাকে; বকুলকে? যেন বকুলের ওপর তার প্রতিক্রিয়াটুকু সৎ উপার্জনের ফলশ্রুতি নয়! বকুল উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষ!

শব্দটা কানে খটকার মত শোনাল: তাহলে লক্ষ্য কী? তার কোনো গোপন বাসনা। গো—প—ন বা—স—না! না: সুধন্য আর ভাবতে পারে না।

কিন্তু ভাবনা তাকে ছাড়ে না। বকুলের আশংকা যদি সত্যি হয় নিছক

কর্তব্যের খাতিরে তাকে কতকগুলি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তার অর্থ ডাক্তার ওষুধ এবং পরবর্তীকালে হাসপাতালের খরচ। অনাবশ্যক সংসার বৃদ্ধি এবং যখন এম্নিতেই সংসারের বাড়তি প্রয়োজনীয় খরচ বেড়েছে।

বকুল নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। তাহলে ও এখনো ঘুমোয় নি। বকুলের সজাগ অস্তিত্ব আবার চেতনায় রূঢ়ভাবে আঘাত করল।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ…' সুধন্য বললে।

'ঘুমোতে দিচ্ছ কই? এমন ছটফট করছ তুমি…' বকুল হাসল: 'এত ভেবে কী হবে? হয়তো আমরা যা ভাবছি তা কিছুই নয়। সম্ভবত আমার ভয়টাই এই ধরনের গণ্ডগোল বাধাচ্ছে।'

'পরদিন আপিসে বিশ্রী মেজাজে কাটাল সুধন্য। হঠাৎ হাতে লেগে টেবিল থেকে গ্লাসটা পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল। গ্লাসের জল ছিটকে পড়ল ফ্লোরের ওপর। নীচে রাখা ফাইলের কিছু কাগজপত্র ভিজল। বেয়ারা আসতেই দারুণ ধমকে উঠল সুধন্য, গলায় শব্দও ছিল অর্ধোচ্চারিত। বেয়ারা থমকে দাঁড়াল। তারপর কৈফিয়ত ঢঙে কিছু বলবার আয়োজন করলে সুধন্য চিৎকার করে উঠল: গেট আউট। শব্দটা বিশ্রী জোরে সেকশনটাকে অপ্রস্তুত ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অফিসারের ঘর থেকে ছুটে এলেন। সুধন্য তখনো রাগে গোঁ গোঁ করছে, চোখ লাল। পাশের থেকে কে মন্তব্য করল: হিস্টিরিয়া। হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জিগ্যেস করলেন, শরীর খারাপ কিনা। সুধন্য জানাল সে বেশ আছে। তারপর সুধন্য টেবিল ছেড়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল ক্যানটিনের উদ্দেশে। এক কাপ চা আর সিগারেট নিয়ে গুম হয়ে বসে রইল। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে, ক্যানটিন ফাঁকা, সুধন্যর মেজাজ শীতল হয়ে আসছে। ক্লান্তি, হতাশা গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে লাগল তার চেতনাকে। বেয়ারাকে ওই ধরনের ধমক দেয়া যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে। কিন্তু, এখন আর কিছু করার নেই, একঘর সহকর্মীর সামনে বিশ্রী একটা নাটক সৃষ্টি হয়ে গেছে। নিজের কাছে নিজেরই অনুতাপ জানানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

সুধন্য ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে সোজা রাজপথে নেমে এল।

সিগারেট ধরিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে পা বাড়াল সুধন্য।

একটা অবাধ্য অস্থিরতা তার মস্তিষ্ককে গুরুভার করে তুলছে। সুধন্যর নিজেকে কয়েদীর মতন মনে মনে হচ্ছে। সমূহ বাধাকে ভাঙা যায়, কিন্তু দেহের বাধা। 'আমি নিজের দেহের কাছেই বাঁধা পড়েছি। এ বন্ধন থেকে আমার মুক্তি নেই।' শুকনো এলোমেলো বাতাসে গাছের পাতা ঝরে পড়ছে, ধুলো উড়ছে। কোঁচড়ে রক্তাক্ত খুন লুকিয়ে সুধন্য সন্তর্পণে অপরাধীর মতন এগোচ্ছে। কে ডাকছে? কার গলা? সুধন্য চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। অথচ স্বরটা ছায়ার মতন তাকে অনুসরণ করছে। তোমার কাপড়ে এত রক্ত কেন? রক্ত! না, রক্ত, নয়, সুধন্য পুনরায় ধোপভাঙা ধুতির ওপর চোখ রাখল। সুধন্য, এত ছুটছ কেন, আমি যে তোমার সঙ্গে হাঁটতে পারছিনে। সুধন্য থামে না। সুধন্য, কী হয়েছে তোমার? কিছু হয় নি, আমাকে বিরক্ত কোরোনা। সুধন্য তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন? আমি কোনো কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। সুধন্য, কী বলছ তুমি, তোমাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, ঘৃণা হচ্ছে না—খুনীকে সকলে ঘৃণা করে। সুধন্য, স্থির হও। নাঃ স্থির হব না, তোমরা সব এক, মুখোশপরা ভালোমানুষিতার আড়ালে একজন সুদখোর কৃপণকে লুকিয়ে রেখেছ। এবং সুযোগ পেলেই·। বকুল-মিনতি সব এক। সুধন্য, তুমি কী মাতাল হলে? না, হই নি, হলপ করে বলতে পারো: আমার ওপর তোমার আকর্ষণটা পুরুষ বলে নয়? সুধন্যর চোখের সামনে কানের পরদায় তুমুল কোলাহল। সুধন্যর নিজস্ব চিৎকারটা হারিয়ে যাচ্ছে। সুধন্য দরদর ঘামছে। যদি কোনোদিন পুরুষ-বন্ধুর মতন মিশতে পারো, এসো। নইলে বিদায়।···

সুধন্য ধপ্ করে বসে পড়ল।

তার চোখের সামনে নাচতে নাচতে গঙ্গা দূরে সরে গেল। জাহাজ, জেটি, নৌকো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল। রোদ আঁশের মতন ঝলসে উঠল।

'আমি এখন কোথায় যাব?' সুধন্য নিজেকে প্রশ্ন করল: 'আমি সম্পূর্ণ রকমের নিরাশ্রয়। জাগতিক বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন। আমি ও আমার চিন্তার পাথর নিয়ে একা। আমি কিছু ভাবছি কী? কী ভাবছি?

কেন? বকুল এমন করলে কেন? আমি শুধু ওর কাছে বাঁচবার জন্যে আরো একটু হাওয়া, আরো একটু আলো চেয়েছিলাম।' সুধন্য হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলল। 'মিনতি, একসঙ্গে দুটো জীবন বহন করা যায় না। চাঁদ আর সূর্য একসঙ্গে থাকে না। একজনকে উদিত হতে হলে অন্যকে অস্তমিত হতে হয়। আমি একটাই মানুষ। আমার শরীরই আমার বাধা, সব বাধা ভাঙা যায়, শরীরকে নয়। বোধহয় এই অশুদ্ধ শরীরটার জন্যেই আমাদের ইচ্ছা আকাংক্ষাগুলো স্বর্গের দিকে পাড়ি দিতে পারছে না। শরীরের পাষাণে ঘষা খেয়ে খেয়ে আমরা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি! ক্ষ—য় হ—য়ে যাচ্ছি।...এই শরীরের চোখ দিয়ে আমরা জীবনকে দেখে দেখে নষ্ট করে ফেলছি...'

সন্ধ্যে উৎরে মার খাওয়া জন্তুর মতন সুধন্য বাড়িতে পা দিল।

বকুল পায়ের শব্দে রান্নার জায়গা থেকে মুখ না ফিরিয়ে বললে, 'এইমাত্র চলে গেল মিনতি। কোথায় ওকে নিয়ে তোমার যাবার কথা ছিল...'

বকুলের মুখটা সুধন্যর দিকে পিছন করা। সুধন্য সামনাসামনি হাতের নাগালে পেলে নখ দিয়ে ওর মুখটাকে ছিঁড়ে দিতে পারে। একটা মরিয়া আক্রোশে আঙুল নিশপিশ করে।

'ঘরে গিয়ে ত্যাখো, শানুর খাতায় বোধহয় চিঠি লিখে গেছে—' বকুল কড়ায়ে জল দিল।

সুধন্য আর পারল না। বিশ্রী গলায় চিৎকার করে উঠল: 'তুমি থামবে?'

হঠাৎ চিৎকারে বকুলের হাতের খুন্তিটা স্খলিত হয়ে ঝনঝন করে উঠল। বকুল বোকার মতন ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর নিশ্বাস ফেলে পিছন ফিরে নিজের কাজ করতে লাগল।

সুধন্য টলতে টলতে ঘরে ঢুকল। ধপ্ করে কাত হয়ে পড়ল শয্যার ওপর। ক্লান্তি, হতাশা, আর অন্ধকার। অবসন্ন চোখে শানুর দিকে তাকাল। শানু ভয়ার্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে।

বকুল লঘু পায়ে ঘরে ঢুকল। 'চা খাবে তো?'

সুধন্য বললে, 'জানিনে।'

বকুল আড়চোখে পর্যবেক্ষণ করল সুধন্যকে। কী ভাবল, কিছু উত্তর করল না।

শান্থ বললে, 'মা খিদে পেয়েছে।'

'এসো।' বকুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বারান্দা থেকে শান্থ আর বকুলের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

সুধন্য শান্থর খাতাটা হাতের কাছে টেনে নিল। পেনশিলে লেখা তিন-চার ছত্র।

"মাননীয়েষু,

কথা মতন এলেন না কেন? কত কষ্ট করে ঠিকানা খুঁজে আপিস বার করতে হয়েছে। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দু-একদিনের মধ্যে দেবে। অনেক শর্ত দেখলাম। আপনার সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনা না করে কিছু করতে পারছিনে। কালকে অবশ্যই দেখা করবেন।

বিনীতা—মিনতি।"

সুধন্য পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। না, আমার এত সময় নেই। মিনতি জানুক সে কাজের লোক। তার সময়ের যথেষ্ট মূল্য আছে।

চোখে হাত ঢেকে সুধন্য শুয়ে রইল।

বকুল একটু পরে ঘরে প্রবেশ করল। 'খেয়ে নেবে? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়।'

সুধন্য বললে, 'হ্যাঁ। খাবার দাও।'

'এসো।'

তারপরও রাত্রি গড়িয়ে নামল। জমাট পিণ্ডের মতন রাত্রি।

বকুল কাজ সেরে ঘরে ঢুকল।

প্রাণপণ চেষ্টায় নিরেট গুমটকে ঠেলে ফেলবার ইচ্ছেয় হঠাৎ একটা সহজ অভিনয়ের কারণ খুঁজে পেল সুধন্য। তার কাছে আপাত দরকারহীন ঘটনাটা এখন হীরকের মতন মহার্ঘ হয়ে উঠল।

'তারপর তোমার সহকর্মীর ছাঁটায়ের ব্যাপারটা কী হল?'

বকুলও চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে এমন একটি বিষয়ের অবতারণা প্রসঙ্গে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। 'আজকের কোনো খবর তো পেলাম না। ইস্কুলেই যেতে পারলাম না…'

'সে কী, ইস্কুলে যাও নি ?'

'যাবার জন্যে তৈরি হয়ে জামা-কাপড় পরতে গিয়েই তো বিভ্রাট। এবার যেন বাড়াবাড়ি রকমের—'

'মানে ? হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।' বকুল হাসল আহ্লাদীর মতন।

'আর আমাকে এতক্ষণ বলো নি ?' সারাদিনের যন্ত্রণার পর হঠাৎ যেন তার ফুসফুসে কে হাওয়ার নল চালান করে দিয়েছে। সুধন্যর মস্তিষ্ক যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ছে। আর, তার চোখের সামনে শুকনো রুক্ষ বিশ্বজগৎ প্রবল বর্ষণে থইথই করে উঠল।

সুধন্য এতক্ষণ যা ভাবতে পারছিল না, আবার তা মোলায়েম হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চেতনায়। একটা নিরুদ্বেগ দায়িত্ববিহীন আনন্দে সুধন্য তরল হয়ে উঠল। আহ্, মিনতি তার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। আর, সে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করে একাকী মঞ্চে অভিনয় করে চলেছিল। এখন এই মুহূর্তে সুধন্য যেন নতুন করে বকুলের প্রেমে পড়ে গেল। এবং মনে হল সে এখন বুক উজাড় করে ওকে ভালোবাসতে পারে। মিনতি কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে। মি—ন—তি, মন্ত্রের মতন শব্দটাকে উচ্চারণ করতে লাগল সুধন্য। মিনতি একটা ঢেউ হয়ে গেছে, ফেনিল, উচ্ছ্বসিত, উদ্দাম, আর তার দেহটাকে ছেনে ছেনে বিভিন্ন মুদ্রায় অবয়ব দিতে পারা যায়। বকুল কী বলছে, সুধন্য শুনতে পায় না। একটা সুখের কোলাহলের আড়ালে সে হারিয়ে যায়। বকুল কী ভাবছে, সুধন্য জানে না।

আশ্চর্য, বকুলের একটিমাত্র স্বীকারোক্তি নিমিষে তার জীবন-ভাবনাকেই বদলে দিতে পারল। এবং এখন সে পুনর্বার মুক্ত। আহ্ স্বাধীনতা।

রেস্তোরাঁর কেবিনে আবার ঝগড়া। তবে এবারে নিঃশব্দ অভিমানের গাঢ়তা নেই, কণ্ঠস্বরে আর চোখের দৃষ্টিতে উষ্মা আশ্রয় নিয়েছে।

'থামুন। অনেক দেখা আছে। একলা একটা মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন। যদি কিছু হত…'

সুধন্য হেসে কী বলতে যাচ্ছিল, মিনতি আবার গনগনে ধমক দিয়ে উঠল :

'বেশ হত। যদি আর না ফিরতাম। আমাকে আর পেতেন না! অসভ্য কোথাকার। কেবল মুখেই...'

'না। ছাখো।'

'চুপ। কোনো কথা নয়। কী খাবেন বলুন ?'

'তুমি খাওয়াবে নাকি ?'

'কেন নয় ? আমি রোজগার করি।'

'এখন থেকেই ? এরপর সত্যিই যেদিন মাইনে পাবে...'

বয় প্রবেশ করল।

মিনতি হুকুম করল: 'দুটো মাটন কাটলেট।'

সুধন্য চুপ করে রইল। মিনতির সরব আত্মপ্রকাশের উগ্রতায় তার উৎসাহ দেখানোর সুযোগ ছিল না। না-কি মিনতির নতুন অভিজ্ঞতার তরুণ আনন্দ, যা তার ব্যক্তিগত উপার্জন।

'কী কথা বলছ না যে ?' মিনতি ওর গায়ে আঙুলের চাপ দিল।

'দেখছি তোমাকে।' সুধন্য হাসতে চেষ্টা করল।

'এখুনি কী দেখছ ? তবু তো চুল বাঁধিনি। একেবারে অবাক করে দেবো।' মিনতি শব্দ করে হাসল।

সুধন্য বললে, 'এই আস্তে।'

'কেন ? হাসবার জন্যেও কী আলাদা চার্জ দিতে হবে ?'

সুধন্য অস্বস্তি বোধ করছে। কেবিনের বাইরে যারা বসে আছে মিনতির উদগ্র হাসি তাদের চোখের সামনে পরিষ্কার এক যুবতীর পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তুলে ধরে। সুধন্য স্বগত উচ্চারণ করল: বাইরের পৃথিবীটা অনেক বয়স্ক। নিজের স্ত্রীকে কেবিনের সঙ্গী করে কেউ হাসির প্রদর্শনী করতে আসে না, সকলেই জানে। সুধন্যর এই মনোভাবের কারণ কী। না কি সামাজিক মনের একটা দৃঢ়মূল সংস্কার। না, সুধন্য যথেষ্ট আধুনিক হয় নি! 'না, তা নয়,' সুধন্য নিজেই যেন উত্তর প্রস্তুত করে: 'একটা স্বাভাবিক সভ্যতা-শিষ্টতার পালিশ বজায় রেখে চলতে হয়! ভালোবাসি বলেই কী চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমরা চুমু খেতে পারি! প্যাকেটে একটা মুরগীর রোস্ট নিয়ে নিয়ে যাবার গৌরবটুকুও লোকে নিঃশব্দে বহন করতে ভালোবাসে।' আহ্, এত আধুনিক উপমাগুলো প্রতিভার মতন মগজে জুগিয়ে যায়।

আধুনিক হবার সুবিধে অনেক। কিন্তু, সুধন্য বিনা বাধায় আজ অনেকগুলি সিগারেট ধ্বংস করে যাচ্ছে এবং মিনতির সামনে, অথচ সে লক্ষ্যবিদ্ধ হচ্ছে না। সুধন্য কী বাধাপ্রাপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা বোধ করছিল। মিনতির এইভাবে আত্মচরিতের পৃষ্ঠায় ডুবে থাকার ব্যাপারে সুধন্য মনে মনে ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল অবশ্যই।

বয় চা নিয়ে হাজির হল।

মিনতি বললে, 'জানো, একমাস ট্রেনিঙে থাকতে হবে। ট্যাংরা না কোথায় ওদের ট্রেনিং সেণ্টার।'

সুধন্য বললে, 'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমরা জনা-দশেক মেয়ে আছি। একসঙ্গে ট্রেনিঙ নেবো। তারপর শুনছি কয়েকজনকে পশ্চিমবাঙলার বড় বড় জেলাগুলিতে পাঠানো হবে।'

'তোমাকেও পাঠাতে পারে।'

'পারেই তো।

'তবে?'

'বা, চাকরি করতে গেলে বাছবিচার করলে চলবে কেন?'

সুধন্যর মুখে অন্ধকার ঘনাল।

মিনতি হাসল। 'অম্নি মুখ ভার হয়ে গেল তো। তোমরা ছেলেরা না এমন অ্যান প্র্যাক্টিকাল। নিজে—! সুযোগ পেলেই হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াবে, আর মেয়েদের বেলায় কেবল বারণ আর বারণ…'

সুধন্য বোকার মতন বললে, 'তা নয়'

'এবার অন্যদিক থেকে আক্রমণ? তোমার কষ্ট হবে, হঠাৎ অসুখ হলে… তাই না? আহা, আমার অসুখ হলে যেন ছেড়ে দাও নিজের পাওনা আদায় করে নিতে? তোমাদের চিনতে আর বাকি নেই।' মিনতি রুমাল মুখে রেখে হাসল।

সুধন্য চুপ করে রইল।

'তাছাড়া সে তো দেরি রয়েছে। কালকেই তো আমি চলে যাচ্ছিনে।' মিনতি এবার ওর মুখের সিগারেটটা কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সুধন্য হাসল। ওর বাঁ হাতটা মিনতির কাঁধে রাখল। মিনতি বাধা দিল না।

'কেবল নিজের কথাই ভাবছ।' সুধন্য বললে, 'তুমি চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে না ?'

'আহা আমার যেন খুব ভালো লাগবে। যেন আপিসকে আমিই বলে দিয়েছি বাইরে পাঠাবার জন্যে। বেশ তো খারাপ লাগলে চলে যাবে।'

সুধন্য বললে, 'যাব বললেই যাওয়া যায়।'

'ও। তাই তো। বকুলদি ছাড়বে না। রাত্তিরে ঠিক যেখানেই থাকো নীড়ে ফেরা চাই।'

'ইয়ারকি করছ মনে হচ্ছে ?'

'মনে হচ্ছে বুঝি ?

'তোমাকে একেক সময় বুঝতে পারিনে···' সুধন্য শক্ত করে ওর দেহকে ঘন করে এনেছে, মিনতির দেহটা এখন গন্ধ-স্পন্দন-উষ্ণতায় মাধবীলতার মতন চেতনাকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে, মিনতির কপালের টিপের বিন্দুটি ; ধনুকের ভ্রূ জোড়ার নীচে স্বপ্নের মতন বিহ্বল চোখ, আর টাটকা মিটুলির মতন ঠোঁট জোড়া, সুধন্যর চোখের দৃষ্টি মিনতির মুখের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। মিনতির আঙুলগুলো সুধন্যর পিঠের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এক সময় শক্ত হয়ে আটকে গেল।

ঘনঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে মিনতি বললে, 'না বুঝতে পেরেই এই, বুঝতে পারলে··'

কথা শেষ করতে পারল না মিনতি, আবার সুধন্যর পিঠকে খিমচে ধরল। 'আমাকে পাগল করে দেবে। এমনভাবে আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ যে বাইরে যাবার সাহস থাকবে না আমার।'

সুধন্য বিড়বিড় করে বললে, 'তোমার কোথাও যাওয়া হবে না।'

মিনতি মৃদু গলায় বললে, 'তুমিও চলো। আমরা দু'জনে—'

সুধন্য বললে, 'কে জানে, হয়তো যেতেই হবে। এই ভাবে পারা যায় না···'

মিনতির বিহ্বল কথাগুলো আবার আটকে গেল। 'এই, অমন কোরো না। আমার কষ্ট হয়।'

'বলো আমাকে ছেড়ে কোনোদিন কোথাও যাবে না—'

'কেন যাব · তোমাকে ছাড়ব বলে তো তোমার কাছে আসিনি। তুমি যতদিন চাও ততদিন আমি তোমার, তোমার ··'

'মিনতি, আমি তোমাকে ভালোবাসি—'

'জানি।'

'মিনতি আমি বড় নিঃসঙ্গ, আমার কেউ নেই আপনার বলতে···'

'আমি আছি। আমাকে আপনার করে নাও। কোনোদিন আমাকে ভুল বুঝো · '

'না।'

'সুধন্য···'

'আবার বলো···'

'না। আর পারব না। আমার লজ্জা করে না বুঝি? আমাকে তুমি ভীষণ বেহায়া করে দিচ্ছ—'

'মিনতি, তুমি এত সুন্দর হলে কেন?'

'তুমি করেছ।'

'মিনতি, মানুষের যদি দুটো জীবন থাকত, একটা ভুল করার, আর একটা ভুল সংশোধন করার জন্যে ·'

'বকুলদি তোমার ভুল ··ভুল সংশোধন করতে গেলে যে আর মানুষ বাঁচবে না ·'

'আমি কী করব। আমি আর প· ছিনে।'

'কেন পারবে না? আমি পারছি আর তুমি পারবে না? তোমার তো তাও অনেক আছে, ভেবে দ্যাখো আমার কী আছে? আমি তো ভেঙে পড়িনি। একটা জীবনে সবকিছু এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। কেউই পায় না—'

'তুমি আমাকে ভালোবাসলে কেন?'

'কী জানি, বোধহয় এইটেই আমার ভাগ্য।'

'এই ভাগ্য তোমাকে ক্লান্ত করে না, কোনোদিনও করবে না?'

'ভবিষ্যতের কথা কী করে বলব?' মিনতি আস্তে আস্তে বললে, 'আমি শুধু এইটুকুই জানি কাছে থাকি আর দূরে থাকি আকাশের তারার দিকে চেয়ে

চেয়ে ভাবব এই পৃথিবীতে আরো একজন রয়েছে যে আমার কথা ভাবে, আমার সুখ দুঃখ ক্লান্তি ··'

'মিনতি, তোমার মতন আমি ভাবতে পারিনে কেন '

'আমার মতন তো তোমার ভাবনার আকাশটা খালি নয় ··' মিনতি হাসল।

সুধন্য পংগু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। 'এই মেয়েটি আমার, অথচ আমি তার জন্যে দরজা খুলে দিতে পারিনে,' সুধন্য স্বগত ভাবল: 'অথচ আমি পারি কিংবা আমাকে পারতেই হবে। প্রতিনিয়ত ক্ষুরের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মিনতিকে আব কতদিন নীরব সাক্ষীর মতন দেখাবে। বকুল? বকুল অনেক পেয়েছে, সে এই নিয়ে বেঁচে যেতে পারবে। কিন্তু মিনতি ··'

'মিনতি, আমি তোমাকে বিয়ে করব—'

'পাগল একেবারে।' মিনতি প্রচণ্ড শব্দ করে হাসতে গিয়ে খুক খুক করে কাশল। 'আমার কথার বুঝি এই অর্থ হল? বিয়ের জন্যে আমার ঘুম হচ্ছে না। তাহলে তোমাকে দরকার কী, শান্তিপুরই তো ছিল।'

'তুমি বিয়ে করতে চাও না।'

'না। কেন চাইব?'

'এটা তোমার বানানো কথা।'

'কেন? বিয়ে করলে আমার আর কী চারটে হাত গজাবে? এই তো বেশ আছি।'

'তুমি ছেলে চাও না, সংসার চাও না?'

'চাইলেই বুঝি পাওয়া যায়।' মিনতি হাসল: 'হতে পারে আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি অক্ষম। আমাব জন্যে বাজেবাজে ভেবে তুমি শরীর খারাপ করে ফেলবে। চলো, এবার উঠি।'

সুধন্যর শুকনো মুখের ওপর দিয়ে মিনতি বাসে উঠে চলে গেল।

সুধন্য বোকার মতন অনেকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ংকর কতুর লাগছে নিজেকে: তার সমস্ত কথাবার্তাগুলোই কেমন নির্বোধের মতন লাগছে। দুজনের একটা দুর্বল অংশ সে ওস্তাদি করে নিজেই উসকে দিয়েছে। যার অর্থ তার নিজের কাছেই সত্য হয়নি, মিনতির কাছেও না। মিনতি কী ভাবল। এরপর দেখা হলে সুধন্য নিজেই লজ্জিত হবে, সংকোচ বোধ

করবে। মিনতিকে অনেক ছোটো করে দিয়েছে, ওকে ও নির্বোধ ভেবেছে। লোভী শিশুকে ঘুষ দেবার জন্যে সে যেন লজেন্সের রঙিন মোড়কটি তুলে ধরেছে। মিনতি কী ভাবল। সুধন্য কী সাহসের অভিনয় করছিল? যার কাছে সাহসের এই অভিনয় অর্থহীন। মিনতির কাছে সাহসের এই স্তোক-বাক্য শোনানোর কী প্রয়োজন ছিল। না-কি সে জানতই মিনতি রাজি হবে না। যদি রাজি হত? সুধন্য, তুমি কী করতে? তুমি বকুলকে ত্যাগ করতে? ব-কু-ল-কে? সুধন্য, বকুলকে তুমি আর ভালোবাসো না, বকুল তোমার ভুল··? সুধন্য, তোমার এই উপলব্ধি কী মিনতিকে বিন্দুমাত্র উৎসাহী করবে? সুধন্য তুমি কী জানো না মিনতিও একটি মেয়ে, আর একজন নির্দোষ মেয়ের অপমান সে কখনোই ভালোভাবে নিতে পারে না। এবং যখন সে বকুলদিকে বেশি করেই চেনে···। সুধন্য তোমার শস্তা বাহবা কুড়োবার নেশা এখনো গেল না। বকুলের সঙ্গে তোমার বিয়ে কেউ জোর করে চাপিয়ে দেয়নি। সুধন্য, তুমি ভালোবেসেই বিয়ে করেছ। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দাবার ঘুঁটির মতন ভালোবাসা নিয়ে ছেলেখেলা চলে না। তুমি নিজেকে অবিশ্বাসী প্রমাণ করেছ। এমন কি মিনতির কাছেও। মিনতি ভালোবাসার অপমান সহ্য করবে না। সুধন্য, তোমার মনের জগতটা ভয়ানক অগভীর, শূন্য উচ্ছ্বাসময়। হাত থেকে সূক্ষ্ম কাজ-করা কাচের পাত্রটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেলে যেমন হয়, সুধন্য নির্বোধের মতন দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাস, লরী, ট্যাক্সি, প্রাইভেটকার ছুটে চলেছে ক্রমাগত একটা শব্দের জটিল অরণ্য। সুধন্য পথ হারিয়ে ফেলল। অন্ধকার বর্তুল বলের মতন উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আত্মহননের মতন একটা অন্ধ বাসনা সুধন্যকে মাঝপথে টেনে আনে। লরীটা পাহাড়ের মতন কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসছে, প্রেতায়িত দৃষ্টি। সুধন্য অকস্মাৎ মৃত্যুভয়ে কেঁপে উঠল, প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল, তারপর ভীতত্রস্ত জন্তুর মতন নিজেকে ঠেলতে ঠেলতে উধাও হল। 'সৃশালা', ড্রাইভার খিস্তি করে চলে গেল।

তস্করের মতন বাড়ি ফিরল সুধন্য। জামাকাপড়ে কাদা।

দরজায় অপেক্ষারত রিকশা। রিকশার ওপর ছোট বেডিঙ, আর ট্রাঙ্ক।

সুধন্য অবাক হয়ে গেল। কেউ কী এল? কে আসতে পারে এই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ সময়ে?

দরজায় পা দিতেই সুধন্য আটকে গেল।

ঘুমে গলা শানুকে কেমোরকমে কোলে আঁকড়ে নিয়ে বকুল বেরিয়ে আসছে।

সুধন্য কিছু বলতে পারছে না। রিকশায় বিছানাপত্র নিয়ে এই অসময়ে কোথায় রওনা হচ্ছে বকুল। সুধন্য ওদের যাবার কোনো খবর জানে না। বকুলও কিছু জানায় নি। ঘটনার আকস্মিকতায় সুধন্য আশংকায় ভয়ে হিম হয়ে গেল।

বকুল তার পাশ কাটিয়ে রিকশায় উঠে পড়ল। রিকশাঅলা রিকশা তুলল।

বকুল চাবির গোছা সুধন্যর দিকে ছুঁড়ে মারল। 'তোমার খাবার ঢাকা দেয়া আছে। সকালে সুন্দরীকে বলে রেখেছি তোমার জন্যে রান্না করে যাবে।'

রিকশা ছেড়ে দিল।

সুধন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার শরীরে যেন জীবনের লক্ষণ দেখা গেল। রিকশার পেছনে ছুটতে ছুটতে বললে, 'কোথায় যাচ্ছ ? এ সবের মানে কী ?'

বকুল বললে, 'আপাতত মার কাছেই যাচ্ছি। মা অনেকদিন থেকে বলছিলেন। সুযোগ হয়ে গেল। প্যান্-এ দুধ রইল, খেতে ভুলো না।'

'বকুল এইভাবে যাওয়া হয় না।'

সন্ধ্যার বাতাসে বকুলের উত্তর হারিয়ে গেল। রিকশা অদৃশ্য হল।

সুধন্য নির্জন অন্ধকারে ভূতের মতন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সুধন্যর শরীর ঘামছে। একটা শীতার্ত অনুভূতি তার বুকের রক্তগুলোকে জমাট করে দিচ্ছে। আর একটা নিরবয়ব ভয় তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলছে।

সমস্ত বাড়িটা বিজয়া দশমীর মতন খাঁ খাঁ করছে। মৃত্যুর মতন শোকাবহ।

বকুল এত দ্রুত এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবে সুধন্য বুঝতে পারে নি। বাইরে চাপা, শান্ত বকুলের ভেতরে এমন একটা আপসহীন জেদ লুকিয়ে রয়েছে, সুধন্য কল্পনাও করে নি। বকুল কী সব জানতে পেরেছে। জানতে পেরেও

এতদিন নীরবে সহ্য করেছে। কেন বাধা দেয় নি? বাধা দিতে তার সম্মানে লেগেছে, তার শিক্ষিত অহংকারে, বিশ্বাস, আর অধিকারবোধে? কিন্তু… সুধন্য হাঁপাতে থাকে: তারও তো কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। না-কি তার বক্তব্যও খারিজ হয়ে গেছে বকুলের কাছে। তার অর্থ মামলার চূড়ান্ত ডিক্রি জারি করে গেছে সে।

আজ একটা কিছু হবে, সুধন্যর মনে হচ্ছিল। কিন্তু আজই, তার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না।

টলতে টলতে সুধন্য বারান্দায় উঠে এল। বড় অন্ধকার। লজ্জা গ্লানি অপমান এবং জীবনধারণের মতন গভীর অন্ধকার! শূন্যগর্ভ একটা পিপাসা।

সুধন্য দরজার তালা খুলে আলোর বোতাম টিপে দিল।

মড়ার মতন কুৎসিত বিবর্ণ আলো উলঙ্গ হাস্য করে উঠল।

ঘরের আসবাবপত্র খালি। আলনা খাঁ-খাঁ করছে। শুধু মেঝের এক প্রান্তে সুধন্যর সিঙ্গল শয্যাটি শবাধারের মতন বিস্তৃত।

'আমার শবাধার প্রস্তুত, বাহক কোথায়, শবসঙ্গীরা কোথায়, ফুলের স্তবক কোথায়। মৃত্যু একটা আয়োজন, রাজকীয় প্রস্থান' সুধন্য হা-হা করে হেসে উঠল। 'বন্ধুগণ, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন, আমার জন্যে এক ফোঁটা অশ্রু নয়, আমরা এইভাবে প্রবেশ করি, এইভাবেই প্রস্থান।'

"সুনীতবাবু আজ বিকেলে তোমার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। আমি ওঁকে নিষ্ঠুরের মতন ফিরিয়ে দিই, বলি: 'আমার স্বামীর সমালোচনা বাইরের কারুর কাছে শুনতে প্রস্তুত নই। আমার চেয়ে কেউ ওকে বেশি করে চেনে না।' সুনীতবাবু চলে যান। ওঁর কাছে আমার আত্মসম্মান বজায় রইল বটে, কিন্তু পরে যখন নিজের কাছে প্রশ্ন করলাম, দেখলাম আমি হেরে গেছি। আমি জানি সুনীতবাবুর অভিযোগগুলো সব সত্য। এখন বোঝাপড়া তোমার সঙ্গে আমার। কিন্তু তারও কোনো প্রয়োজন বোধ করলাম না। যেহেতু তুমি এমন কাজ করেছ যার ফলে শুধু তুমি নও, আমি, শানু—আমাদের গোটা পারিবারিক জীবনটাই জড়িয়ে পড়েছে। আমার পক্ষে এ আঘাত সহ্য করা সম্ভব হলেও শানু পারবে না। বাবার স্থায়ী আদর্শ তার চেতনা থেকে নষ্ট হয়ে গেলে সেটা ভয়ানক ক্ষতির

কারণ হবে এবং তার কাছে জন্মের ইতিহাসটা দূষিত হয়ে উঠবে। আমি তোমার বক্তব্যের কোনো প্রত্যাশা করিনে। জিগ্যেস করব না : কেন তুমি এমন করলে! কারণ জানি তোমার কোনো উত্তর জানা নেই। আমি ভেবেছিলাম তুমি এতদিনে দায়িত্বশীল পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমারই ভুল, তোমার ভেতরের অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত স্বার্থপর শিশুটি এখনো পরিণত হল না এবং আমার দুঃখ কোনোদিনই হবে না! সংসারে এ রকম কিছু মানুষ থাকে, যাদের কাজের কোনো দায়িত্ব অন্যে নিতে পারে না, অথচ যারা তার ভাগ্যের সঙ্গে বাঁধা থাকে তাদের নিঃশব্দ দর্শক ছাড়া কোনো ভূমিকা থাকে না। তুমি সুখী হও এমন শুভেচ্ছাও তোমাকে জানাতে পারছিনে, কারণ তুমি সুখের চেহারা জানো না..."

সুধন্য আর পড়তে পারল না। ওর নিস্তেজ দেহটা পিণ্ডের মতন বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। গর্ভের চেয়েও কালো অতল অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলল।

সারা রাত শরশয্যায় পড়ে রইল। নিজেকে সে ভীষ্ম ভাবছিল কিনা, সে খবর আমাদের জানা নেই। সুধন্য আহার করে নি। না : এক ফোঁটা জলও নয়। বোধ হয় ব্রাহ্মণের বিধবার মতন কৃচ্ছ্র সাধনা করছে। শূন্যতা হামাগুঁড়ি দিয়ে বহুক্ষণ তার অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে। চারদিকে শাদা দেয়ালের মতন অনুভূতি। শাদা মানে, রক্তশূন্য। একটা রাত্তিরেই ওর বয়েস যেন অকস্মাৎ বেড়ে গেছে। বয়োজীর্ণ মুখের রেখা, মাথার চুলগুলো শুকনো এবং খয়ের ছোপ। মাঝে মাঝে চোয়াল কঠিন হয়ে উঠছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ কঠিনতা সে রক্ষা করতে পারছিল না। ফুসফুস বাতাসের জন্যে বড় বেশি আঁকুপাঁকু করছিল। নাঃ নিজের আকৃতি দেখবার বা বিচার করবার মতন মানসিকতা এখন সুধন্যর অনুপস্থিত। একবার যেন সে সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করবার চেষ্টা করল 'আমি পারি।' কিন্তু, কী সে পারে, কার বিরুদ্ধে তার এই দৃঢ় ঘোষণা কিছুই স্পষ্ট হল না। সম্ভবত তার অনুমান এই বর্তমান অবস্থা সে স্বীকার করতে সমর্থ। প্রথমে হতাশা তাকে পঙ্গু করে রেখেছিল। তারপর যখন দেখল এই হতাশা বহন

করবার কোনো সার্থকতা নেই তখন সে ক্রোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। এবং শপথের মতন ঘোষণা করল: 'আমি পারি, পারব'। বকুল যদি তার বক্তব্য না শুনেই এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাহলে তাকেও পারতে হবে। বকুলের এমন সাহস কেন হল, ওর কী জানা নেই মার বাড়িতে বেশি দিন থাকা চলে না। বকুল জানে। এবং আজ না হয় কাল তাকে সুধন্যর সংসারে ফিরে আসতে হবে। নইলে সে এ বাড়ি তুলে দিয়ে সুধন্যকে মেসে চলে যেতে বলত। বকুল জানে এ বাজারে বাড়ি ছেড়ে দিলে আর পাওয়া যায় না। তাহলে এ ভাবে চলে যাওয়া কেন? সুধন্যকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে। 'আমি পারি, যতদিন ওর ইচ্ছে মার কাছে থাকুক, আমি আনবার জন্যে ছুটব না…' সুধন্য বারবার কথাগুলোকে আবৃত্তি করে চলল। 'মাঝে মধ্যে শানুর পড়াশোনার ক্ষতি হবে। ও বাড়িতে লেখাপড়ার আবহাওয়া নেই। যা ইচ্ছে করুক, আমার দায়িত্ব নেই।' এখন কত রাত্তির? এমনও হতে পারে বকুল একটু পরেই ফিরে আসবে, মন মেজাজ ঠাণ্ডা হলে। ওর মাও নিশ্চয়ই ওকে বোঝাবে? 'পুরুষমানুষের অত দোষ ধরলে চলে না'—মা বলবেন। এবং যখন বকুল নিশ্চিত জানে সুধন্য বাড়িতে নিজের উদ্যোগে হাত নেড়ে কিছু করবে, এমন বিশ্বাস নেই। বকুল কী সুধন্যর এই নির্ভরতার খবর রাখে না! 'বেশ তো, বকুল যদি মনে করে সুধন্য এর পর থেকে আপিস আর বাড়ি ছাড়া কিছু করবে না।' সে না হয় চিঠি লিখে মিনতিকে বারণ করে দিক। (সুধন্য নিজে থেকে সে কাজ করবে না।) তাই বলে…। আর তাছাড়া মিনতিকে সে তার প্রতিযোগী বলে মনে করছে কেন? মিনতি কী ওর জায়গা অধিকার করতে এসেছে। না পৃথিবীতে কেউ কারুর জায়গা নিতে পারে? মিনতি পারিবারিক বন্ধু হতে পারে না?' বন্ধু! সুধন্যর জিভের স্বাদ ব্লটিং পেপারের মতন। 'মিনতি আর কতদিন, ও তো চলেই যাচ্ছে—আর দূরে চলে গেলে নতুন পরিবেশে, নতুন পরিচিতির মাঝখানে সুধন্য কী টিকে থাকবে…' এত সহজে যেখানে ব্যাপারটার সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যায় সেখানে বকুল ভয়ংকর জেদ করে বসেছে। এ বাড়ির ঘড়িতে এগারোটা বাজল। 'এত রাত্তিরে বকুল শানুকে নিয়ে একা ফিরবে, শানুর অনিয়মে শরীর খারাপ হবে। শরীর খারাপ হলে তার দায়দায়িত্ব….' আহা সুধন্য নিশ্বাস ফেলল। না কি সে একটু

রাস্তায় এগিয়ে গিয়ে দেখবে। কলকাতার নৈশ রাত্রি, একা মেয়েছেলে…। দরজায় কী কেউ কড়া নাড়ল। 'যাচ্ছি।' নাঃ বাতাস। বকুল আজ আর আসবে না। এলে এতক্ষণ এসে যেত। এত রাত্তির করে সে কোনোদিন ফেরেনি। তাহলে সকালে আসাই ভালো। সুধন্য জেগে থেকে আর অপেক্ষা করবে না। সুধন্য নিশ্চিন্ত হল, কিন্তু ঘুম আসছে কই। একদিন না ঘুমোলে কী হয়। আজ রাত্তিরের শব্দগুলো সে কান পেতে শুনবে। মিনতি, নাহ্। এই অবস্থার জন্যে দায়ি মিনতি। সে সম্প্রতি বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল, ওর স্বভাবের একটা এলোমেলো খেপামি আছে। আরো একটু ধীর, সংযত হলে কী ক্ষতি ছিল। মিনতি তাকে কাপুরুষ বলবে। বলুক ওর বলাতে কী যায় আসে। ওর কাছে সাহসের প্রদর্শনী করে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। বকুল হয়তো তাদের সম্পর্কে অমূলক অনেক কিছু মনগড়া কল্পনা করে বসেছে। আসলে সে সব কিছুই নয়। দিনকতক ময়দানে বেড়ানো আর দু'একদিন রেঁস্তোরায় চা খাওয়া ছাড়া… । আহ্, সুধন্য নিশ্বাস ফেলল। 'আমি ইচ্ছা করলে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি।' সুধন্য ইচ্ছা করছে না বলেই… । 'দেশের যাবতীয় আইন আমার দিকে' সুধন্যর মুখ লম্বাটে হয়ে ঝুলে পড়ল: 'আইন! নাঃ কথার কথা বলছি। আমার স্বাভাবিক অধিকারের কথাই বলছি। অধিকার! নয়? বকুল কার পদবী নিয়ে রোজ মাস্টারি করতে যাচ্ছে? শাস্ত্র…? রক্তের অধিকার!' সুধন্যর চোয়াল দুটো আবার শক্ত হয়ে উঠল: 'আমি ইচ্ছে করলে ওর চুলের মুঠি ধরে….' না, চিন্তার ভঙ্গিটা ভদ্রগোছের হচ্ছে না, সুধন্য স্বীকার করল: বকুলের কাজটা কী ভদ্রগোছের হয়েছে, হঠাৎ বিনা নোটিশে… ? অবশ্য সুধন্য এ ধরনের গর্হিত কাজ করতে যাবে না। (যেন ইচ্ছে করলেই করতে পারে।) সুধন্য রাগ করল: কেন পারবে না? কী, বকুলকে সে মনেমনে ভয় করে? ভয়! এ সংসারে কাউকেই সে ভয় করে না। মা আসুক, সেধে ফিরিয়ে আনতে যাবে না সুধন্য, দু দিন, তিন দিন অপেক্ষা করবে। তারপরও যদি না আসে, ঈশ্বরের দিব্যি, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে। শাস্তি সুধন্যও দিতে পারে। বকুল জানে সুধন্যর হার্টের অসুখ (এতক্ষণ বিষয়টা মনে পড়েনি!) যে কোনো সময়…। এই মুহূর্তে ধরো তার হার্টফেল করল, আর বকুল এসে ফ্যাকাসে চোখে দেখছে তাকে, স্পষ্ট ছবিটা

দৃশ্যের দর্পণে আনতে পারছে সুধন্য। 'আমি মরে গেছি, আর বকুল পাথরের মতন....' সুধন্য বিজয়ী ভঙ্গিতে হাসছে। হাসতে হাসতে বেদম কাশি পেল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আবার মিনতির কথা মনে পড়ল, ওর অস্তিত্বের অত্যাচার...এত বাড়াবাড়ি কে করতে বলেছিল ওকে। আঙুল-গুলি নিশপিশ করে উঠল সুধন্যর: 'মিনতিকে যদি এখন এই মুহূর্তে হাতের কাছে পেতাম...' কী করত সে? না: এখনো ভাবেনি। মিনতির আদ্যোপান্ত ভারি শরীরটা কোলাহলের মতন ঝেঁজে উঠল তার চেতনায়। আর ওর স্ত্রী-শরীরের ঐশ্বর্যগুলো হিংসার মতন ছোটো করে দিল তাকে। বকুল সশরীরে বর্তমান থাকলে সুধন্য এ সকল চিন্তা করত না। 'আমি একলা থাকতে পারিনে।' সুধন্য মাথা ঝাঁকালো: 'একলা থাকা বড় কষ্ট। আর কষ্ট পেতে ভালো লাগে না। যে কেউ আসুক, বকুল—মিনতি, যে কেউ, আমার আর একলা সহ্য হচ্ছে না। আমার ভয় করছে, ভয় না, আমার কেমন দীর্ণ লাগছে, হতাশ। হতাশ, হতাশ, হতাশ...'

আরো কতক্ষণ চিন্তার চিতা জ্বালিয়ে রাখত সুধন্য, ভোর হয়ে এসেছে। ফার্স্ট ট্রামটার শব্দ ভেসে এল। দরজায় কে কড়া নাড়ল। সুধন্য টলতে টলতে উঠে দরজা খুলে দিল। সুন্দরী। সুধন্য ঘাড় গুঁজে ফিরে এল। সুন্দরী কী ভোরে উঠেই পান চিবোতে থাকে। আবলুশকাঠের মতন কালো, পুষ্ট সুন্দরীকে যুবতীর মতন ভারি দেখায়। ওর সিঁথেয় সিঁদুরের দাগ আছে। সুন্দরী দরজা খুলে দিতেই ওকে দেখে অমন করে হাসল কেন। বিচ্ছিরি হাসি। সুধন্যর মনে হল হাসির আঁচটা অশ্লীল ধরনের। সুধন্য বিরক্ত হলেও পেছন থেকে ওর ওপর চোখ রাখল। এই দুর্দিনে কাউকে বিশ্বাস নেই, বিশেষ করে সুন্দরীর মতন ভারিকোমর আলগা মেয়েদের। উনুন পরিষ্কার করে আঁচ দেবার উদ্যোগ করছে। ওর হাতেই কী আজ প্রভাতী চা খেতে হবে। সুন্দরী কী শাড়ি পরেছে, ওর রঙীন পেটিকোট পর্যন্ত জলছবির মতন ফুটে বেরুচ্ছে। কালো পুরু ঠোঁটের ফাঁকে ওর দাঁতগুলো অতিরিক্ত শাদা, জিভটা নিশ্চয় লাল, মা কালীর মতন। ধ্যেৎ, কী ইতরের মতন ভাবছে সুধন্য। ইতর, সুধন্য আবার শুকনো হাসল: নাকি একটা বেওয়ারিশ তরল রসিকতা তাকে আচ্ছন্ন করছে। (বকুল কখন ফিরবে?) সুন্দরী নিজেই আজকের গৃহিণীপনার অবাধ সুযোগ নেবে। সুধন্য তার

মনিব, মনিবকে খুশি রাখতে হয়। দূর, কী ছোটলোকের মতন ভেবে চলেছে সুধন্য। একটা রাত্রির অনিদ্রা কী তাকে বেসামাল করে দিয়েছে। 'দাদাবাবু, আপনার চা।' আবার হাসি। সুন্দরীর হাসিটা কি তার চাকরির অঙ্গ। 'দিদিমনি রান্না করে যেতে বলেছে। কী রান্না হবে?' 'জানিনে।' সুন্দরী পুনরায় হাসল। (বকুল ভয়ানক দেরি করছে।) সুন্দরী তার জন্যে রান্না করবে। কেন? বকুলের এই উদারতার কী অর্থ! সুধন্য সুন্দরীর হাতে খেতে যাবে কেন? কে বলতে পারে ওর অসুখ নেই? এই ধরনের মেয়েদের···। বকুলের রুচির বলিহারী, সুন্দরী তার প্রক্সি দেবে! তাহলে রান্নাই শুধু কেন, ঘরের দরজা দিয়ে সুধন্য ওর সঙ্গে শুতে পারে। পারে! দূর, নোংরা কীটের মন চিন্তাগুলো···। সুন্দরীর স্থূল অস্তিত্ব তার চেতনায় লগুড়াঘাত করছে। (বকুল কখন আসবে?) সুধন্য সিগারেট ধরাল। বেলা বাড়ছে। উঠোন জোড়া রোদ। উগ্র মদের মতন কড়া। সুধন্য চায়ে চুমুক দিয়ে পিটপিট করে তাকাল। সুন্দরী অভ্যস্ত কায়দায় বকুলের উনুনে রান্না করছে।

তারপর সুন্দরী এক সময় শেষ হাসি ছড়িয়ে বিদায় নিয়ে গেল।

সুধন্য এবার শয্যা ত্যাগ করল। আবার বাড়িটা ভয়াবহ খাঁ খাঁ করে উঠল। সুধন্যর মুখ শুকিয়ে আসছে। একটা ভোঁতা ভয় তাকে ন্যুব্জ করে দিচ্ছে। বকুল আর আসবে না, শাস্তি···। চিন্তাটা তাকে পাথরের মতন স্তব্ধ করে দিল। সুধন্য ভয় পায় না! পায়। সকালটা কড়া রোদে হুল ফোটাচ্ছে। একটা চূড়ান্ত বিরক্তি, অবসাদ, আর স্তব্ধ আতংক। সত্যিই কি বকুল আর ফিরবে না, কোনো দিনই না? অবিশ্বাস্য। 'আমার পাপ, অন্যায়বোধ, শাস্তি····' সুধন্য মুমূর্ষুর গলায় উচ্চারণ করল: 'আমি জানি পাপের শাস্তির হাত থেকে কেউ রক্ষা পায় না, আমি জানতাম একদিন আমাকে এই শাস্তি বহন করতে হবে...আমার পাপগুলো আমার, আমারি...' সুধন্য শাস্তিগ্রহণের জন্য যূপকাষ্ঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল: 'আমার জীবনের জন্যে আমি আর ভাবিনে, আমার ভাবনার শক্তি নিঃশেষ, আমি ফতুর, ক্লান্ত...। বকুল, তুমি এসো না। আমি পারি, পারব। আমি ছোটো হয়ে গেছি, অনেক ছোটো, তোমাকে অনেক নীচু হয়ে আমার দিকে তাকাতে হবে, তুমি অত নীচু হয়ো না।' সুধন্যর চোখে কী কিছু পড়ল।

চোখ ছলছল করছে কেন। নাকি জ্বর আসছে। জ্বর। 'বকুল, তুমি এসোনা। বকুল, তুমি ছোটো হয়ো না। আমি পারি, পারব। মানুষ অনেক কিছু পারে।'

বেলা বাড়ল।

সুধন্য একসময় উঠে স্নান করল। খেল। তারপর আবার শয্যা আঁকড়ে পড়ে রইল।

বেলা বাড়ল। রোদের রঙ ঘোলাটে। তারপর ফ্যাকাসে হবে। তারপর সুন্দরী কী বিকেলেও কাজ করতে আসবে। আ, কী ভাবছে সুধন্য। তার জ্বর হয়েছে। সুধন্য ভীষণ ভীষণ অবসন্ন। অবসন্ন মানুষের চিন্তাগুলো হলদে হয়ে যায়। অন্ধকারে একটা লতাকে কখনো বেঁধে দেখেছ? কুঁকড়ে মুচড়ে সে আলোর ছিদ্রে আঙুল বাড়াবেই। অন্ধকারের সরীসৃপ-লতা। আজ রাত্রেও যদি বকুল না ফেরে তাহলে সুধন্য একলা থাকবে কী করে। রাত্রি অসহ্য, ভোঁতা অস্ত্রের মতন মস্তিষ্কে ঘা দিতে থাকে। সুন্দরীকে কী বলবে রাত্রে এখানে থাকতে? বাইরের বারান্দায় ওর একটা ছোটো বিছানা করে দেয়া যাবে। সুন্দরী জানে সুধন্য একলা থাকেনি। সুধন্যর মতন কোনো পুরুষই রাত্রে একলা থাকতে পারে না। তদুপরি তার হার্টের অসুখ। একজন রুগ্ন অসুস্থ মানুষের রাত্রে কখনো একলা থাকতে নেই। কে জানে সুন্দরী দুবেলারই রান্না করে গেছে কিনা। তাহলে সে বিকেলে আসছে না। রাত্তিরের ব্যবস্থা কী করা যায়? অন্য কেউ? সামনের বাড়ির কোনো কিশোরকে রাত্রির জন্যে ধার চেয়ে পাঠাবে। যে কোনো একটা জীবন্ত প্রাণী হলেই···। মিনতিকে কী পাওয়া যাবে? মিনতি, না, ওকে সহ্য করতে পারছে না সুধন্য। সুন্দরী ওর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। সুন্দরী, মিনতি—দুর। বরং রাত্রে বাইরে কাটাবে। বন্ধুর বাড়ি? রজত না পূর্ণেন্দু? নাহ্। তার চেয়ে বেপাড়ায় গিয়ে, ধরো সুন্দরীর ঘরেই···

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

সুধন্য ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। তবে কী—বকুল। না, বকুলের কড়া-নাড়ার সংকেত জানে সুধন্য। তবে—সুন্দরী? না, দরজা খুলবে না সুধন্য।

তার দেহমন নোংরা হয়ে রয়েছে। কড়া আবার শব্দ করে উঠল। সুন্দরী নাও হতে পারে। তবে কী শানু? শানু দুষ্টুমি করে এমন কড়া নাড়তে পারে। 'দাঁড়াও দেখছি। আমি আসছি—'

সুধন্য দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে চৌকাঠ পার হল মিনতি।

'তুমি।'

'কেন? ভূত দেখছেন নাকি? বকুলদি কই? আপনাকে দেখব আশা করিনি। এই বয়েসে আপিস পালানো?'

সুধন্য কোনো উত্তর করতে পারলো না। স্থাবর একটা আতঙ্ক তাকে নিথর করে দিয়েছে। বকুল যদি এসে পড়ে। কিংবা এসে পড়েছিল দরজায় মিনতিকে দেখে নিঃশব্দে ফিরে গেছে। এ সংসারের কর্ত্রী বকুল, বকুলই, সে যে কোনো মুহূর্তে আসবার অধিকার রাখে। সমস্ত আশা চুরমার হয়ে গেল সুধন্যর। স—ম—স্ত আ—শা····

'কে? কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?' সুধন্যর গলা থরথর করে উঠল।

আতংক ভয় নৈরাশ এবং ঈর্ষা বিদ্বেষ নির্মমতার বিচিত্র মিশ্র অনুভূতি টুকরো টুকরো করে ফেলল সুধন্যকে।

তারপর হঠাৎ মিনতিকে আশ্চর্য করে দিয়ে সুধন্য শক্ত মুঠোয় ওকে টেনে নিয়ে চলল। 'এসো।'

সুধন্য দাউ দাউ আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। গলা শুকনো, চোখ দুটো ফেটে পড়তে চাইছে।

'তুমি অমন করছ কেন?' মিনতির কণ্ঠে ত্রাস।

'কেন? তুমি তো এই চেয়েছিলে? এমনি একটা নির্জন ঘর। যেখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না।'

'ছাড়ুন। কী বকছেন পাগলের মতন। বকুলদি, বকুলদি ··'

সুধন্য উন্মাদের মতন হেসে উঠল। 'ডাকো, আরো জোরে ডাকো। বকুলদি আর আসবেন না।'

'আপনারা ঝগড়া করেছেন জানলে আমি কখনোই আসতাম না। আমাকে চলে যেতে দিন। বকুলদি এলে আমি পরে আসব আবার।'

সুধন্য চিৎকার করে উঠল। 'না। বকুলদি না থাকুন, গৃহস্বামী আছেন। আতিথেয়তার ত্রুটি হবে না।'

'আপনাকে ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

'জীবনই একটা অসুখ, কেউ এই অসুখের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। জানো একটা লোক সারা রাত্তির জেগে কাটিয়েছে। কটা রাত্তির মানুষ না-ঘুমিয়ে পারে? কোনোদিন তা জেনেছ?'

'লক্ষীটি অমন কোরো না। তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

'জীবনে কে না ভয় পায় মিনতি? তুমি পাও, আমিও পাই। তবু তো ভয়কে এড়িয়ে চলা যায় না, যায় কী? যেমন আজো পারা যাবে না।'

'কী করছ? দরজা বন্ধ করলে কেন?'

'বোধহয় ভয়গুলোকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখব।'

মিনতির কম্পিত দেহটাকে সুধন্য শয্যার ওপর ছুঁড়ে মারল।

'মিনতি, তুমি পাপপুণ্য মানো? একটা পাপ আরেক পাপকে জন্ম দেয় সুদের মতন '

মিনতি নিস্পন্দ, নিথর।

'মিনতি, কাল সারা .ত আমার ঘুম হয় নি ..'

মিনতি চুপ।

'মিনতি, তুমি কী আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারো না?'

মিনতি চুপ।

'মিনতি, তোমার এই চোখ, মুখ, গলা ..মিনতি, তুমি কাল এলে না কেন?'

'তোমার পায়ে পড়ি। ছেড়ে দাও। তুমি ভীষণ অসুস্থ...'

'আমরা কেউই সুস্থ নই। তুমি নও, আমিও নই। জীবন নামক ভয়ংকর অসুখে আমরা ভুগছি।'

'না, অমন কোরো না। আমি এমন করে তোমাকে কখনো দেখতে চাইনি। সুধন্য, প্লিজ; আমার সুন্দর জীবনধারণাটুকু নষ্ট করে দিও না।'

'মিনতি, তোমার ধারণাটুকু সত্য নয়। যা সত্য নয় তাকে মিথ্যা দাবি করে লাভ নেই। একটি লোক সারারাত ঘুমোয় নি। সারারাত জেগে থাকার অর্থ তুমি জানো না।'

মিনতি চোখ বন্ধ করে। নিশ্বাসের শব্দ তার বুকের ভেতর আটকে গেছে। একটু হাওয়ার জন্যে তার ফুসফুস ছটফট করছে।

না, সুধন্যর দিকে সে চাইতে পারছে না। আর কোনোদিনও চাইতে পারবে না।

স্বপ্ন ভেঙে গিয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠল সুধন্য। দুর্বলতার মত শীতল স্বেদে শয্যা ভিজে গেছে। সুধন্য ফ্যালফ্যাল করে শাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর কোনোদিন যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।

অথচ উঠতে হবে। শদরের দরজাটা বন্ধ। যদি কেউ আসে, যদি কেউ দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায় তার জন্যে তাকে নতুন করে সজাগ পাহারা দিতে হবে।

সুধন্য রাস্তার ওপরে কান পেতে রইল ॥